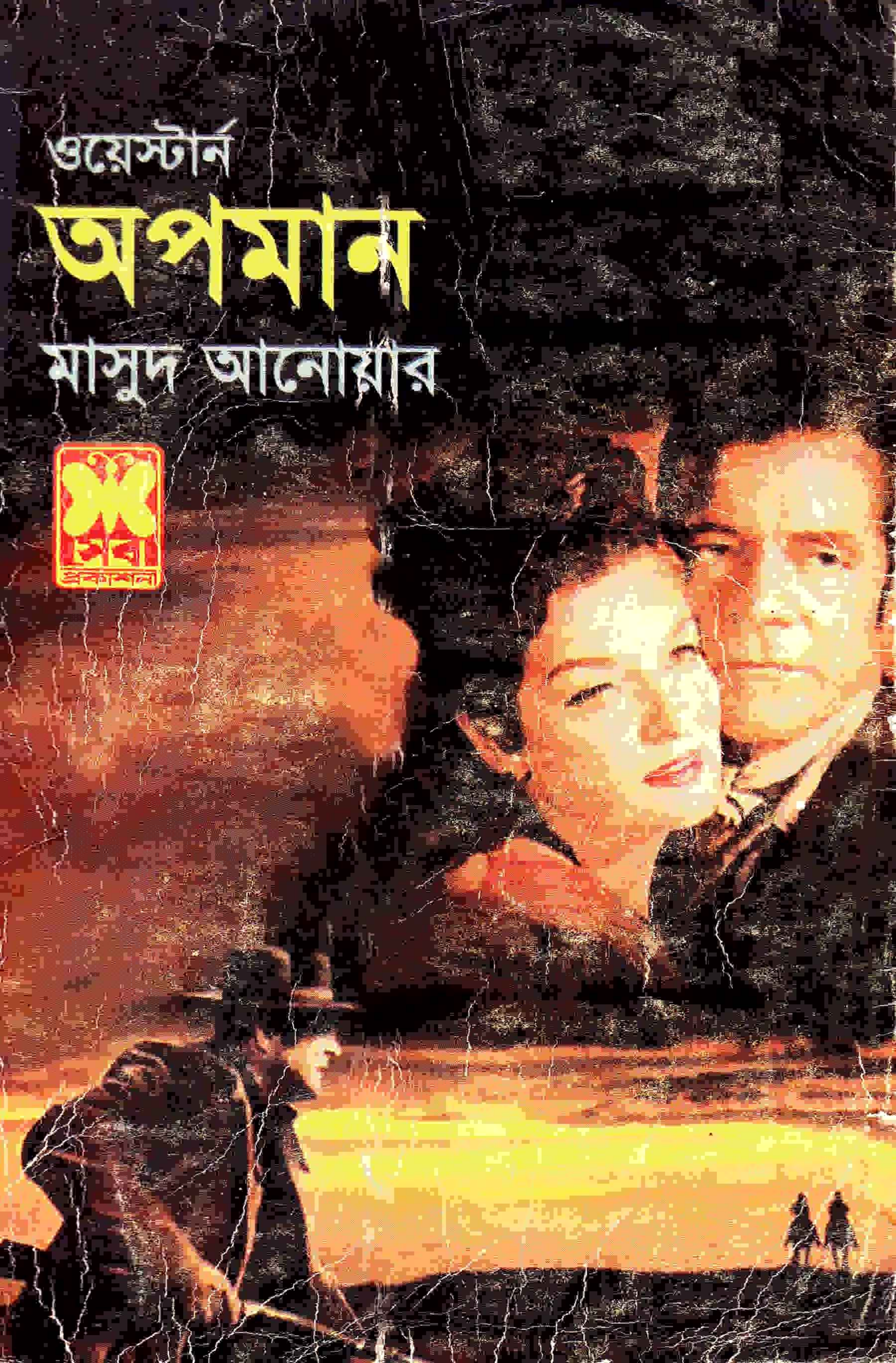
ওয়েস্টার্ন

অপমান

মাসুদ আনোয়ার

সেবা প্রকাশনী



এক

নার্ভাস ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে লোকটা। বারের প্রত্যেকটা মানুষের চোখ এখন ওর ওপর। সেও অবশ্য চেয়েছিল সকলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে। ওর ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা তার জন্যে সম্পূর্ণ নতুন। ফলে অস্বস্তি বোধ করছে।

চোখ তুলে তাকাল ও, বারটেন্ডারের চোখে চোখ পড়ল। ওর দিকেই তাকিয়েছিল লোকটা। চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

দুজন লোক বারের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মাঝেমধ্যে চোরা চোখে ওর দিকে তাকাতে দেখে বুঝতে পারছে, ওদের একান্ত আলাপের বিষয়বস্তু ও-ই।

সবার মনোযোগের পাত্র হবার কারণও আছে। এ-শহরে নতুন ও। নতুন কেউ এলে সবারই চোখে পড়ে। তা ছাড়া গত দুদিন ধরে কয়েকটা প্রশ্ন করেছে ও এখানকার লোকদের। জবাব অবশ্য পায়নি। তবে ওর প্রশ্নগুলো যে সবার মনোযোগ কেড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

বোতল থেকে হুইস্কি ঢেলে গেলাস ভরে নিল ও, ঘন ঘন চুমুক দিতে লাগল। ভীষণ ক্লান্ত ও, শারীরিক ও মানসিক দুদিকেই। অনবরত মদ পান করে ক্লান্তি কাটানোর চেষ্টা করছে। দীর্ঘদিনের ক্লান্তি।

তবে ক্লান্তি সত্ত্বেও ওর মধ্যে এ-মুহূর্তে সতর্কতাও কাজ করছে। ওর মনে হচ্ছে, যা খুঁজছে অ্যাদ্দিন ধরে, তার একেবারে কাছে চলে এসেছে।

ওর নার্ভাসভাব বাড়ছে আরও। দু'হাতের দশ আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর তবলা বাজাচ্ছে, অপেক্ষা করছে এখানকার ড্যান্স হলের নাচিয়ে মেয়েটা কখন ডিউটিতে আসবে। মেয়েটার নাম লুসি।

লুসির কথা ভাবতে গিয়ে মুখ সামান্য বিকৃত হলো ওর। শক্ত, পাথুরে মুখ মেয়েটার, এরই মধ্যে ছাপ পড়তে শুরু করেছে। একঘেয়ে, ক্লান্ত আর হতাশাভরা জীবন যাপনের ছাপ। বয়সের যে-ধাপটা এখনও পেরোচ্ছে, সেটা পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠার সময়। ওর চোখে মুখে তাই সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ সারাক্ষণ। কিন্তু ও নিঃসঙ্গ। লোকটা মেয়েটার এ-দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছে খবর সংগ্রহের আসায়।

এটা আসলে চালাকি, লোক ঠকানো। খারাপ লাগছে ওর। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মেয়েটি এখানে কাজ করে। তা ছাড়া কারও পেট থেকে খবর বের করার ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই ওস্তাদ। সুতরাং চালাকিটা করতেই হচ্ছে। ও চাইছে একটা দাড়িঅলা মানুষের নাম জানতে। লোকটা এখানে প্রভাবশালী। যে নামে পরিচিত, এ ছাড়া ওর অন্য কোন নাম আছে কি না জানতে চাইছে। তা হলে ওর দীর্ঘ ক্লান্তিকর একটা দায়িত্ব শেষ হবে। মনে মনে প্রার্থনা করছে সে, ওর সন্দেহটা যেন সত্যি হয়।

বোতল বোতল হুইস্কি ওর অবস্থার তেমন উন্নতি করতে পারছে না। ও ক্লান্ত, হাড়ে হাড়ে ক্লান্ত। ও একটা চিঠি লিখেছে ডিক রিফেলকে। ডিক ওর ছোট ভাই। ভাইকে পাঠানো তথ্য ও আসার আগে যাচাই করে নিতে চাইছে।

ও জানে, এ রকম একটা খবরের আসায় কী রকম মখিয়ে

আছে ডিক। সান ফ্রান্সিসকোতে ওর পাঠানো লোকটার কাছ থেকে চিঠিটা পাওয়া মাত্র গুলি খাওয়া ক্যুগারের মত ছুটে আসবে। তবে ওর উচিত ছিল, চিঠিটা পাঠানোর আগে নিজের সন্দেহের সত্যতা যাচাই করে নেয়া। **কিন্তু এখন** আর সেটা ভেবে লাভ নেই।

গ্লাস টেবিলে রেখে চেয়ারে হেলান দিল ক্লান্তি কাটানোর আশায়। চোখ বন্ধ করার আগে একবার চাইল লোক দুটোর দিকে। লোকদুটো শেষবারের মত ওর দিকে তাকিয়ে বার থেকে সরে গিয়ে দরজার দিকে এগোল।

অপেক্ষা করা খুবই কষ্টের কাজ। কিন্তু উপায় নেই। মেয়েটার আসা পর্যন্ত ওকে বসে থাকতে হবে। জানতে হবে পেগি গ্যাডিস নামের ওর সন্দেহভাজন দাড়িঅলা লোকটার নাম আসলে হ্যারি ডেজার্ট কি না।

কী করবে ও যদি ওর সন্দেহের সাথে লুসির দেয়া তথ্যটা মিলে যায়? ওকে শেষ করার কাজটা কি ও নিজেই করবে, নাকি অপেক্ষা করবে ডিকের জন্যে? অপেক্ষাই করা উচিত। হ্যারি ডেজার্টের ঋণ ওর কাছে না, ডিকের কাছে। যা-ই হোক, ও চাইছে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। তারপর ও আর ডিক আবার তাদের আগের জীবনে ফিরে যাবে, যে-জীবনটা কাটাচ্ছিল ওরা বছর দুয়েক আগের সে-ঘটনাটা ঘটার আগে।

দু'বছর আগে ঘটনাটা ঘটার পর থেকে তাদের দু'ভাইয়ের শান্তি লাটে উঠেছে। প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ডিক। অনেক বুঝিয়েছে ও ছোটভাইকে। বলেছে, এটা স্রেফ সময় আর শক্তির অপচয়। যা ঘটে গেছে, তা ভুলে গিয়ে নতুন করে শুরু করাই ভাল। কিন্তু ডিক তা মানেনি। ও নিজে হলেও মানত না। আসলে ধন-সম্পদ বা টাকা-পয়সা অপহরণকারীর চেয়ে একজন মানুষ বেশি ঘৃণা করে তার মর্যাদা বিনষ্টকারীকে। সেখানে কোন যুক্তিই সে মানতে চায় না।

শেষে একদিন ছোট ভাইয়ের কথায় সায় দেয় ও। ওকে আশ্বাস দেয়, 'ঠিক আছে, ডিক। আমরা দুজনে ওকে খুঁজব। তবে এক সাথে নয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। তা হলে যথাসম্ভব বেশি জায়গায় খোঁজ নেয়া সম্ভব হবে।'

ডিক রাজি হয় ভাইয়ের কথায়।

ওর ধারণা ছিল, হপ্তা কয়েক বা বড় জোর মাস দেড়-দুয়েকের মধ্যে খোঁজ পাওয়া যাবে ডেজার্টের। কারণ পশ্চিম জায়গাটা বিশাল হলেও পুবের মত এমন জনারণ্য নয় যে, একটা মানুষকে খুঁজে পেতে বেগ পেতে হবে। কিন্তু ডেজার্ট লোকটা ভীতুর ডিম। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস রাখে না। কোন জিনিস কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের দখলে রাখার মত যোগ্যতা ওর নেই। সে যোগ্যতা থাকলে নিজের জায়গায় স্থির থাকত সে। যার অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তার মুখোমুখি হবার ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাত না। কাজটা করার পর যেন একদম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ডেজার্ট।

দুটো বছর তাদের দু'ভাইয়ের জীবন কেটেছে স্রেফ চলার ওপর। এরমধ্যে বার তিনেক দু'ভাইয়ের দেখা হলেও কেউই কারও কাছ থেকে কোন সুখবর পায়নি।

বোতল খালি করে শেষবারের মত গেলাসে মদ ভরে নিল ও। ধীরে ধীরে পান করতে লাগল। দু'বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও ডেজার্টের হদিস বের করতে পারেনি ও। ডিকও পারেনি। মজার ব্যাপার হলো, লোকটা শত্রু হলেও ওর নামটাই শুধু জানে ও, কখনও চেহারা দেখেনি। এ-অবস্থায় কাউকে খোঁজা মানে অন্ধকারে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার শামিল। কিন্তু ওরা তবু আশা ছাড়েনি।

এখানে সেলুনমালিক পেগি গ্যাডিসকে সন্দেহ হয়েছে ওর। এরকম আরও কয়েকবার কয়েকজনকে সন্দেহ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্দেহ সত্যি হয়নি। এবারও সত্যি হবে কি না কে জানে।

এ লোকের দাড়ি আছে, এর নাম হ্যারি ডেজার্ট নয়, পেগি গ্যাডিস। দুটোই অমিল। তবে দাড়ি কিংবা নাম কারও চূড়ান্ত পরিচয় নয়। দাড়ি রাখা যায়, ছাঁটাও যায় এবং নাম পাল্টানো যায়—মানুষ যেমন গায়ের জামা পাল্টাতে পারে যখন তখন, তেমনি করে।

লোকজনে গম গম করছে পুরো সেলুন। বারের কাছে দাঁড়ানো লোকগুলো হাসছে। টুংটাং শব্দ গ্লাস আর চামচের। বিশাল রুমের পেছনের অংশে উঁচু গলায় হাসছে এক মহিলা। মাতালের হাসি। ওর চোখ ঘুরছে পুরো ঘরে। লুসিকে খুঁজছে। আরও আধ ঘণ্টা আগে আসার কথা মেয়েটার।

একটু পরে ভীড় ঠেলে আসতে দেখা গেল লুসিকে। ওর মুখ উজ্জ্বল হলো কিছুটা। উঠে দাঁড়াল। তারপর বসে চেয়ারে হেলান দিল ফের। স্বস্তিবোধ করছে এখন।

একটা লোক লুসির কাছে গিয়ে দাঁড়াল, গায়ের সাথে প্রায় সেঁটে গিয়ে থাবা বসাল ওর খোলা পিঠে। পাত্তা দিল না মেয়েটা, ঝাপ্টা মেরে সরিয়ে দিল ওর হাত। আরেকজন বাকস্কিনের পেটমোটা একটা থলে ঝুলিয়ে ধরল ওর নাকের সামনে। ভ্রূক্ষেপও করল না লুসি। মনে মনে হাসল সে। মেয়েটা এখন ধরতে গেলে ঘোরের মধ্যে আছে। কিছুই ওকে আটকাতে পারছে না। নিজের রুটি-রুজির আমন্ত্রণের প্রতিও উদাসীন।

ওর টেবিলের সামনে চলে এল সে। চোখ দুটো সজীব ওর, প্রত্যাশায় চকচক করছে। উত্তেজনায় ওঠানামা করছে বুক। খুশি হয়েছে মেয়েটা, বোঝাই যাচ্ছে।

রূপ বা সৌন্দর্য বলতে ঠিক যা বোঝায়, তা তার কখনোই ছিল না। জীবন ধারণের তাড়না ওকে শুষে ছোবড়া বানিয়ে দিয়েছে। কখনও কারও সত্যিকার ভালবাসা পায়নি। ওর শুকনো রুক্ষ মুখে বয়সের ছাপ, রঙচঙা সাজগোজ দিয়েও তা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। সংক্ষিপ্ত, খোলামেলা পোশাক পরনে, পুরুষের

মনোযোগ আকর্ষণের আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু তাতে যে সফল হতে পারছে না, তা চোখ দেখে পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এ মুহূর্তে খুশিখুশি ভাব সত্ত্বেও ওগুলো ক্লান্তি আর হতাশায় ভরা।

ওর প্রতি করুণা বোধ করল ও, সাথে সাথে লজ্জাও। মেয়েটাকে ব্যবহার করছে ও নিজের স্বার্থে অনুরাগের ভান করে। কিন্তু ও নাচার। ওর তথ্য দরকার, আর মেয়েটার হাবভাবে মনে হচ্ছে ও তা যোগাতে পারবে। গলায় আবেগ মেশাল সে, 'অনেকক্ষণ ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি, লুসি।'

টেবিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ওর হাত ধরল লুসি। ওর সংক্ষিপ্ত বডিস সরে গিয়ে বুকের অনেকখানি উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। ফিসফিসিয়ে বলল, 'বাইরে চলো। এখানে তোমার সাথে কথা বলতে পারব না।'

'খবর আছে বলছ?' মুখ উজ্জ্বল হলো ওর।

মাথা ঝাঁকাল লুসি রহস্যময় ভঙ্গিতে। বুকের ভেতরটা লাফ দিয়ে উঠল ওর। ডিককে আসতে লিখে তা হলে ভুল করেনি!

উঠে দাঁড়াল সে, লক্ষ করল, বারকিপার দেখছে ওকে।

বাইরে এসে লুসির একটা হাত টেনে নিয়ে বগলদাবা করল ও, হাঁটতে শুরু করল। সবাইকে বোঝাতে চাইছে, বান্ধবীকে নিয়ে দারুণ ব্যস্ত ও, কোনদিকে তাকানোর ফুরসত নেই। জানে, ব্যাপারটা স্বাভাবিক দেখাবে। কারণ, ভার্জিনিয়া সিটিতে এরকম মেয়েপাগল পুরুষ আরও অনেক রয়েছে।

ব্যগ্রকণ্ঠে বলল, 'কী খবর, লুসি?'

মাথা নাড়ল লুসি, ওর বাহু আঁকড়ে ধরল জোরে। ব্লকের শেষপ্রান্তে নিয়ে চলল ওকে।

ব্যস্ত রাস্তা। রাতের এ সময়টাও যানবাহন আর লোক চলাচলের কমতি নেই। আকরিক বোঝাই ভারী গাড়িগুলো কর্কশ শব্দ তুলে ছুটছে, পেছনে বিছিয়ে যাচ্ছে ধুলোর চাদর নয়, পুরু কম্বল। রাইডাররা ঘোড়ার পিঠে টহল দিচ্ছে রাস্তার এ মাথা-

ওমাথা। দু'পাশের ফুটপাত লোকজনে ঠাসা, একজন আরেকজনকে ঠেলে গুঁতিয়ে নিজের পথ করে নিচ্ছে, এক সেলুন থেকে আরেক সেলুনে ছুটছে নতুন নতুন মজা আর উত্তেজনার আশায়।

কাছে কোথাও গুলির আওয়াজ শোনা গেল, কিন্তু কারও তেমন ভ্রূক্ষেপ দেখা গেল না তাতে। দু'একজন ক্ষণিকের জন্যে ঘাড় ফেরাল, পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজ নিজ ধান্ধায়। ভার্জিনিয়া সিটিকে অন্যান্য শহরের তুলনায় কিছুটা বুনো আর বিশৃঙ্খলই বলা যায়। এখানে একটা দুটো গুলির শব্দ মানুষের মনোযোগ টানতে পারে না।

মেয়েটার সাথে হেঁটে যাচ্ছে ও। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে চাইছে। যেখানেই হোক, মনে মনে কামনা করছে, মেয়েটার নিজের বাসায় যেন নিয়ে না-যায়। তথ্যের বিনিময়ে মেয়েটা যদি ওর দয়া কিংবা অনুরাগের প্রত্যাশা করে, তা হলে সমস্যা হবে। সেটা অনেক বেশি চাওয়া হয়ে যাবে। সেরকম কিছু চাইলে শেষপর্যন্ত সে কী করবে, বুঝতে পারছে না। তবে আশা করছে, কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে ওকে সন্তুষ্ট করা যাবে।

পেরিয়ে আসা ব্লকের দিকে ঘাড় ফেরাল লুসি। দেখাদেখি ও নিজেও চাইল সেদিকে। ব্লকের গলিগুলোর মুখে জমাট অন্ধকার। 'লুসি,' ডাকল ও।

'থামো,' ফিসফিসিয়ে বলল লুসি। গলির দিকে ইশারা করল। 'এখানে।'

গলির মুখের দিকে এগোল ওরা। গাঢ় অন্ধকারে নড়ে উঠল দুটো আবছা মূর্তি, এত দ্রুত যে, ঠাহর করে উঠতে পারল না ও। আচমকা যেন ঘাড়ে এসে পড়ল ওরা, পিঠে পিস্তলের নলের গুঁতো টের পেল। কর্কশস্বরে বলতে শুনল একজনকে, 'ওর অস্ত্রটা নিয়ে নাও।'

পিস্তল বাগিয়ে ধরে আরেকজন এসে দাঁড়াল পাশে, হোলস্টার

থেকে তুলে নিল ওর পিস্তল। গলির অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল ওটা। নিজেকে একদম উলঙ্গ মনে হলো ওর, সন্ত্রস্তও।

লুসির দিকে ঘাড় ফেরাল ও, অন্ধকারেও ওর বিবর্ণ মুখটা দেখতে পেল স্পষ্ট। থুতু ছুঁড়ল। 'হারামজাদী কুত্তি!'

ওর মুখেও থুতু ছিটানোর ভঙ্গি করল লুসি, শব্দ করে টিটকারির হাসি হাসল। 'বোকা গাধা কোথাকার! ভেবেছিলে তোমার প্রেমে পড়ে গেছি আমি। না?'

'চুপ করো, লুসি। একদম চুপ!' ধমকে উঠল একজন।

ওর পিঠে পিস্তলের গুঁতো আরও তীক্ষ্ণ হলো। হাঁটতে নির্দেশ দিল পিস্তলধারী। শ'খানেক গজ যাওয়ার পর বলল, 'এখানে।'

ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, বুকের ভেতর প্রচণ্ড বেগে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। লোকগুলো সেলুনের পাশে দাঁড়িয়েছিল, অনমুান করল ও, ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। এরা বোধ হয় সেলুনের ভেতরের সেই দুই লোক, যারা ওর দিকে তাকাতে তাকাতে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিল। লুসির ব্যাপারে ও এতটা নিশ্চিন্ত ছিল যে, এদের নিয়ে সামান্য সতর্কতার কথাও ভাবেনি।

সামনে একটা ঘর। পেছনের লোকটার ইঙ্গিতে ঘরের পৈঠায় উঠতে গিয়ে প্রথম ধাপটার সাথে ঠোক্কর খেল ওর বুট। হোঁচট খেল ও, উবু হয়ে পড়তে পড়তে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে নিজেকে সামলাল। পেছনের লোকটা খাবলা বসাল ওর কাঁধে। শার্ট খামচে ধরে টেনে তুলতে তুলতে হাঁটুর গুঁতো লাগাল। 'ওঠ হারামজাদা! সোজা হয়ে দাঁড়া!'

দরজা খুলে গেল ঘরটার। দরজা পেরিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ করিডরে গিয়ে পড়ল। ওটার শেষ মাথায় ছোট একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই আরেকটা দরজা খুলে গেল। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। ছোট্ট ঘরটা, ফাটল ধরা এবড়োখেবড়ো মেঝের ওপর একটা পুরনো রোলটক ডেস্ক, একই ধরনের একটা

সুয়িভ্যাল চেয়ার আর খান দুই পিঠ উঁচু কাঠের চেয়ার। আসবাবপত্র বলতে এই। ঘরটার গরিবী হালত দেখেও বোঝা যায় এটা একটা অফিস ঘর। তবে অভাবের কারণে এরচে' বেশি শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়নি আর।

কয়েক মুহূর্তের দীর্ঘ নীরবতা। নিজের ওপর পাঁচ জোড়া চোখের তীক্ষ্ণ কৌতূহলী দৃষ্টি অনুভব করছে ও। পলকের জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল যে দু'জন ওকে ধরে এনেছে তাদের দিকে। ঠিকই আন্দাজ করেছে ও। বারের সে দুইজনই। লুসি আর দাড়িঅলা লম্বা লোকটাকে চেনে ও। গ্যাডিস। বাকি তিনজনকে এর আগে কখনও দেখেছে বলেও মনে করতে পারল না।

মুখ থেকে চুরুট নামাল গ্যাডিস, হাতে নিয়ে চোখের সামনে ধরল। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, যেন এর আগে আর কখনও দেখেনি জিনিসটা। 'কেলি,' চোখ তুলল এবার, নিজের পাশে দাঁড়ানো একজনকে বলল, 'এই কি সে-লোক, যে বেশি বেশি প্রশ্ন করে?'

ভাবলেশহীন গম্ভীর চেহারা কেলির, যেন মার্বেল পাথরে খোদাই করা মুখ। বিবর্ণ। ঠাণ্ডা দুচোখ, নিষ্ঠুর, পলকহীন। 'হতে পারে,' কর্কশসুরে বলল সে। 'বেশি বেশি প্রশ্ন করাটা যে বদ অভ্যাস জানে না সে।'

গরম চোখে বন্দীর দিকে চাইল গ্যাডিস। ওর নাক কিছুটা লম্বা, বাঁকানো। দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা চোয়াল আর চিবুক। 'কে তুমি?' রুক্ষস্বরে জানতে চাইল।

জবাব দেবার আগে জিভ দিয়ে চেটে দুঠোঁট ভিজিয়ে নিল বন্দী। 'আমি টম জোন্স। তোমরা আমার সাথে এরকম করছ কেন? আমি তো স্রেফ একটু মজা লোটার জন্যেই...' লুসির দিকে চাইল, 'কিন্তু...ধ্যাৎ, বুঝতেই পারিনি যে, আর কারও মেয়েমানুষকে নিয়ে...' হাসার চেষ্টা করল।

রাগে জ্বলে উঠল কেলির দু'চোখ। 'হারামীর বাচ্চা তুমি

মিথ্যে কথা বলছ...' মাথা সামান্য ঝাঁকাল ও, বন্দীর পেছনে দাঁড়ানো লোক দুজনের একজন ঝট করে পিস্তল বের করল।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেল ও, চোখের কোনায় লক্ষ করল একটা বাহুর ওঠানামা, পরমুহূর্তে ওর মাথার খুলি যেন বিস্ফোরিত হলো, অন্ধকার ঘনিয়ে এল চোখে।

যখন জ্ঞান ফিরল, নিজেকে পিঠ উঁচু একটা চেয়ারে বসা অবস্থায় আবিষ্কার করল সে। ওর চিবুক ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। হাতদুটো বাঁধা চেয়ারের সাথে পিছমোড়া করে। ভয় পাচ্ছে ও, বুঝতে পারছে একদল নিষ্ঠুর আর বিবেকহীন লোকের পাল্লায় পড়েছে। এরা অত্যচার চালাবে তার ওপর। আতঙ্কে নীল হয়ে উঠছে ও, মাথা ব্যথার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে।

ওর চুল খামচে ধরল গ্যাডিস, ঝাঁকাতে লাগল প্রবল বেগে। 'ইচ্ছে করলে ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতে পারো এখনও।'

জোর করে মাথা সোজা করে ওর দিকে চাইল লোকটা। আতঙ্কে মাথা গুলিয়ে গেছে ওর। 'আ-আমি বুঝতে পারছি না তুমি কীসের কথা বলছ।'

লম্বা টানে চুরুটের একদম গোড়ায় আগুন নিয়ে এল গ্যাডিস। মুখ থেকে নামিয়ে ওটার জ্বলন্ত অংশটা ঠেসে ধরল লোকটার গালে। এক হাতে ওর চুল খামচে ধরে রাখল যাতে মাথা নেড়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে না-পারে বন্দী।

মাংস পোড়ার তীব্র গন্ধ ছুটল। যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল বন্দীর। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। কিন্তু সমস্ত মানসিক জোর একত্র করে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সামলাতে লাগল। আত্মসম্মানে বাধছে গলা ছেড়ে চেঁচাতে।

নিজের হাতে ছ্যাঁকা না-লাগা পর্যন্ত চুরুটের গোড়াটা বন্দীর গালে চেপে রাখল গ্যাডিস। ছুঁড়ে ফেলে দিল তারপর। দাঁতে দাঁত

ঘষে বলল, 'বল্, তোর আসল নাম কী?'

বন্দীর মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত, চোখ বন্ধ। মাংস পোড়ার তীব্র যন্ত্রণা আর গন্ধ তাকে অসুস্থ করে তুলছে।

গ্যাডিসের গলা শুনছে ও। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে কথা বলছে লোকটা। 'নিজেকে খুব টাফ ভেবেছে ব্যাটা। কেলি, দেখো তো ওর টাফনেসটা বের করে দিতে পার কিনা?'

অনেক কষ্টে চোখ মেলল বন্দী, লুসিকে দেখল। ক্লান্ত, বিবর্ণ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। বাম হাতের পিঠ দিয়ে নিজের মুখ চেপে রেখেছে। বাকিদের চোখ ওর ওপর, নিষ্ঠুর কৌতুক মেশানো।

'এ-ব্যাপারে আমার জুড়ি নেই এ-তল্লাটে।' সগর্বে হাসল কেলি। কঠিন চোখজোড়া আনন্দে চক চক করছে। বোঝা যাচ্ছে, কাজটা দারুণ আগ্রহের সাথে করবে ও। ডান হাতটা নড়ে উঠল ওর, পর মুহূর্তে ঝলসে উঠল ছুরির ফলা।

নেকড়ে যেমন গুটি গুটি পায়ে এগোয় শিকারের দিকে, তেমনি সেও এগোল বন্দীর দিকে।

আতঙ্কে চিৎকার করতে চাইল বন্দী, কিন্তু ওর গলা রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোন স্বর বেরোচ্ছে না। ঠাণ্ডা মাথায় কেউ কারও ওপর এমন নৃশংস অত্যাচার করতে পারে, ওর জানা ছিল না। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ও সাদা ফলার দিকে।

ছুরির ঠাণ্ডা ফলা ওর গলা স্পর্শ করতেই শিউরে উঠল সে। মাথা নেড়ে শরীরকে কুঁকড়ে মুকড়ে সরে যেতে চাইল পেছনে। কিন্তু চেয়ারের সাথে বাঁধা ও, চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ওর কনুই আর বাহুতে রশি কষে গিয়ে বাঁধন আরও শক্ত হয়ে বসল। গুঙিয়ে উঠল সে শেষ পর্যন্ত।

ওর সামনে এসে ঝুঁকল গ্যাডিস। 'কী নাম তোমার? কী করছ এখানে?'

নিজের রক্তে ভেজা জামার আস্তিনের দিকে চাইল বন্দী,

জবাব দিল না। হঠাৎ অব্যক্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল লুসি, 'না, পেগি, না!' ডুকরে উঠল।

জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে গেল গ্যাডিস, আগুন চোখে মেয়েটিকে দেখল। রাগে মুখ লাল। 'জাহান্নামে যাও! তোমার আবার কী হলো?'

ওর প্রশ্ন মেয়েটা শুনেছে বলে মনে হলো না। কান্নার বেগ বাড়ল আরও।

মেয়েটার বাহু আঁকড়ে ধরল গ্যাডিস, টান দিয়ে কাছে নিয়ে এল। তারপর সজোরে চড় কষাল। প্রথমে এক গালে, তারপর আরেক গালে। পুনরাবৃত্তি ঘটল আরও বারদুয়েক।

শক্ত, কঠিন হাতের চড়, নরম গালে রক্ত জমে গেল লুসির। ওর চিৎকার ফোঁপানিতে পরিণত হলো। 'মেরো না,' মিনতি ফুটল চোখে, 'প্লিজ।'

জবাবে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিল গ্যাডিস দরজার দিকে। 'বেরো! দূর হ এখান থেকে!'

ধাক্কার চোটে মাটিতে ছিটকে পড়ল লুসি। শোয়া অবস্থায় বড় বড় চোখ দুটো মেলে চাইল লোকটার দিকে। 'দুঃখিত,' ক্ষমা চাইল অস্পষ্ট স্বরে। 'আসলে রক্ত দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি তো। আসলে আমি...মানে, আমি...'

'বেরো!' লাথি মারার ভঙ্গিতে ডান পা তুলল গ্যাডিস।

পড়ি কি মরি করে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়ে ছুটল দরজার দিকে।

বন্দীর দিকে ঘুরল গ্যাডিস। এক মুহূর্ত দেখল অসহায় লোকটাকে, তারপর আচমকা বাজখাঁই স্বরে চেঁচিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি এখানে এসেছ কেন? ডিক রিফেলের জন্যে? রিফেল কোথায়?' গলা আরও চড়ে গেল ওর। 'জবাব দে, হারামীর বাচ্চা! নইলে খুন করব তোকে, একদম জানে শেষ করে দেব।'

চোখ মেলে ওর দিকে চাইল ক্লিষ্ট বন্দী। চোখ নামাল না।

সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে ও। সামনে রুদ্র মূর্তি নিয়ে দাঁড়ানো এ-লোক পেগি গ্যাডিস নয়, হ্যারি ডেজার্ট। এর খোঁজে এখানে এসেছে ও।

চিঠিতে এ-লোকটার কথাই লিখেছে। নামটা অবশ্য জানাতে পারেনি। তাতে কোন অসুবিধে হবে না। ডিক চলে আসবেই। হ্যারি ডেজার্টকে খুঁজে পাবার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে, এমন কোন সূত্রই ছাড়বে না সে।

'অনেকদিন পরে হলেও শেষ পর্যন্ত তোমাকে খুঁজে পাওয়া গেল, তাই না?' গ্যাডিসের দিকে চেয়ে নিচুস্বরে বলল ও। লোকটাকে এখন আর একটুও ভয় করছে না। অনিবার্যকে সে মেনে নিচ্ছে, জানে, ভয় পেয়ে কোন লাভ নেই। নিজের ভাগ্যে কী আছে, তা জানা হয়ে গেছে ওর। দাড়িঅলা লোকটার চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না। কেলি এইসের আগ্রহভরা চোখেও তার প্রতিফলন। ডিকের সাথে কাটানো প্রীতি আর বন্ধুত্বে ভরা দিনগুলোর কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে ওর, তবে আতঙ্কিত হচ্ছে না।

'ডিক আসছে, ডেজার্ট,' মৃদুস্বরে বলল ও। 'তোমাকে পালাতে হবে এখান থেকে। নাকি অপেক্ষা করবে ওর জন্যে? ওর মুখোমুখি হবে? পরিণাম কী হবে, তা নিশ্চয় জানো, জানো না?'

তীব্র চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে গ্যাডিস। 'নিকুচি করি তোমার!' অতিকষ্টে রাগ ও ভয় চাপা রাখতে চেষ্টা করছে। 'তোমাকে আরও আগেই চেনা উচিত ছিল আমার। তুমি রেমি, রেমি রিফেল।'

ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি ফোটাল রেমি। 'ভাগো, ডেজার্ট। আবার তুমি ভাগো। সময় থাকতে ভাগো।'

রাগে বিকৃত দেখাল গ্যাডিসের মুখ। কেলির হাত থেকে ছুরিটা ছিনিয়ে নিল। ছুরির ফলায় আলো পড়তেই ঝিকিয়ে উঠল। চোখ বন্ধ করে ফেলল রেমি। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাটা অনুভব

করল পাঁজরায়। না চাইলেও, বুকের গভীর থেকে চিৎকারটা বেরিয়ে এল ওর।

ঘোঁৎ করে উঠল কেলি। 'ধ্যাৎ! ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল?' আশাহত হয়েছে সে। একটা লোককে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারার আনন্দটা উপভোগ করতে পারল না।

ঘরের ভেতর আর দুজনের দিকে তাকাল গ্যাডিস। খেঁকিয়ে উঠল, 'বেরো!'

হতচকিত লোকগুলো একবার তাকাল ওর দিকে, পরক্ষণেই মৃতের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল একটি কথাও না বলে।

দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল গ্যাডিস। কেলিকে বলল, 'এ-মুহূর্তে ফলসম চলে যাও। ওখান হয়ে আসবে ডিক রিফেল। বেজন্মাটাকে চিনে নেবে তুমি। ঠাণ্ডা নীল চোখ, এমন নীল সচরাচর দেখা যায় না, কালো চুল আর ডানদিকের চিবুকে তেকোনা তিল আছে একটা। ওকে তুমি খুন করবে।'

কৌতূহলী চোখে ওর দিকে চাইল কেলি। 'তুমি ওকে ভয় পাও, তাই না, পেগ?' মৃতের দিকে ইঙ্গিত করল, 'এ-লোকটা তোমাকে কী নামে ডাকল, অ্যাঁ?'

আবার মুখ লাল হয়ে উঠল গ্যাডিসের। 'তোমার প্রতি আমার একটা উপদেশ আছে, কেলি। শোনো, যদ্দিন তুমি আমার হয়ে কাজ করছ, তদ্দিন তোমার ওই নোংরা নাকটা আমার কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে গলাতে যেয়ো না। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই, পেগ।' মৃদু হাসল কেলি। 'নিশ্চয়। আর রিফেলকে তোমার কাছে ঘেঁষতে দেয়া যাবে না, না?'

দু'হাত মুঠো করল গ্যাডিস। 'ও এসে পৌঁছার আগেই তুমি ওখানে চলে যাবে। যে-ট্রেনগুলো আসে, প্রত্যেকটা চেক করবে। ওকে শেষ না-করে আমার কাছে আসবে না। আর,' বাইরে ইঙ্গিত করল, 'ওই দুটোকে পাঠিয়ে দাও, লাশটা সরিয়ে নেবে।'

ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল কেলি। নবের ওপর হাত

রেখে ঘুরল। 'তোমাকেও আমি একটা উপদেশ দিতে চাই, পেগ। দয়া করে মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থেকো। ওদের বেশি পাত্তা দিয়ো না। ওরা যে কোন পুরুষের চেয়ে দশগুণ বেশি ক্ষতি করতে পারে।'

দরজা খুলে বাইরে চলে গেল কেলি এইস।

দুই

প্লাটফর্মে উপচে পড়া ভীড়। ভীড় কমার জন্যে অপেক্ষা করছে ডিক রিফেল। বিরক্ত লাগছে ওর। স্যাক্রামেন্টো থেকে এখানে পৌঁছা পর্যন্ত শরীরের ওপর প্রচণ্ড ধকল গেছে।

রাস্তা ছিল এবড়োখেবড়ো, শক্ত কাঠের আসনে বসে অবিরাম ঝাঁকুনি খেতে খেতে পিঠ আর পাছা থেঁতলে গেছে। অসহ্য গরমে ঘেমেছে দর দর করে। ইঞ্জিনের ধোঁয়া আর ধুলোবালির ভয়ে একমহূর্তের জন্যেও খোলা যায়নি দরজা-জানালা। আরামহীন এক দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে ক্লান্তি আর বিরক্তি চরমে পৌঁছেছে ও।

স্টেশনের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডিক। চোখ বুলাচ্ছে আশপাশের লোকদের ওপর। শহর ওর ভাল লাগে না, ভাল লাগে না লোকজনের ভীড়, হৈচৈ কোলাহল। কিন্তু গত দু'বছর ধরে ওকে এসবের মধ্যেই কাটাতে হচ্ছে বেশির ভাগ সময়।

আশেপাশের প্রত্যেকটা মুখ খুঁটিয়ে দেখছে ও। প্লাটফর্মে লোকজনের অভাব নেই। কিন্তু সে যাকে খুঁজছে, তার কোন

চিহ্নও নেই। অথচ ওর আসার কথা স্টেশনে। কেন আসেনি বুঝতে পারছে না।

শুধু যে এখন তা নয়, গত দু'বছর ধরে প্রতিটি লোকের মুখ খুঁটিয়ে দেখছে ও। দেখতে দেখতে হতাশ হয়ে পড়েছে। ও একজনকে খুঁজছে, কিন্তু যাকে খুঁজছে, তাকে চেনে না। মাত্র একবারই দেখেছে ওকে, এখন আর চেহারা মনে নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এভাবে কাউকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তবু হাল ছাড়েনি সে। প্রচণ্ড ঘৃণা আর জেদ কাজ করছে ওর মধ্যে। সে জন্যে খ্যাপা কুকুরের মত গন্ধ খুঁজে চলেছে।

ওর চারপাশে ব্যস্ত সমস্ত অসুখী জনতা। ট্রেন ছেড়েছে নির্দিষ্ট সময়ের চারঘণ্টা পরে। তাই ভার্জিনিয়া সিটিগামী শেষ স্টেজ কোচটা ধরতে পারেনি ওরা। তাই গাল দিয়ে ভূত ছাড়াচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ, ইঞ্জিনিয়ার আর ক্রুদের। সবচে' বেশি খেপেছে স্টেজ কোচটার ওপর। কোচটা যখন দেখেছে ট্রেন আসতে দেরি হচ্ছে, তখন অতটা তাড়াহুড়া না-করে একটু দেরি করে যাত্রা করলেই পারত।

ভেড়ার পাল! বিতৃষ্ণার সাথে ভাবল ও। সবগুলোই। শহুরে লোকগুলো আবার এক কাঠি বাড়া। ফিটফাট পোশাক পরলে কী হবে, বুদ্ধিশুদ্ধি ঘোড়ার ডিমও নেই। এরা সব সময় সবখানেই শহুরে চাল দেখাতে চায়। আর আশা করে, শহরে পাওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলো বন-জঙ্গল কিংবা মরুভূমিতেও পাওয়া যাবে।

সস্তা, গরিবী চালের পোশাক পরা লোকগুলো হলো ব্যক্তিত্বহীন। সারাক্ষণ ভীত, সন্ত্রস্ত। নিজের শ্রেণীর লোকগুলোর সাথে গাদাগাদি হয়ে বসে মালপত্র আগলাচ্ছে আর ঘন ঘন মুখ মুছছে ঘামে ভেজা নোংরা রুমাল দিয়ে। এর মধ্যেও অবশ্য আলাদা একটা দলকে খুঁজে নেয়া যায়। এরা আচার আচরণে কাঠখোট্টা, রুক্ষ। পোশাক পরিচ্ছদ অবিন্যস্ত। ধূলিমলিন. রঙচটা। দেখলেই বোঝা যায় বুনো টাইপের। আগের দুদলের

সাথে এদের পার্থক্য, এরা প্রকাশ্যে অকৃত্রিম, ভান-ভণিতার ধার ধারে না।

এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ডিক, একচুলও নড়েনি। অস্বস্তি কিংবা বিক্তির চিহ্নমাত্র নেই মুখে। ওর চামড়া টান টান, রোদে পোড়া, বাদামী। চিবুক ধারাল, কর্কশ। ঠোঁট আর মুখের আদলে মনে হয় সেখানে কেবল হাসিই মানায়। কিন্তু এ-মুহূর্তে তাতে হাসি বা কৌতুকের কোন আভাস নেই। ওর নাক বাঁকানো ঈগল পাখির মত, নাসারন্ধ্র প্রসারিত। দুচোখ নীল, গভীর। ধূলিধূসর একটা চওড়া বিমের হ্যাট মাথায়।

প্লাটফর্মে যারা আছে, তাদের সবার চেয়ে লম্বা দেখাচ্ছে ওকে। পরনে রাইডারের পোশাক, চমৎকার এক জোড়া বুট পায়ে। সরু কোমর আর চওড়া কাঁধঅলা শরীরে প্রচণ্ড শক্তির আভাস।

কেউ একজন ওকে দেখছে, আচমকা এমন অনুভূতি হলো ওর। তীক্ষ্ণচোখে চারদিক নজর বুলাল। প্লাটফর্মে অনেক লোক, গিজ গিজ করছে। তাদের কেউ কেউ ওকে দেখছে, পরক্ষণে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এ-দেখার ধরন আলাদা। যেন দেখা নয়, চোখ দিয়ে শরীর ছুঁয়ে দেয়া।

একজনের ওপর চোখ আটকে গেল ওর। বেঁটেখাটো লোকটা, গাট্টাগোট্টা শরীর। রঙ রোদে পোড়া বাদামী নয়, ধবধবে সাদা। দেখে শহুরে বলেই মনে হচ্ছে। পরনের নিখুঁত ছাঁটের পোশাকও তার প্রমাণ দিচ্ছে। তবে অন্যান্য শহুরে লোকের মত এ-পরিবেশে একটুও বেমানান লাগছে না লোকটাকে। মনে হয়, এরচে' বুনো পরিবেশেও মানিয়ে যাবে ওকে চমৎকার। ডিকের ষষ্ঠেন্দ্রিয় হুঁশিয়ার করল ওকে, বিপজ্জনক লোকটা। ওর চোখের কুটিল অনুসন্ধানী দৃষ্টি চিনতে ভুল হলো না ওর। নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে রাখা পিস্তলটাও নজর এড়াল না। লোকটা ওর প্রতি আগ্রহী, যে কারণেই হোক।

ভীড় পাতলা হচ্ছে আস্তে আস্তে। বিজনেস ডিস্ট্রিক্টের দিকে যাচ্ছে ওরা, সুবিধেমত কোথাও উঠবে। শেষ লোকটা প্লাটফর্ম ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ডিক। স্টেজলাইন অফিসারদের খুঁজল ফের কখন কোচ ছাড়বে জানার জন্যে।

সেকশনের দিকে গেল ও। কাউকে পেল না ওখানে। স্টেজ অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। চিন্তায় পড়ল ও, ট্রেন আসতে কতক্ষণ দেরি হবে কে জানে?

একটা লোডেড ব্যাগেজ ট্রাক ঠেলতে ঠেলতে একজন চলে যাচ্ছিল ওর পাশ দিয়ে। ওকে থামাল সে। 'মাফ করবেন।'

বিরক্ত হয়ে ওর দিকে চাইল লোকটা। ওর সাইজ দেখে সমান হয়ে গেল ভুরু। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বিনয় দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী সাহায্য করতে পারি, বলো।'

'তেমন কিছু নয়। আচ্ছা, ফলসম থেকে তুমি কি কোন মহিলাকে বেরোতে দেখেছ?'

প্রশ্নটা অদ্ভুত, জানে ডিক। সবচে' ভাল হত ডেজার্টের চেহারার বর্ণনা দিয়ে খোঁজ নিতে পারলে। কিন্তু লোকটাকে সে জীবনে দেখেছে মাত্র একবার। মনে রাখার মত তেমন কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েনি তখন। অবশ্য এটাও ঠিক এ-দেশে কোন পুরুষ যতটা না মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারচে' বেশি করে একজন মহিলা। কারণ এখানে মহিলার সংখ্যা কম। সকাল বিকাল তাদের রাস্তাঘাটে দেখা যায় না। তাই যে কোন মহিলাকে দেখলে মানুষ দু'বার তাকিয়ে দেখে।

'ছোটখাট গড়নের মহিলা,' বলে চলল ও, একটা বাহু উঁচিয়ে মহিলার উচ্চতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করল, 'নীল চোখ, গভীর। সোনালি চুল।'

'কত মেয়েই তো এখান দিয়ে যাওয়া-আসা করে, মিস্টার,' উদাস গলায় জবাব দিল ব্যাগঅলা। 'কে আর অত খেয়াল করে?'

'বাম চিবুকে একটা তিল. মনে হয় আলগা টিপ পরেছে...'

'দুই একদিনের মধ্যে গেছে?'

'তা বলতে পারব না।' মাথা নাড়ল ডিক। 'ছ'মাস আগেও যেতে পারে।'

'ধ্যাত্তেরি!' নাক ঝাড়ল লোকটা ঘোঁৎ করে। বোঝা গেল বিরক্ত হয়েছে। 'ওরকম কাউকে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। আগামীকাল ব্যাগেজ মাস্টারকে জিজ্ঞেস করে দেখো। ও প্রতিদিন আমার চেয়ে বেশি মহিলা দেখে থাকে। ওদের দিকে ওর নজরও যায় বেশি।' ট্রাক ঠেলতে শুরু করল লোকটা, আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ডিকের ওপর থেকে।

নিরাশ হলো না ডিক। না-বোধক কোন কিছুতেই হতাশ হয় না ও। আপাতত অনেক 'না'কেই পরে 'হাঁ' হতে দেখেছে। এ-লোকটাকে সম্ভবত প্রশ্নটা ঠিক মত করতে পারেনি সে।

সে শুনেছে, ফলসম হচ্ছে ভার্জিনিয়া সিটির প্রবেশ মুখ। এখানে এখন যত লোক দেখা যাচ্ছে, কাল এদের অর্ধেকের চেয়ে বেশি লোকই থাকবে না। সবাই ভার্জিনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবে। ওর কাছে লেখা রেমির চিঠিতেও ফলসমকে ভার্জিনিয়া ট্রেইলের শেষ মাথা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূর্য ডুবু ডুবু। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ডিক। স্টেজের অপেক্ষায় না-থেকে একটা ঘোড়া কিনে রাতেই ভার্জিনিয়া সিটির উদ্দেশে ফলসম ছেড়ে যাবে।

বেডরোলটা তুলে নিয়ে বিজনেস ডিস্ট্রিক্টের দিকে চলল সে, প্রথম দুটো হোটেলে ঢুঁ মারল রুমের আশায়। পেল না। দ্বিতীয় হোটেলের কেরানি দাঁত বের করে হাসল ওর কথায়। 'ট্রেন লেট করলে আমাদের ব্যবসা জমে,' স্বীকার করল। তারপর পরামর্শের সুরে বলল, 'তুমি বরং মিসেস ওয়েসলির ওখানে চলে যাও। ওদিকে ওই কর্নারটাতেই...। ওখানেই হয়তো একটা রুম পেয়ে যেতে পার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে ধন্যবাদ জানাল ডিক। বেরিয়ে এল লবি

থেকে। সামনে গিয়ে ডানে মোড় নিতেই দেখতে পেল হোটেলটা। সাদা চুনকাম করা ছোট্ট বিল্ডিং। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক করতে গিয়ে থেমে গেল। ঝট করে পেছনে ফিরল।

ওর সন্দেহ সত্যি। যে-লোকটাকে স্টেশনে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অস্বস্তি বোধ করেছিল, তাকে দেখতে পেল রাস্তা পেরিয়ে অপর পাশে উঠতে। ডিকের দিকে একবারের জন্যেও তাকায়নি লোকটা। কিন্তু বিপদ টের পেতে অসুবিধে হলো না ওর। লোকটা যে স্রেফ কাকতালীয় ভাবে এ-রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তা নয়। লোকটা চোখের আড়াল না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। তারপর দরজায় নক করল। ওর শরীরের শিরশির ভাবটা কমল না–বাড়ল বরং।

'ভালুকের মত গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে ব্যাটা,' বিড়বিড় করল। আবার নক করল দরজায়।

দরজা খুলে উঁকি দিল একজন। মহিলা। মিসেস ওয়েসলি নিশ্চয়। আহ্লাদী ধরনের বয়স্ক মহিলা, বিশাল সাইজ দেখে বোঝা গেল, নিজের রান্নার দারুণ ভক্ত মহিলা, খেতে বসলে প্রাণ খুলে খায়। মৃদু হাসল ডিক।

'দুই ডলার,' কিছু জিজ্ঞেস করার আগে বলে দিল মহিলা। 'সাপার আর ব্রেকফাস্ট দুটোই।'

বিনাবাক্যব্যয়ে রাজি হয়ে গেল ডিক। মিসেস ওয়েসলি ওকে রুম দেখিয়ে দিল। ছোট্ট রুমটা। একটা লোহার খাট আর সাথে কাঠের তৈরি ওঅস-স্ট্যান্ড। মহিলার দিকে চাইল ও। 'চমৎকার রুম, ম্যাম।'

দাঁত বের করল মহিলা। প্রশংসায় খুশি হয়েছে। 'আধ ঘণ্টার মধ্যে সাপার রেডি পাবে।'

ও চলে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিল ডিক। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে ধূলিধূসর ব্যাকইয়ার্ডের দিকে তাকাল। ওর ভেতর থেকে অস্বস্তিকর অনুভূতিটা কাটছে না। বেসিনে গিয়ে হাত-মুখ

ধুয়ে নিল সে। বেডরোল খুলে একটা পরিষ্কার শার্ট বের করল। কোমর থেকে বেল্টসহ পিস্তলটা খুলে বেডরোলের ভেতর রাখল। এখানে এটা পরে থাকার দরকার নেই।

পকেট থেকে রেমির লেখা চিঠিটা বের করে পড়তে শুরু করল। রেমিকে নিজের সমস্যার সাথে জড়াতে চায় না সে। কিন্তু জানে, রেমিকে এখন আর এড়ানো সম্ভব নয়। রেমি লিখেছে, ওর ধারণা, যাকে ওরা এতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওকে পাওয়া গেছে। কিন্তু লোকটা এখানে কী নামে পরিচিত তা জানায়নি। জানানোটা দরকার ছিল।

পুরো রুমটায় চোখ বুলাল ডিক বিতৃষ্ণার সাথে। ওর ভেতরে কাজ করছে এক ধরনের উদাসীনতা কিংবা সংযম। এটা যে ওর স্বভাবজাত তা নয়। দু'বছর আগের সে-ঘটনার পর থেকে একক নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছে সে। ওর ভেতর ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে এ-নিরাসক্তির। সব কিছুকেই মনে হয় তিক্ত আর নির্মম। ও একজনকে খুন করতে যাচ্ছে, তার সাথে হয়তো একজন মহিলাকেও। অন্তত যদি ওই মহিলাকে পুরুষটার সাথে পাওয়া যায়। এ জন্যে সে অপেক্ষা করছে। খুব যে আগ্রহের সাথে, তা কিন্তু নয়। এটা তার অন্তর্গত আবেগের ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশ। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলে যুক্তির দিক থেকে তেমন কোন সায় পায় না ও। যুক্তিবোধ ওকে বলে, এভাবে সময় নষ্ট না করে জীবনটাকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করার জন্যে। যুক্তি সে মানেও; জানে, জীবনের অন্তর্গত কোনকিছুই জীবনের চেয়ে বড় নয়। ওর উচিত যা ঘটার তা ঘটেছে ভেবে নতুনভাবে বাঁচার চেষ্টা করা। কিন্তু অন্তর্গত তিক্ততা ওকে স্বস্তি দেয় না এক দণ্ডের জন্যেও। দু'বছর আগে ঘটা পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা ওর কাছে বিনা প্রতিবাদে নিজের অপমান হজম করার মত মনে হয়। পুরো স্মৃতিটাই ওকে তাড়িত করে অনুক্ষণ। ভোলা যায় না চাইলেও।

নিজের প্রথম সন্তানকে বুকে তুলে নেয়ার স্মৃতি কি ভোলা সম্ভব একজন মানুষের পক্ষে? যে-শিশুটি প্রতিদিন ওর কোলেপিঠে চড়ে তিল তিল করে বড় হচ্ছে, যে-শরীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনটা পর্যন্ত সে বুঝতে পারে, ওর প্রথম মাটিতে পা ফেলা, প্রথম উচ্চারিত আধো বোল ওর বুকের ভেতর তীব্র অনুরণন জাগায়।

প্রথম সন্তানকে ঘিরে মানুষের পরিকল্পনার অন্ত থাকে না। ও তার ভবিষ্যৎ। ডিক তার ছেলেকে নিয়ে নানা রঙের ছবি এঁকেছিল। ওই মহিলা, যে ওর মা, তাকে আর চায় না সে। যেদিন ও হ্যারি ডেজার্টের হাত ধরে ওর ঘর ছেড়ে চলে গেছে, সেদিন থেকে সে আর তার স্ত্রী নয়। ডিক তার ছেলেকে চায়। দু'বছর হয়ে গেছে, সে তার ছেলেকে দেখেনি, এমনকী জানে না পর্যন্ত সে কোথায় আছে। ওর বুকের ভেতর এ যে যন্ত্রণা, এ-যন্ত্রণা কি অযৌক্তিক? তা হলে যুক্তিটা কী? নিজের ছেলেকে ভুলে যাওয়া? নীচ মনোবৃত্তির দু'জন মানুষের তারচে' নীচ প্রবৃত্তির কাছে নিজের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেয়া?

ওই মেয়েলোকটাকে এখনও 'স্ত্রী' কিংবা 'মা' কোনটাই মনে করে না। ওর কাছে এখন সে শুধুই একজন 'সে'।

সে শুধু ওর ছেলে ববকেই যে নিয়ে গেছে, তা নয়, ওর আর রেমির দু'হাজার ডলারও নিয়েছে চুরি করে। টাকাটা ঠিক ওদেরও নয়, ব্যাংকের। ওরা দুজনে ব্যাংক থেকে ধার করেছিল গরু কেনার জন্যে। শেষ পর্যন্ত ওই টাকা শোধ করতে না-পেরে র‍্যাঞ্চটাই বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

দু'ভাই জানত, টাকা যত তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা যায়, ততই মঙ্গল। ওটা পেলে আবার নতুন করে শুরু করা যেত সব। সত্যি বলতে কি, ওরা দু'ভাই এখন স্রেফ পথের ভিখারী।

মাঝে মাঝে হতাশা গ্রাস করে ফেলে ওকে। পীড়িত বোধ করে। দু'বছর ধরে অ্যারিযোনা সীমান্তের পুরোটা এবং

ক্যালিফোর্নিয়ার অর্ধেকেরও বেশি অংশে খোঁজ করেছে ওরা। ওদের সম্পর্কে নানাজনকে জিজ্ঞাসা করেছে। বার দুয়েক ওদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। আর দুটো দিন সময় পেলে ধরে ফেলত। কিন্তু কী করে যেন ওদের আসার কথা আগেভাগে টের পেয়ে গেছে ওরা। পালিয়েছে।

ডিক ভেবেছিল বড় শহরের জনারণ্যে লুকিয়ে থাকবে ওরা। কিন্তু রেমির ধারণা ছিল ভিন্ন। উপকূলীয় শহর হিসেবে ভার্জিনিয়া ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতেই মানুষ পঙ্গপালের মত ছুটে আসতে শুরু করেছে। ওরাও তাতে নিশ্চয় শামিল হবে। রেমির ধারণা যেন সত্যি হয়, কামনা করল ডিক।

মাথা নেড়ে পুরানো স্মৃতিগুলো ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল ও। মিসেস ওয়েসলির সাপারের ডাক কানে আসতে উঠে দাঁড়াল।

গোলআলু আর বীন। খাবার বলতে এই, তবে খেতে ভাল। জোর করে চাহিদার চেয়ে বেশি খেতে বাধ্য করল ওকে বুড়ি পাশে বসে সারাক্ষণ এক নাগাড়ে বক বক করতে করতে। ডিকের খাওয়া হয়ে যাবার পর আরও কিছুক্ষণ বসার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু ডিক ওকে সে-সুযোগ দিল না—জোর করে উঠে পড়ল বুড়ি নতুন আরেকটা গল্প শুরু করার আগে।

'মাফ করবে, ম্যাম,' বলল সে। 'আমাকে একজনের সাথে দেখা করতে হবে।'

পুরো সন্ধেটা ওর সাথে কাটানোর পরিকল্পনা করেছিল বুড়ি। ডিকের তরফ থেকে এভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মুখে সুস্পষ্ট হতাশার চিহ্ন ফুটল। পাত্তা দিল না ডিক, নিজের ঘরে গিয়ে গানবেল্ট পরে নিল। এ-শহরে ও কাউকে চেনে না। ওকেও কারও চেনার কথা নয়। তবুও ওর ব্যাপারে একজনের আগ্রহ ওর নজরে পড়েছে। লোকটার সাগ্রহ দৃষ্টি ওকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ওকে নিয়ে লোকটার কীসের এত আগ্রহ ওকে জানতে হবে। নইলে স্বস্তি পাবে না।

এখন আর নিরস্ত্র ঘোরা-ফেরা করাটাও উচিত হবে না। বিদ্যুৎবেগে ড্র করল ও, সন্তুষ্ট হলো। পিস্তলটা ঢোকাল খাপের ভেতর। চামড়ার খাপটায় নিয়মিত তেল মেখে আয়নার মত মসৃণ করে রেখেছে ডিক।

বাইরে এসে পোর্চের ওপর দাঁড়াল, অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিচ্ছে। পিস্তলের বাঁট ছুয়ে ওটার অস্তিত্ব অনুভব করে হাঁটতে শুরু করল।

পৃথিবীতে দু'ধরনের প্রাণী আছে। শিকার আর শিকারী। দুটো শ্রেণীরই রয়েছে নিজ নিজ কাজে সমান অনুভূতি ও দক্ষতা। দুটো শ্রেণীই একই আবহাওয়া আর একই পরিবেশে। বাঘের যেমন থাকে তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি, তেমনি হরিণেরও আছে একই রকম শ্রবণশক্তি। বাঘের শিকার ফসকায় কিংবা হরিণ ঘায়েল হয় স্রেফ দক্ষতা ও শক্তির তাৎক্ষণিক প্রয়োগ তারতম্যের কারণে। আজ রাতে ডিকের নিজেকে শিকার বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং তাকে দক্ষতা ও শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে দুটোয় সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটাতে হবে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চাইলে।

ছোট্ট শহর ফলসম, আগোছালো, এলোমেলো। ভার্জিনিয়া সিটিতে ঢোকার আগে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে পরিশ্রান্ত পর্যটকরা এখানে এসে থামে। জিরিয়ে টিরিয়ে ফ্রেশ হয়ে নেয়। এ-সময়টুকুতে যে-ব্যবসা হয়, তার ওপরই টিকে আছে শহরটা।

শহরের প্রধান সড়কে লোক সমাগম প্রচুর। দোকানপাট আলোয় ঝলমল করছে। পাবলিকের পকেটের পয়সা খসাবার জন্যে বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসে আছে দুয়ার খুলে।

ভাটি রাস্তায় চলল ডিক। একটা ড্রিঙ্ক দরকার ওর, সাথে মিনিট দুয়েক চিন্তা করার সময়। সামনে একটা সেলুন পেয়ে ঢুকে পড়ল। আটপৌরে, অপরিচ্ছন্ন। খসখসে টেবিল আর ভাঙা চোরা চেয়ার। মেঝেয় ছ্যাতা পড়া, নোংরা। ভেতরের বাতাস সিগারেটের ধোঁয়া, ঘাম আর মদের গন্ধে ভারী।

লোকজনে গমগম করছে সেলুন, বসার জায়গা নেই। বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ডিক। একটা টেবিল দখল করে বসেছে জনা ছয়েক মহিলা। স্যাক্রামেন্টো থেকে এসেছে। স্টেজ না-পাওয়ায় রাতটা ফলসমে কাটাচ্ছে। ওদের দুজনের চোখ পড়ল ওর ওপর। প্রত্যাশায় চকচকে দৃষ্টি। আহ্বান!

পাত্তা দিল না ডিক, চোখ নামিয়ে নিল। হালে পানি না-পেয়ে আগ্রহী মহিলা দুজনও নাকচ করে দিল ওকে। বারের শেষপ্রান্তে একটা খালি জায়গা দেখে ওদিকে এগোল সে। জায়গামত গিয়ে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল।

বারটেন্ডার ব্যস্ত। অর্ডার শোনামাত্র গ্লাসে মদ ঢালতে শুরু করল দ্রুত, মদের ফেনায় গ্লাস উপচে পড়ল। তাতে গ্লাস ভরে গেছে মনে করে পরিবেশন করে দিল ও।

বিনাবাক্যব্যয়ে প্রায় এক নিঃশ্বাসে মদটুকু খেয়ে নিল ডিক। কড়া হুইস্কি গলা দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে পাকস্থলীতে গিয়ে ঢুকল। সেখান থেকে ধমনী বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল উষ্ণতা আর ঝাঁজ। দ্বিতীয়বার গ্লাস ভরিয়ে দেয়ার জন্যে বারটেন্ডার হাত বাড়াতে মাথা নেড়ে না করে দিল ও। ও মদ খাচ্ছে ক্লান্তি কাটানোর জন্যে, শরীরের সতেজতা ফিরে পাবার জন্যে; মাতাল হবার জন্যে নয়।

'ভার্জিনিয়া সিটিতে যাচ্ছ?' ওর ডান পাশ থেকে এল প্রশ্নটা।

সচেতন হলো ডিক। প্রশ্নটা সরাসরি। তবে নাক গলানোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে প্রশ্নকর্তাকে দেখল সে।

উচ্চতায় ওরচে' ইঞ্চি ছয়েক খাটো হবে লোকটা। চওড়া পুরুষ্টু কাঁধ, বিশাল ভুঁড়ি, বেল্টের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে হাঁসফাঁস করছে। মুখমণ্ডল ভারী, চিন্তাক্লিষ্ট। চোখের পাতা ভেজা ভেজা, যেন বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে এই মাত্র ধাতস্থ হয়েছে। ডিকের দিকে এগোল লোকটা। বুকে আটকানো চকচকে

টিনের তারা নজরে পড়ল ডিকের। মার্শাল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ও। চকিতে যে-প্রশ্নগুলো সে প্রায় সব জায়গায় সবাইকে করে থাকে, সেগুলো জিভের গোড়ায় একসাথে এসে ভীড় জমাল। একজন মার্শালকে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি মুখ ও নাম মনে রাখতে হয় তার পেশাগত প্রয়োজনে।

'প্রচুর মানুষ যাচ্ছে এখন ওখানে,' মন্তব্য করল মার্শাল। 'কিছুদিন পর ফিরেও আসছে। এখানে বসে বসে ওদের যাওয়া আর আসা দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছি। এত বেশি মানুষ দেখছি প্রতিদিন, সব নতুন মুখ। সবগুলো মুখ মনে রাখাও সম্ভব হচ্ছে না।'

না-চাইতেই নিজের প্রশ্নগুলোর জবাব পেয়ে গিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল ডিক ওর কথায়। নিজের খালি গ্লাসের দিকে চাইল।

'এ ধরনের অবস্থায় একজন মানুষের পক্ষে নিজের দায়িত্ব পালন করাটা কঠিন হয়ে পড়ে,' খেদোক্তি শোনা গেল মার্শালের। 'জনগণ সহজে ডলার কামিয়ে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবার ধান্দায় পাগলের মত ছুটছে, নিত্য তাদের আনাগোনা এ-পথ দিয়ে। আবার ভার্জিনিয়া সিটি থেকে হতাশ হয়ে ফিরেও আসছে অনেকে রিক্ত হাতে, খালি পকেটে। এখানে এসে ভীড় জমাচ্ছে তাও ডলারের আশায়। সব মিলিয়ে মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা এখন এখানকার মার্শালের।'

লোকটার দিকে আবার তাকাল ডিক। ওর চোখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেল। লোকটা ভয় পাচ্ছে ওর ছোট্ট শহরটায় না আবার মারাত্মক কোন ঘটনা ঘটে এবং তাতে ওর আরামের চাকরি হারাম হয়ে যায়।

আচমকা উচ্চ হাসির রোল উঠল মেয়েদের টেবিলে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও সেদিকে। স্টেশনে এবং মিসেস ওয়েসলির হোটেলের কাছে রাস্তায় দেখা লোকটাকে দেখল ওদের সাথে।

লোকটার কী একটা রসিকতায় মেয়েদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেছে। লোকটা ডিকের দিকে চাইল না একবারও। তবে ডিকের বুঝতে অসুবিধে হলো না ওকে অনুসরণ করে লোকটার এখানে আগমন। অবশ্য ভাব দেখাচ্ছে, ওর মনোযোগ মেয়েদের ঘিরে এবং সন্ধেটা এদিকে ওদিকে মজা খুঁজে বেড়ানোর কাজে ব্যয় করছে ও।

'আমার দিকে তাকিও না এখন,' ফিসফিস করে মার্শালকে বলল ডিক। 'মেয়েদের সাথে বসা কালো শার্টপরা লোকটাকে চেন নাকি?'

নিজের ড্রিঙ্ক শেষ করে গ্লাসটা বারের ওপর রাখল মার্শাল, ধীরে ধীরে চোখ বুলাল পুরো ঘরের ওপর। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্যে মেয়েদের টেবিলের ওপর স্থির রইল ওর দৃষ্টি, তারপর ফিরে এল বারের ওপর। ডিকের চেয়ে আরও নিচু স্বরে বলল, 'ভার্জিনিয়া সিটি থেকে এসেছে। নিজেকে কেলি বলে পরিচয় দিচ্ছে। কেলি এইস। মাস দুয়েক আগেও একবার ছিল এখানে। সে সময় পিস্তল লড়াইয়ে এক লোককে খুন করেছিল। তোমার পেছনে লেগেছে নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডিক। বারের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে পেছনে আয়নার দিকে তাকাল। কেলি যদি ওর পেছনে লেগেও থাকে, তাতে মার্শালের তরফ থেকে মনে হয় না তেমন কোন সাহায্য পাওয়া যাবে। মেয়েদের টেবিলটা এখন ওর থেকে উল্টো দিকে। বার আর ওটার মাঝখান দিয়ে লোক চলাচল করছে। তাতে দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে ওর। চোরা চোখে পলকের জন্যে চাইল ও লোকটার দিকে। একটা মেয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু একটা বলছে কেলি। একবারের জন্যে পলক তুলে ওর দিকে চাইল মেয়েটা, পরক্ষণেই নামিয়ে নিল।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ডিকের, শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল দ্রুত হলো। কেলি যা-ই করুক, শীঘ্রই শুরু করবে।

পেছন থেকে কাঁধের ওপর আলতো ছোঁয়া অনুভব করল ডিক। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল। একটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে। 'হ্যালো, হ্যান্ডসাম,' হাসল মেয়েটি, 'এসো, আমাদের সাথে বসবে এসো।'

কিছু না বলে সামান্য সরে দাঁড়াল ডিক।

অসুন্দরী বলা যাবে না মেয়েটাকে। বয়স হয়েছে, তবে আগের সে লাবণ্য ধরে রাখতে পেরেছে এখনও। মেয়েটা নিজেও তা জানে। টাইট ফিটিং পোশাক ওর পরনে। শরীরের প্রতিটি বাঁক উপবাঁক বিপজ্জনকভাবে উঁকি দিচ্ছে, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সমঝদারদের।

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল ডিক। 'উঁহুঁ, মাঝ রাতে নয়।'

'আরে, আসো তো।' জোর খাটাল মেয়েটা, ওর ডান হাতের আঙুল আঁকড়ে ধরেছে ডিকের ডানবাহু।

কেলির ওপর থেকে একবারের জন্যেও নজর সরায়নি ডিক। আচমকা ওকে লাফিয়ে উঠতে দেখল রাগে টকটকে লাল মুখ নিয়ে। তিন লাফে বারের কাছে চলে এল ও। ডিকের এক হাতের মধ্যে এসে থামল। 'নিজেকে কোথাকার কোন লাট সাহেব ভেবে বসে আছো যে জায়গা থেকে নড়তে পারছ না?'

ওর মুখের দিকে তাকাল ডিক। রাগ নয়, রাগের ভান করছে লোকটা। ওর চোখে সূক্ষ্ম কৌতুকের আভাস। আত্মতৃপ্তিরও। ওর হিসেব মতই এগোচ্ছে ব্যাপারটা। সহজেই কবজা করা যাবে উল্লুকটাকে। 'তুমি কী ভেবেছ, হেঁড়ে গলায় চেঁচাল। 'এখানে এসে একজন ভদ্রমহিলার সম্মান রক্ষা না-করে পার পেয়ে যাবে?'

ডিকের কাছ থেকে সরে গেল মার্শাল। দুজনের ব্যক্তিগত ঝগড়া হিসেবে ধরে নিচ্ছে সে ব্যাপারটাকে। মেয়েটার বিস্ময়াহত গলা শোনা গেল, 'ও তো আমাকে...'

'ব্যাপারটা আমি দেখছি, ম্যাম,' বাম হাতে মেয়েটাকে একপাশে সরিয়ে দিল কেলি। ওর সামনে এখন ডিক ছাড়া আর

কেউ নেই। এক মুহূর্তের জন্যে ঘরভর্তি লোকের মৃদু ফিসফাস শোনা গেল, তারপর কবরের নীরবতা নেমে এল ওখানে।

চমৎকার পরিকল্পনা। একজন মহিলাকে ব্যাপারটার সাথে জড়িয়ে ফেলার কথা ভাবতেও পারেনি ডিক। নিজের সমস্যাটা পরিষ্কার দেখতে পেল। ঘরভর্তি লোকের কাছে একবিন্দু সহানুভূতিও পাবে না সে। সবাই ধরে নিয়েছে মেয়েটাকে অপমান করেছে ও, তাই মি. কেলি এইস তার প্রতিবিধানে এগিয়ে এসেছে। মহিলাদের অপমান কেউই সহ্য করবে না এখানে।

নিজের অবস্থান বিচার করল ও। মেয়েটা এখন ওর পেছনে। কেলির মোকাবিলা করতে হলে ওকে ঘুরতে হবে। ওর ডান হাত বারের সাথে ঠেস দেয়া। ওকে ঘোরার সুযোগ দেবে না কেলি। তার আগেই খুন করবে।

মুখে হতাশা আর বিভ্রান্তির ভাব ফুটিয়ে তুলল ও। বলল, 'এক মিনিট, মিস্টার।'

খুশিতে আরও চকচকে হয়ে উঠল কেলির দু'চোখ। যতটা ভেবেছিল, ততটা চালু নয় লোকটা। বিপদ দেখে বেদিশা হয়ে পড়েছে। 'ধ্যাত্তেরি!' খেঁকিয়ে উঠল ও, 'ফালতু কথা শোনার সময় নেই।'

'শোনো,' গলা কেঁপে গেল ডিকের। আপসের স্বরে বলল, 'ভুল মানুষেই করে। আমি যদি সে জন্যে ক্ষমা চাই...' ঢোক গিলল, যেন কেলির ভয়ে অস্থির।

মজা পাচ্ছে কেলি। তবে সেটা উপভোগ করতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে অমনোযোগী হয়ে উঠল প্রতিপক্ষের ব্যাপারে।

আস্তে আস্তে বাম হাতটা তুলে কপাল মুছল ডিক, তারপর আরেকটু তুলে হ্যাটের কিনারা ছুঁলো, যেন ওটাকে ঠেলে দিচ্ছে পেছনে।

প্রায় পকেটে চলে আসা জয়ের আনন্দ অনুভব করতে গিয়ে টের পেল না কেলি প্রতিপক্ষের মুখের সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা।

'মাফ চা, ব্যাটা শেয়াল। হাঁটু গেড়ে...'

শক্ত হ্যাটের মোক্ষম বাড়িটা এতই আচমকা হলো যে, কথা শেষ করতে পারল না কেলি। ব্যাপারটা বুঝতে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় লাগল ওর। তবে ডিকের জন্যে ওইটুকুই যথেষ্ট হলো। বিদ্যুদ্বেগে ঘুরল ও।

দ্রুত পিছিয়ে গেল কেলি, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু আচমকা পিছাতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়েছে ওর শরীর। সেটুকু ফিরে পেয়ে যখন পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল, তখন ডিকের পিস্তল ওর বুক সই করে ফেলেছে। নিজের চেয়ে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশাল লোকটার পিস্তলের মুখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থেমে গেল কেলি।

'হাত সরাও ওখান থেকে!' গর্জে উঠল ডিক।

কেলির যেন কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না তাতে। ওর চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, মুখের আগল খুলে গেছে, অশ্রাব্য খিস্তির ফোয়ারা ছুটল ওখান দিয়ে।

আচমকা গলা চিরে চিৎকার আর খাপ থেকে পিস্তল বেরিয়ে এল ওর। ডিকের বুক বরাবর সই করার ঠিক আগের মুহূর্তে গুলি করল ডিক।

বুকের মধ্যখানে গুলি খেল কেলি, গুলির ধাক্কায় পিছিয়ে গেল। পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে ও, তবে হাঁটু সায় দিচ্ছে না, কাঁপছে থরথর করে। হাতে ধরা পিস্তলটাকে মনে হচ্ছে অসম্ভব ভারী। প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও ওটা ধরে রাখার জন্যে। ডিকের বুক সই করার জন্যে তুলতে চাইল ওপর দিকে। কিন্তু ওর মাথা নিচু হতে শুরু করল আস্তে আস্তে, নুয়ে পড়ল বুকের ওপর। তবে আশ্চর্যের বিষয়, ওর মুখের কিন্তু বিরাম নেই। অনর্গল খিস্তি বেরিয়ে আসছে। সামনে এগোতে চাইল সে, এক পা তুলল, থেমে গেল। হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল, সামনের দিকে লুটিয়ে পড়ল কাটা গাছের মত।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত কথা সরল না কারও মুখ দিয়ে। তারপর

মেয়েদের একজন চেঁচিয়ে উঠল। সাথে সাথে প্রথমে অস্পষ্ট, পরে একসাথে কথা বলতে শুরু করল সবাই। পাত্তা দিল না ডিক, ঝুঁকে পড়ল কেলির ওপর। উপুড় থেকে চিৎ করে শোয়াল ওকে। মারা যাচ্ছে কেলি। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন, চোখের আলো নিভে আসছে আস্তে আস্তে।

'তোমাকে আমি চিনি না। তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে কেন?' জানতে চাইল ও।

নিভু নিভু চোখের আলোয় ওকে দেখল কেলি। জবাব দিল না। ওর চোখে ঘৃণা। এরপর হেঁচকি তুলল। 'জাহান্নামে যাও!'

আবার হেঁচকি তুলল মুমূর্ষু। ঠোঁটের কষা বেয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। মুখ সামান্য বিকৃত হলো ওর। চোখের দৃষ্টি শূন্য হয়ে গেল। ওর বুকে হাত রাখল ডিক। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

সরাসরি মার্শালের দিকে চাইল ও। 'কিছু বলবে?'

মাথা নাড়ল মার্শাল। 'নাহ্। এটা ওর পাওনা ছিল। আমি ভেবেছিলাম, ও তোমাকে খুন করবে।'

'আমি কাল সকালে চলে যাচ্ছি,' গম্ভীরস্বরে বলল ডিক।

'অবশ্যই,' সানন্দে সম্মতি জানাল মার্শাল। 'সব কিছু আমার সামনেই ঘটেছে। তদন্তের দরকার নেই। এটা তো আসলে এক ধরনের আত্মহত্যা...' পরিহাসের চেষ্টা করল।

যে-মেয়েটা ওর কাঁধে হাত রেখেছিল, এবার ওর দিকে চাইল ডিক। বারের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি রক্তশূন্য মুখে। 'কে ও?'

'আ-আমি জানি না,' গলা কেঁপে গেল মেয়েটির। 'আমাদের টেবিলে এসে বসার আগে কোনদিন দেখিওনি।'

মেয়েটার বাহু খামচে ধরল ডিক। 'মিথ্যে কথা বোলো না।'

ঝাপটা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল মেয়েটি, ব্যর্থ হলো। মরিয়া হয়ে চেঁচাল, 'সত্যি। সত্যিই বলছি। ও আমার সাথে পঞ্চাশ ডলার বাজি ধরে বলেছিল, আমি তোমাকে আমার

টেবিলে নিয়ে যেতে পারব না। পারিওনি।' শেষ দিকে ঝাঁজ ফুটল মেয়েটির গলায়।

দীর্ঘ সময় নিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল ডিক। বুঝতে পারছে, মিথ্যে বলছে না মেয়েটি। মেয়েটি লোভী, তবে সহজ সরল।

ওর হাত ছেড়ে দিল সে। ধমকে বলল, 'হ্যাঁ, পারোনি। টাকাটা ওকে দিয়ে দিও। তবে ওটা এখন আর ওর কোন কাজে লাগবে কি না জানি না।'

দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। লোকেরা দু'ভাগ হয়ে জায়গা করে দিল ওকে।

আবার নীরবতা নামল ঘরের ভেতর। স্তব্ধ হয়ে গেছে এতক্ষণ ধরে হৈ চৈ নিয়ে ব্যস্ত থাকা লোকগুলো। ভয় ও সমীহের চোখে দেখছে ওরা ওকে। এ ধরনের দৃষ্টি আগেও দেখেছে ডিক। ওর কখনও ভাল লাগেনি। এটা তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে অন্যদের থেকে। কিন্তু সে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরে চাইল ডিক। কেলিকে দেখতে পেল না। সবাই ঘিরে রেখেছে ওকে। মার্শাল বলেছে, ভার্জিনিয়া সিটি থেকে এসেছে লোকটা। এর আগে একবার একজনকে খুন করেছিল। মনে হয়, ভাড়াটে খুনী। সম্ভবত এবারও খুন করার উদ্দেশে এসেছিল। লোকটা যদি টার্গেট চিনতে ভুল না করে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে কেউ একজন চায় না ডিক রিফেল ভার্জিনিয়া সিটিতে থাক। আর ওর ব্যাপারে এরকম কেবল একজনেই চাইতে পারে। সে হ্যারি ডেজার্ট।

তিন

কেলি এইসকে খুন করে একটুও খারাপ লাগেনি ডিকের। ও খুন না-করলে লোকটা ওকে খুন করত। সেলুন থেকে হোটেলে ফিরে একঘুমে রাত কাবার করেছে ও। সকালে উঠতেই সবকিছু ফের মনে পড়ল।

মাথা নেড়ে কেলির ব্যাপারটা মন থেকে দূর করে দিল ও। বিছানা ছেড়ে পোশাক পরে গানবেল্ট বেঁধে নিল কোমরে। গতরাতের ঘটনা ওকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, ও এখানে শত্রুমুক্ত নয়। সুতরাং বেঘোরে মারা পড়তে না-চাইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিস্তল সাথে রাখতে হবে ওকে।

রুম থেকে বেরোল ডিক। মিসেস ওয়েসলি ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। দেখতে পেয়ে গল্পের ঝাঁপি খুলল। 'গত রাতে শহরে আরেকটা খুন হয়েছে,' শুরু করল সে। 'আর ওই অকর্মা মার্শাল হ্যামন্ড ব্লেয়ার তা থামাতে পারেনি। ওখানেই দাঁড়িয়েছিল ও। নিজের চোখের সামনে হত্যাকাণ্ড ঘটতে দেখেও কিচ্ছু বলতে পারেনি খুনীকে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ও বরং সাহায্য করেছে ওকে।'

কাষ্ঠ হাসি হাসল ডিক। 'কিংবা ও হয়তো এ-ব্যাপারে কিছুই করার প্রয়োজন বোধ করেনি,' বলল। নাস্তা করার ইচ্ছে উবে গেছে ওর। এখানে নাস্তা খেতে বসা মানে বুড়ির বকবকানিকে উৎসাহ দেয়া।

তবে বক বক করে কান ঝালাপালা করে দিলেও বেকুব নয় বুড়ি। ডিকের নিস্পৃহভাব ওর মনে সন্দেহ জাগাল। চোখ সরু করে ওর পরনে গানবেল্টের দিকে চাইল সে। 'তুমি বলেছিলে কাকে নাকি খুঁজতে এসেছ।...তুমি ওকে কালরাতে খুঁজে পেয়েছ, না? এবং...এবং তুমি তাকে খুন করেছ...' চেঁচাতে শুরু করল। 'তুমি...' ওর দু'চোখে ভয়ের আভাস, 'বেরোও...বেরোও আমার হোটেল থেকে! খুনী!'

'খুনী' শব্দটা পছন্দ হচ্ছে না ডিকের। তবে মিসেস ওয়েসলির দিক থেকে কথাটা সত্যি। কিন্তু সে জন্যে অত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের গরজ বোধ করল না ডিক। ওর ভয় হচ্ছে, বুড়ি হোটেলওয়ালী না শেষ পর্যন্ত চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে মারা যায়।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বুড়িকে আশ্বস্ত করল ও। 'আমি চলে যাচ্ছি। দয়া করে এবার একটু মুখটা বন্ধ করো।'

নিজের রুমে গিয়ে বেডরোল নিয়ে বেরিয়ে এল ও, বুড়ির সাথে একটি কথাও না বলে।

লিভারি স্ট্যাবলের দিকে চলল ও। ঘোড়া কিনবে। অল্প কয়েকটা মাত্র ঘোড়া দেখাল আস্তাবল মালিক। ওখান থেকে দেখে শুনে একটা ঘোড়া কিনল ও প্রায় দ্বিগুণ দামে। মনে মনে গাল দিয়ে আস্তাবল মালিকের ভূত ছাড়াল। সুযোগ পেয়ে গলা কেটে নিচ্ছে ব্যাটা। মুখে কিছু বলল না। জানে, এ-মুহূর্তে দরদাম করার অবস্থায় নেই সে। জানতে চাইল, ট্রেন না-আসা পর্যন্ত ঘোড়াটা আস্তাবলে রাখতে পারবে কিনা।

আস্তাবলরক্ষক রাজি হয়ে গেল। 'তোমার বেডরোলটাও রেখে যেতে পারো। আর তুমি যদি ভার্জিনিয়া সিটির যাত্রী হয়ে থাকো, তা হলে ঘোড়ায় চড়েই যাও। স্টেজে গেলে জান পানি হয়ে যাবে।

ডিকের নিজেরও তা-ই ধারণা। বাইরে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দেয়ালের সাথে ওটার পিঠ ঠেকিয়ে বসল। তারপর

হ্যাটটা টেনে নামিয়ে দিল চোখের ওপর। ওকে খুন করার জন্যে পেছনে মানুষ লাগিয়েছে কেউ। ও জানে না লোকটা কে? সুতরাং সাবধান থাকা ভাল। তা ছাড়া এ পর্যন্ত ঘটনাগুলো নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা করার দরকার আছে নিরিবিলি।

ওই ঘটনাটার পর থেকে জীবনের রঙ ফিকে হয়ে গেছে ওর কাছে। ওর ভাই রেমি অবশ্য বলে, সব কিছু ভুলে গিয়ে জীবনটাকে নতুন করে শুরু করতে। কিন্তু ও রেমির সাথে একমত হতে পারে না। একটা মানুষ, একজন পিতা অত সহজে তার আত্মজকে ভুলে যেতে পারে না।

দূর থেকে ট্রেন আসার শব্দ শুনল ও। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এলোমেলো চিন্তার মধ্য দিয়ে সময়টা কখন ফুরিয়ে গেছে, টেরও পাওয়া যায়নি। একজন নিঃসঙ্গ মানুষের জন্যে সময় কাটানোর সবচে' ভাল উপায় হলো চিন্তায় ডুবে যাওয়া। তা হলে আর সময় কাটানোর জন্যে বাইরের কারও সাহায্যের দরকার হয় না।

স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনটাকে প্লাটফর্মে দাঁড়ানো দেখল ও। অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে আসা বুড়ো মানুষের মত হাঁফাচ্ছে ওটার ইঞ্জিন। দুদিনের জমা হওয়া যাত্রীতে পুরো প্লাটফর্ম ঠাসা। ভীড় একটু পাতলা হওয়ার অপেক্ষায় একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ডিক। প্লাটফর্মের এক প্রান্তে একজন বেঁটেখাট মোটা লোক ঘামে ভেজা মুখ নিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'মালপত্র নিয়ে এদিকে আসুন। মাপিয়ে নিন। নইলে নেয়া যাবে না ওগুলো।'

নিয়মকানুনের বালাই নেই ভীড়ের মধ্যে। নারী-পুরুষ একই সাথে ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছে। অন্যক্ষেত্রে মহিলাদের সমীহ করা হলেও এক্ষেত্রে রেয়াত পাচ্ছে না তারাও। সামনের মহিলাকে ধাক্কা মেরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে নিজে আগে ট্রেনে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে পেছনের পুরুষ। গতরাতের সে ছয় মহিলাকে দেখল ডিক এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যে-মেয়েটি ওর কাঁধ ছুঁয়েছিল,

ওকে দেখল এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একবার মনে হলো মেয়েটি যেন ওকে কিছু বলতে যাচ্ছে। পরে কিছু বলল না দেখে স্বস্তি বোধ করল।

ছটা স্টেজে ঠাসাঠাসি করে লোকভর্তি হয়ে গেছে। একজন আরেকজনের কোলে পর্যন্ত চড়ে বসেছে প্রায়। লোকগুলো জানে, রুক্ষ বন্ধুর পথে কষ্ট পাবে ওরা, তবু গ্রাহ্য করছে না।

একটা মেয়েলোক কথা বলছে এখনও বেঁটে-খাট মোটা লোকটার সাথে। দূর থেকে ডিকের মনে হলো, কোন একটা ব্যাপারে একমত হতে পারছে না ওরা। কাছে এগোল ডিক। লোকটাকে বিরক্তস্বরে বলতে শুনল, 'তোমাকে তো বলেছি, ত্রিশ পাউন্ডের বেশি ওজনের জিনিস ভাড়া ছাড়া নেয়া যাবে না। এর বেশি হলে প্রতি পাউন্ডে বিশ সেন্ট করে ভাড়া গুনতে হবে। এখন টাকাটা দাও, নইলে দয়া করে বিদেয় হও।'

বিতৃষ্ণ চোখে মোটা লোকটার দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা, তারপর তিনটা রূপার মুদ্রা বের করে ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে। হন হন করে এগোল একটা স্টেজের উদ্দেশে।

'কেলি নামের কাউকে চেন নাকি তুমি?' মোটাকে জিজ্ঞেস করল ডিক।

সরু চোখে ওর দিকে তাকাল মোটা। 'কেন?'

কেলি হয়তো ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, ভাবল ডিক। তবে ও যদি ভার্জিনিয়া থেকে স্টেজে এখানে এসে থাকে, তা হলে ওর সাথে আরও কেউ থাকতে পারে। সাবধান থাকতে হবে ওকে সামনের ট্রেইলের ব্যাপারে।

'নাহ্। তেমন কিছু নয়,' হালকা স্বরে জবাব দিল সে। 'এমনি খোঁজ করছি।'

সন্দেহ গেল না লোকটার চোখ থেকে। 'তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, 'এখানে কে কখন আসছে, যাচ্ছে এসব মনে রাখার সময় কোথায় আমার?'

ডিককে চিনতে ভুল হয়নি ওর। বিনে পয়সার কাস্টমার নিয়ে ফালতু প্যাঁচাল পাড়ার সময় ওর নেই।

মুখ ফিরিয়ে নিল ও, চলে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছে, বিদ্যুদ্বেগে ওর শার্টের কলার ধরল ডিক। টান দিয়ে কাছে নিয়ে এল। ঝাঁকুনি দিল। তাজ্জব বনে গেল লোকটা। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। ঘুসি মারল ডিকের হাতে। বাঁ হাত চালাল ডিক লোকটার ঠোঁটে। খুব জোরে মারেনি, কিন্তু তাতেই খবর হয়ে গেছে বেচারার। টেনে ধরা শার্টের কলার চেপে বসেছে গলায় রশির মত। নিঃশ্বাসের জন্যে হাঁসফাঁস শুরু করল সে। দুপা টলমল করছে। নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত ওকে ধরে রাখল ডিক।

'নিজেকে যতটা বড় ভাবছ,' জ্ঞান দিল ও লোকটাকে, 'অতটা বড় তুমি নও। আর লোকজনের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়, তাও ভুলে গেছ।'

ওর ঠাণ্ডা চোখ জোড়ার দিকে তাকাল লোকটা। মিনমিন করে বলল, 'সরি, ভুল হয়ে গেছে, মিস্টার।...আমি ওকে চিনি না।'

'সে একই কথা,' ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ডিক লোকটাকে।

চলে যাবার জন্যে ঘুরল ও। দুজন স্টেজযাত্রীকে দেখল দাঁড়িয়ে আছে। ওজন-মাপিয়ে লোকটা ওদের মালপত্র মেপে দিল। আচরণ সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে ওর। দু'যাত্রী চমৎকৃত হলো ওর মার্জিত আর পরিশীলিত আচরণ দেখে।

স্টেজের কয়েকজন যাত্রী বড় বড় চোখ করে চেয়ে আছে। সন্দেহ নেই, ডিক ভাবল, গত রাতের কথা জেনে গেছে ওরা। উদ্বেগ বোধ করল সে। ব্যাপারটা ওকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এদের কাছ থেকে।

দু'পাশে ধুলোর ঝড় তুলে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল স্টেজ। কিছুক্ষণ পরে ধুলো আর ঘামে জান বেরিয়ে যাবে যাত্রীদের। অবশ্য এর মধ্যে পথে ছোটখাট কিছু বিরতি আছে।

তবে প্রত্যেকটা বিরতির পর আবার চলতে শুরু করতে গেলে আরও কাহিল বোধ করবে ওরা।

ভাটি রাস্তা ধরে গজ পঞ্চাশেক হাঁটল ডিক। একটা পুরানো জরাজীর্ণ বাগি দেখল রাস্তায়। কাহিল একটা ঘোড়া বাঁধা ওটার সাথে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। বোঝা যাচ্ছে ক্লান্তির চরমে পৌঁছেছে।

বুড়োমত একটা লোক চালকের আসনে। দুচোখ বন্ধ, শুকনো মুখ। লোকটা হয় অসুস্থ, নয় ভীষণ ক্লান্ত। অথবা দুটোই।

বাগির পেছনের দিকে একটা মেয়ে, ভারী একটা লাগেজ তোলার চেষ্টা করছে। দড়াদড়ি দিয়ে কষে বাঁধা লাগেজটা, যেন বাগি চলার সময় আছাড় খেয়ে খুলে না-যায়।

ভারী লাগেজটা একা বাগিতে তুলতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে মেয়েটা। পারছে না, দর দর করে ঘামছে।

বাগির পাশে গিয়ে দাঁড়াল ডিক। 'সাহায্য করতে পারি, ম্যাম?' অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে লাগেজটা অনায়াসে তুলে নিয়ে বাগির ভেতর ছুঁড়ে দিল।

সোজা হয়ে তাকাল মেয়েটার দিকে। সপ্রশংস একজোড়া চোখ তুলে মেয়েটা চেয়ে আছে ওর দিকে। মেয়েটার চোখের রঙ বুঝে উঠতে পারল না সে। মনে হলো, মনের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চোখের রঙও পাল্টে যায় এ-মেয়ের। মেয়েটার চোখের রঙ সম্ভবত সবুজ, তার সাথে মিশেল আছে নীল কিংবা ধূসরের। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো ডিক। মেয়েটার চোখে আপাতত প্রশংসার ভাব ফুটলেও ওগুলো আসলে শীতল, বিতৃষ্ণ।

প্রথম দেখায় যতটা মনে হয়েছিল তারচে' কম বয়স ওর। কুড়ির আশেপাশে। মুখের রঙ কিছুটা ফ্যাকাসে, ভারী লাগেজ নিয়ে এতক্ষণের ধস্তাধস্তির দরুন ক্লান্তির আভাস।

মুখের গড়ন চমৎকার মেয়েটির। ডিকের পুরুষের চোখ তৎপর হয়ে উঠল। নিখুঁত ছাঁদের চিবুক, চোয়াল, গাল আর

কপাল। এক বিন্দু বাড়তি মাংস নেই কোথাও। নাক উন্নত, দুঠোঁট নরম, সজীব-চুল সোনালি, সব মিলিয়ে নারীসুলভ কমনীয়তার পাশাপাশি পুরুষসুলভ দৃঢ়তারও অভাব নেই। পুরো শরীরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আনলে যে কোন পুরুষের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে ওঠার কথা। ওর সুগঠিত কাঁধ আর সরু কোমরের মাঝখানে দীর্ঘ সমতল পিঠ তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগানিয়া। কিন্তু মেয়েটির ঠাণ্ডা দৃষ্টি ওর উৎসাহে পানি ঢেলে দিল। চোখ নামিয়ে নিল ডিক।

ওর মুগ্ধ দৃষ্টি নাড়া দিল মেয়েটাকে। চোখ নামিয়ে নিল ও নিজেও। মৃদুস্বরে বলল, 'আমি কি ধন্যবাদ জানাতে পারি?'

'অবশ্যই,' বিদ্রূপ ঝরল ডিকের গলায়, 'যদি অহঙ্কারে না লেগে থাকে...'

ওদের দুজনের মধ্যে কেমন যেন আড়ষ্টভাব প্রথম দেখার পর থেকেই। ডিক এর কারণ বুঝে উঠতে পারছে না। প্রথম দেখায় যেন ওরা দুজন দুজনকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে এতটা শীতল কিন্তু মারমুখো আচরণ সে কখনও কোন মেয়ের কাছ থেকে পায়নি। নিজের ওপর রাগ লাগল ওর মেয়েটাকে অযাচিতভাবে সাহায্য করতে গেছে বলে। সত্যি বলতে কি, মেয়েদের নিয়ে ওর মনে এখন আর আলাদা কোন আগ্রহ নেই। ভবিষ্যতে কখনও হবে বলেও মনে করে না সে। যে-আগুনে একবার ওর হাত পুড়েছে, আবার ওদিকে হাত বাড়াবার মত বোকা সে নয়।

আবার পলক তুলল মেয়েটা ওর দিকে। ওর চোখে ফুটে ওঠা অপছন্দ ভাব এখন রাগে পরিণত হয়েছে। এর কোন কারণ নেই। মুখ লাল হয়ে উঠল ডিকের। 'অবাক ব্যাপার! এ-শহরে সামান্য সৌজন্য দেখানোর মত মানুষও নেই মনে হচ্ছে!'

রঙ জমল মেয়েটার মুখে। ডিকের মনে হলো, আরও যেন রেগেছে ও। 'তোমাকে কেউ থামতে বলেছে এ-শহরে। কেউ

সাহায্য চেয়েছে তোমার কাছে?'

মেয়েটার চেঁচামেচি বাগির আসনে বসা লোকটার কানে গেল।

'কী হলো, রোডা?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে।

'কিছু না, ড্যাড।' একটু থেমে বলল, 'আমি সামলাতে না-পারার মত এমন কিছু নয়।' ডিকের দিকে চোখ তুলল আবার। 'তুমি কথা বলছ সৌজন্য নিয়ে। নিজের বেলা সেটা তোমার মনে থাকে না কেন?'

তা হলে এই ব্যাপার! মোটা লোকটার সাথে ওর ঝগড়াটা মেয়েটার চোখে পড়েছে। আর অমনি মেয়েলী বুদ্ধিতে ওটাকে কেন্দ্র করে ওর সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। আসল ব্যাপারটা কী, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার মনে করেনি। ব্যাপারটাকে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার হিসেবে ধরে নিয়েছে।

হাত তুলে নিজের হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল ডিক। 'তোমাকে সাহায্য করতে পেরে খুশি হয়েছি, ম্যাম।'

ওর গলায় বিনয়, কিন্তু আড়ালের শ্লেষটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না মেয়েটার। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওর ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনল ডিক। রাগী মেয়েটাকে অপূর্ব লাগছে। পেছন ফিরে আরেকবার দেখার ইচ্ছেটা অতি কষ্টে দমন করল ও।

পেছনে বাগি চলার শব্দ শোনা গেল। একটু পরে ওর পাশ ঘেঁষে সামনে চলে গেল ওটা। বুড়ো ঘোড়াটাকে জোর তাড়া লাগাচ্ছে মেয়েটা। ডিকের চারপাশে ধুলোর ঝড় তুলে চলে গেল বাগি আরও সামনে।

হাসল ডিক মনে মনে। মাথা গরম মেয়ে। ওর আগুনরঙা চুলের মত ভেতরটাও টকটকে লাল হয়ে আছে এখন। এধরনের মেয়েকে সাবধানে হ্যান্ডল করতে হয়। সে জন্যে চাই ঠাণ্ডা দৃঢ়চেতা পুরুষ। নইলে কপালে খারাপি আছে।

চিন্তাটাকে আর বাড়তে দিল না ডিক, লাগাম টানল। কোন মেয়েকেই সে আর চায় না। কোন মেয়ে ওকে নাড়া দিক, তাও না। এ-মেয়ে ওকে আকর্ষণ করছে, বুঝতে পারছে সে, সুতরাং ওর ব্যাপারে আর চিন্তা না-করাই ভাল।

চার

স্যাডলের পেছনে বেডরোলটা বেঁধে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ল ডিক।

'ধুলো খেয়ে খেয়ে পেট ভরে যাবে তোমার,' আস্তাবলরক্ষক মন্তব্য করল।

ডিকের নিজেরও কোন সন্দেহ নেই তাতে। সবগুলো স্টেজ চলে গেছে অনেকক্ষণ আগে, এমনকী, সবচে' পেছনের লক্কড়ঝক্কড় মার্কা বাগিটাও।

শহর ছেড়ে কিছুদূর এসেই একটা স্টেজ চোখে পড়ল ওর। থেমে আছে স্টেজটা। ড্রাইভার একটা রেঞ্চ হাতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে বিড়বিড় করতে করতে ঢিলে হয়ে যাওয়া একটা হাব নাট টাইট দিচ্ছে। পাশ দিয়ে যেতে আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাল ডিক। বাড়াবাড়ি রকমের চওড়া কাঁধ, পিঠ আর পেশীবহুল দু'হাত লোকটার।

সামনের পথ ধুলোয় ধূসর। স্টেজগুলো যেদিকে গেছে, সেদিকে ধুলোর একটা লম্বা লাইন, থিতিয়ে আসছে ক্রমশ। ওই লাইন ধরে এগোচ্ছে ডিক। পথ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না।

নীরবে চলেছে ও। কিছুক্ষণ পর পেছনে চাকার শব্দ শুনে ঘাড়

ফেরাল। উঁচু মতন একটা টিলার আড়ালে পড়ে গেছে পেছনের ট্রেইল। কিছুই দেখতে পেল না সে। তবে আন্দাজ করল, শহরতলীতে যে-স্টেজটাকে থেমে থাকা অবস্থায় পেছনে ফেলে এসেছে সেটার শব্দই শুনতে পাচ্ছে। মেরামতের পর নষ্ট হওয়া সময়টুকু পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে ড্রাইভার দ্বিগুণ গতিতে ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে।

নিজের ঘোড়ার গতি বাড়াল না ডিক। আস্তে আস্তে যাচ্ছে। পেছনের স্টেজটা অতিক্রম করে যাক ওকে, ওর কোন সমস্যা নেই।

তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল ওর ঘোড়া। আবার চাকার হালকা শব্দ শুনল। এবার সামনে থেকে। এটা বোধ হয় মেয়েটার বাগির শব্দ। তা হলে নাগাল পাওয়া গেল বাগিটার। অবশ্য যতটুকু সময় লাগবে ভেবেছিল, তারচে' একটু বেশি সময় পরে।

বাঁক পেরিয়ে সোজা ট্রেইলে পড়ে সামনে বাগিটাকে দেখল ডিক। চালকের আসনে মেয়েটা, যতটা সম্ভব দ্রুত ছোটাচ্ছে বুড়ো ঘোড়াটাকে। পাশে ওর বাবা, পিঠ সোজা করে বসে আছে।

মাঝে মাঝে পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। সম্ভবত ডিককে আশা করছে ওরা, মেয়েটার জন্যে সহানুভূতিতে ভরে উঠতে লাগল ওর মন। কাঁধ উঁচু করে বসে আছে মেয়েটা। শক্ত অনমনীয়, দৃঢ়চেতা। এ ধরনের রুক্ষ বন্ধুর পথে বাগি চালনায় মোটেই আনাড়ি মনে হচ্ছে না ওকে।

ওর উপস্থিতি টের পাওয়ার আগেই ওদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ডিক। ওদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একবারের জন্যেও ঘাড় ফেরাল না। তবে মেয়েটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুভব করল ও নিজের ওপর। ঘোড়ার গতিবেগ বাড়াল সে।

সমতলে পৌঁছে পেছনে ভারী চাকার ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পেল। পেছনে ঘাড় ফেরাল। ভারী স্টেজটাকে দেখল হালকা বাগিটার পাশ কাটাতে। বাগিটাকে রাস্তার আউটার এজে রেখে ইনার

সাইড ধরে আসছে ওটা। এক মুহূর্ত দেখল ডিক। তারপর ওর গলা চিড়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হলো।

ওর হুঁশিয়ারি উচ্চারণকে বিফল মনে হলো যখন দেখল হালকা বাগিটা একদম রাস্তার প্রান্তে পৌঁছে গেছে। দুটো যান চলার মত প্রশস্ত রাস্তা। তবু এ-অবস্থায় গাড়ি চালাতে গেলে দরকার দক্ষতা ও শান্ত নার্ভ। ভারী স্টেজ বাগির পাশ কাটাচ্ছে বেপরোয়া আগ্রাসী ভঙ্গিতে। দুটো গাড়ির মধ্যে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ফাঁক। প্রাণপণে বুড়ো ঘোড়াটাকে সামলানোর চেষ্টা করছে মেয়েটা। আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে, শান্ত থাকতে বলছে ওটাকে। কিন্তু একটু পরেই ডিক দেখল বাগির বাইরের দিককার চাকা দুটো রাস্তা ছেড়ে শূন্যে ঘুরছে, কাত হয়ে গেল বাগিটা। ডিক দ্বিতীয়বার সাবধান করার আগেই ভেতরের চাকাদুটো রাস্তা ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল এবং বাকিটা ঘটল যেন ডিমের সামনে স্লো মোশান ছবির মতো।

বুড়োকে দেখল সীট থেকে ছিটকে পড়তে, মেয়েটা পড়ল না, গাড়িসহ গড়িয়ে গেল।

ঘোড়ার লাগামে ঝাঁকি দিয়ে স্পার দাবাল ডিক, ছুটল দুর্ঘটনাস্থলের দিকে।

স্টেজ ড্রাইভারের উচিত ছিল স্টেজ থামিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত বাগির যাত্রীদের খোঁজ খবর নেয়া। কিন্তু ওর গাড়ির গতি দেখে মনে হলো না সে থামবে। সীটের ওপর দাঁড়িয়ে গেল লোকটা, চাবুক হাঁকাল সজোরে টীমহর্সগুলোর পিঠে। চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাল প্রাণীগুলো, গতিও বাড়িয়ে দিল।

সে লোকটাই। দেখল ডিক। বিশাল কাঁধ-পিঠ আর পেশীঅলা লোকটাকে মনের ভেতর গেঁথে নিল। আবার দেখলে চিনতে যেন কষ্ট না-হয়।

বাগিটা যেখানে গড়িয়ে পড়েছে, সেখানে গিয়ে ঘোড়া থামাল ডিক। বুড়ো লোকটাকে দেখল পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে,

তবে থর থর করে কাঁপছে লোকটা। ওকে ছাড়িয়ে গেল ডিকের দৃষ্টি, আচমকা মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল ওর। চোখে আঁধার দেখল ক্ষণিকের জন্যে। ঢোক গিলতে গিয়ে টের পেল গলা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে, পরমুহূর্তে খুলল।

একশো ফুট নীচে ঢালে পাইন আর বুনো গাছের বিক্ষিপ্ত ঝোপ। দু'একটা পাথরের বোল্ডার মাথা বের করে আছে দেয়াল থেকে। সামান্য বাতাসে নড়ছে লতা পাতা, ডালপালা। তারই ফাঁকে সাদামতন কিছু একটা নজরে পড়ল ওর।

মাথা ঝাঁকিয়ে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করল ডিক। ধার ঘেঁষে উপুড় হয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল। তাকাল নীচের দিকে। বাতাসে আবার নড়ে উঠল ঝোপ। সাদামতন জিনিসটাকে দেখল আবার। একটা ঝোপের সাথে আটকে আছে মনে হচ্ছে। পেছনে দুর্বল কণ্ঠের আওয়াজ শুনল সে। ডাকছে ওকে। পাত্তা দিল না ও। আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই নীচের দৃশ্যটা স্পষ্ট হলো। সামান্য নড়ছে মেয়েটার শরীর। মেয়েটা আহত, তবে কতটা আহত, তা বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য মেয়েটার জ্ঞান আছে, ক্যানিয়নের একদম তলায় পাথুরে ভূমিতে গিয়ে পড়েনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তা হলে হাড্ডি মাংস চুরমার হয়ে যেত।

'ওটা ধরে থাকো,' চিৎকার করে বলল ও মেয়েটাকে। 'নোড়ো না একদম। আমি আসছি।'

ধার বেয়ে নীচে নামার প্রস্তুতি নিল ও। খাড়া ঢাল, ওর হাত-পা দুটোই তৎপর হয়ে উঠল। দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট খাঁজ আর ফাটল, মাঝেমধ্যে ঠেলে বের হওয়া পাথরের অংশবিশেষ। আস্তে আস্তে ইঞ্চি ইঞ্চি করে নামতে লাগল ও। বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে, গলা শুকিয়ে খটখটে। দর দর বেগে ঘাম ঝরছে মাথা আর কপাল থেকে, গাল ছুঁয়ে চিবুক বেয়ে নামছে। সারা গা চুলকাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে ডিক। ওর

মাথায় কেবল একটাই চিন্তা, কোনভাবেই হাত কিংবা পা ফসকানো চলবে না। খোদা না করুন, তাই যদি হয়, ও কিংবা মেয়েটি দুজনের কেউই বাঁচবে না।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে, ওর কাছে মনে হলো অনন্তকাল, ঝোপের কাছে পৌঁছল ডিক। বুকের দুরু দুরু ভাব কেটে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে দু'মিনিট সময় নিল। তারপর জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক আছ, ম্যাম?'

চুপ করে রইল মেয়েটি। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনল ডিক। তারপর যেন সবদিক বিচার-বিবেচনা করে মেয়েটি জবাব দিল, 'মনে হয় ঠিক আছি।'

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল ডিক, স্বস্তির নিঃশ্বাস। মুখ থেকে দুশ্চিন্তার রেখা সরে গিয়ে হাসি ফুটল। 'থ্যাঙ্ক গড।'

বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল মেয়েটির চোখে, শেষে হাসল সেও।

'চিন্তা কোরো না। ব্যাপারটাকে কঠিন ভাবার দরকার নেই। দেখবে আমরা ঠিক ওপরে উঠে গেছি।'

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল মেয়েটির। আর্তস্বরে বলল, 'বাবা...আমার বাবা...'

'ওর কিছু হয়নি,' আশ্বস্ত করল ডিক। 'ওপরে আছে ও। তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে। আমাদের দেখতে পেলে ঠিক হয়ে যাবে বুড়ো।'

আচমকা ওপর থেকে ঝির ঝির করে ধুলোবালি আর পাথরের কণা পড়ল ওদের গায়ে। ওপরের দিকে চাইল ডিক। ভীত, উৎকণ্ঠিত মুখে উঁকি দিচ্ছে বুড়ো।

'দেখলে তো?' হাসল ডিক। ওপরের দিকে আঙুল তুলল।

রাস্তার ধারে চোখ রাখল মেয়েটি। বাবার পরিচিত মুখটা দেখতে পেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর চেহারা। মুহূর্তেই সব দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তি যেন কেটে গেল ওর। শান্তস্বরে বলল,

'ঠিক আছে, আমি তৈরি।'

ওপরের দিকে তাকিয়ে গলা চড়াল ডীক, 'পেছনে সরে দাঁড়াও। আমরা এখন উঠে আসব।' ওপর থেকে আবার ঝুর ঝুর করে ধুলোকণা আর পাথরের টুকরো নেমে আসুক চায় না ও।

মেয়েটার মুখ দেখে স্বস্তিবোধ করছে সে। দুশ্চিন্তা কাটিয়ে উঠছে মেয়েটি। আসলে যে তা কাটেনি, বরং বেড়েছে, বুঝতে পারল না ও। মেয়েটি অদ্ভুত মনের জোর খাটিয়ে তা লুকিয়ে ফেলেছে।

আস্তে আস্তে মেয়েটিকে ধরে সোজা করল সে। ওর হাতের ভেতর কাঁপছে ওর শরীর। ভয়ে। অবাক হলো ডিক। চোখের দিকে তাকিয়ে এ-মেয়েকে কখনও বোঝা যাবে না।

ওঠার সময় মেয়েটিকে সামনে দিল ডিক। ওর নির্দেশিত খাঁজ আর ফাটলগুলোতে হাত আর পা রাখতে লাগল। ধীরে ধীরে, প্রায় শামুকের গতিতে, উঠতে লাগল দুজনেই। বারবার মৃদুস্বরে মেয়েটাকে অভয় দিচ্ছে ও, মনোযোগ দিতে বলছে প্রত্যেকটা খাঁজ আর ফাটলের দিকে।

হঠাৎ পা পিছলাল মেয়েটির। ডান পা নেমে এল নীচের দিকে, ডিকের কাঁধের ওপর পড়ল। অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় শরীর নড়ে গেল ডিকেরও। পা ফসকে গেল। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল ওর। গলা চিরে বেরিয়ে আসতে থাকা আতঙ্কের চিৎকারটা থামাল কোনমতে। দু'হাত চেপে বসল খাঁজের ওপর। শরীরটা বাড়ি খেল ঢালের সাথে। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে ফসকে যাওয়া পা-টা আবার রাখল যেখান থেকে ছুটে গেছে সেখানে। দু'হাতের আঙুল আড়ষ্ট হয়ে গেছে ওর। টনটন করছে পুরো শরীরের ওজন সামলাতে গিয়ে। পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে নখ উল্টে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তবে ওদিকে তাকাবার সময় পেল না সে।

আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসা

পর্যন্ত অনড় রইল ও। তারপর বলল, 'ভয়ের কিছু নেই।' নিজের কাছে বেসুরো শোনাল ওর নিজের গলা।

আবার উঠতে শুরু করল ওরা। আগের চেয়ে সতর্ক হয়ে উঠল মেয়েটি। সামান্য অমনোযোগ কী রকম ভয়াবহ ব্যাপার ঘটাতে পারে, একটু আগের ব্যাপারটা থেকে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ও। একটা খাঁজ থেকে হাত কিংবা পা সরিয়ে নিয়ে ওপরে আরেকটা যুতসই নতুন খাঁজ খুঁজে নিতে যথেষ্ট সময় নিল ও। তবে তাতে কাজ হলো, আর কোনরূপ বিপত্তির মুখে না-পড়ে ঢাল বেয়ে উঠে গেল ওরা।

শেষ খাঁজ থেকে যখন রাস্তার ওপর উঠল ডিক, তখন তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে, ক্লান্তিতে। কয়েক পা হাঁটল সে টলমল শরীর নিয়ে। ধীরে ধীরে কাঁপুনি কমে স্বাভাবিক হয়ে এল ওর দু'পা।

মেয়েটির কাছে এসে দাঁড়াল ডিক। মাটির ওপর বসে আছে মেয়েটি মাথা নিচু করে। ওর সাথে কথা বলল ডিক, মৃদুস্বরে। সাহস দেবার চেষ্টা করল।

মাথা উঁচু করল মেয়েটি। গভীর চোখদুটো রাখল ডিকের ওপর। নির্ভেজাল প্রশংসা আর সমীহের ভাব তাতে। 'তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানানো উচিত আমার।'

মেয়েটার মনের ভাব বুঝতে পারছে না ডিক। কাউকে ধন্যবাদ দেয়ার মত সহজ ব্যাপারটাকে অমন নাটকীয় করে তুলছে কেন? ওর দিকে চাইল ডিক, মসৃণ সাদা গলার ওপর চোখ পড়তে একটা হার্টবিট মিস করল।

চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে ফিরে গভীরস্বরে বলল, 'মনে হয় না উচিত কাজটা করতে গেলে কেউ তোমাকে বাধা দেবে।'

কিছুক্ষণ পর যখন ওর দিকে তাকাল ডিক, মেয়েটি তখন উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত বুলোচ্ছে। কপাল ফেটে গেছে ওর। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে, তবে জমাট বেঁধে আছে। হাতটা নামিয়ে

চোখের সামনে এনে আঙুলে লাগা রক্তের দাগ দেখল। তারপর অবাক হয়ে বলল, 'কপাল যে কেটে গেছে, বুঝতেই পারিনি।'

অপলক দেখছে ওঁকে ডিক, ওর চোখে সামান্য ঘোর লাগা ভাব। পরক্ষণে মাথা নেড়ে দূর করে দিল সেটাকে। বুড়োর দিকে চেয়ে হাসল। 'কী অবস্থা এখন তোমার, মিস্টার?'

লোকটা কাঁপছিল তখনও একটু একটু। তবে আগের মত চোখে মুখে লেগে থাকা ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন এখন নেই। হাঁটুর কাছে প্যান্টের এক জায়গা ছিঁড়ে যাওয়া ছাড়া তেমন কিছু হয়নি ওর।

কথা বলল না লোকটা, মাথা ঝাঁকাল, তারপর মেয়ের কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল।

রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াল ডিক, নীচের দিকে তাকাল। অনেক নীচে বাগির মত কিছু দেখতে পেল, তবে অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারল না। ওর পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু থেমে গেল গলা দিয়ে বেসুরো শব্দ বেরোতেই। 'আমাদের মালপত্র সবই গেছে ওটার সাথে।...আর,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বেচারী নেলী...ঘোড়াটার কথা বলছি।'

'বলতে চাইছ, নীচে গিয়ে ওগুলো তুলে আনা যাবে কি না?'

'না না,' তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ তুমি। আমি এমনিতে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভাবছি ভার্জিনিয়া যাব কী করে? বাবা এত অসুস্থ এবং দুর্বল যে...' থেমে গেল।

'শুনেছি পথে আরও কিছু রেস্ট স্টেশন আছে,' বলল ডিক। 'সন্ধের আগে যদি ওগুলোর একটায় পৌঁছানো যায়...' পড়ন্ত সূর্যের দিকে চাইল, 'তোমার বাবা কি ঘোড়ায় চড়তে পারবে?'

মেয়েটা কিছু বলার আগেই এবার বুড়োর গলা শোনা গেল, 'কেন পারব না? ও যতটা ভাবছে, অতটা অসুস্থ আমি নই।' কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। 'তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি। আসলে এতটা উপকারের বিনিময়ে ধন্যবাদ দেয়াটা কেমন যেন হাস্যকর অপমান

শোনাবে, তাই না, মিস্টার?'

ওর হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ডিক। বুড়োর মুখে ফুটে ওঠা আন্তরিক ভাবটুকু ধরতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। নিমেষে পছন্দ করে ফেলল ও বুড়োকে। 'বাদ দাও...আমি ডিক রিফেল।'

'নাইজেল রিংবুল।' মেয়েটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'রোডা। আমার মেয়ে।'

ডিক নড করল। মুখে নিরাসক্ত ভাব ফুটিয়ে তুলল মেয়েটা।

বিরক্ত বোধ করল ডিক। আর কাউকে সে কখনো অত সহজে মুখের ভাব পাল্টে ফেলতে দেখেনি। কী মনে করে নিজেকে মেয়েটা! তবে কিছুটা কৌতূহলও বোধ করল সে।

'রাতটা রাস্তায় কাটাতে না-চাইলে,' রুক্ষ শোনাল ওর গলা, 'এখনই চলা শুরু করতে হবে আমাদের।'

রিংবুলকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল ও, তারপর মেয়েটির দিকে হাত বাড়াল।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল রোডা। 'আমি হাঁটতে পারব।'

রাগে গা জ্বলে গেল ডিকের। মেয়েটির অসম্মতির অর্থ পরিষ্কার। ডিকের ঘোড়াটা পর্যন্ত হয়নি ওর। ওর ধারণা, দুজনের ভার বইবার ক্ষমতা ঘোড়াটার নেই। এর মাধ্যমে মেয়েটা যেন আসলে ওকে পরিহাস করল। যেন বুঝিয়ে দিল পুরুষ হাত বাড়ালেই কৃতার্থ ভঙ্গিতে ওই হাত ধরে ঝুলে পড়ার মত মেয়ে ও নয়। ও যা করে, নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতই করে থাকে।

রিংবুল ঘোড়ার পিঠে, ওরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত হাঁটছে না ডিক। ক্লান্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকি নিচ্ছে না। ওর পাশে সমানতালে হাঁটছে ঘোড়া। প্রতিটি পদক্ষেপে টনটন করছে ডিকের দু'পা।

আড়চোখে মাঝে মধ্যে রোডাকে দেখছে সে। শুকিয়ে চড় চড় করছে ওর মুখ। ওর তরুণী মুখের কমণীয়তাকে শুষে খেয়েছে ধুলো। ঠোঁটের কষায় বিন্দু বিন্দু ফেনা। ক্লান্তিতে মরে যাচ্ছে

মেয়েটা, কিন্তু মাথা উঁচু করে হাঁটছে এখনও।

ওর ইচ্ছে হচ্ছে মেয়েটাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ওর হাঁটায় সাহায্য করতে। কিন্তু অনেক দিন পরে কোন মেয়ের জন্যে ওর ভেতরে জেগে ওঠা এ-স্নিগ্ধ অনুভূতিটাকে দমন করল ও নিষ্ঠুরভাবে।

এ ধরনের অনুভূতি চায় না সে। চায় না কোন মেয়ের জন্যে ওর ভেতরে সামান্যতম দুর্বলতা জাগুক। এক পা দূরে সরে গেল ও মেয়েটার কাছ থেকে। চট করে ঘাড় ফেরাল মেয়েটি ওর দিকে। চোখ ফিরিয়ে রাখল ডিক অন্য দিকে।

সন্ধের দিকে রেস্ট স্টেশনে পৌঁছল ওরা। হাত উঁচিয়ে দেখাল ডিক। 'এটাই।'

'ওহ, বাঁচলাম,' হাসল মেয়েটি। 'জীবনে কখনও আর ক্লান্তি বোধ করিনি।'

ক্লিষ্ট হাসি, ভাবল ডিক। হোক, তবু হাসি তো।

জবাবে সেও হাসল। মনের জোর আছে মেয়েটির। এতটা পথ হেঁটে এসেছে, একবারও ক্লান্তির কথা বলেনি, অভিযোগও করেনি কোন ব্যাপারে। নিজের অনভ্যস্ত হাঁটা এবং তার ধকল থেকে মেয়েটার অবস্থা অনুমান করতে সমস্যা হচ্ছে না ওর। "এখন দরকার গরম খাবার আর পরিপাটী বিছানা। সকালে উঠে ক্লান্তির কথা টেরও পাবে না।' হাসি আরও বিস্তৃত হলো ওর।

মেয়েটার হাসি মুছে গেল হঠাৎ, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'এবং তুমি নিশ্চয় মুক্তি পেয়ে যাবে এ অবাঞ্ছিত বোঝা বওয়া থেকে, তাই না?'

'ঠিক তাই!' কাঠখোট্টা মেয়েটার কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ডিক। ওর দিকে চাইল না আর। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এ-দুর্বলতার কোন মানে নেই, একে প্রশ্রয় দেয়ারও দরকার নেই। পরে প্রতারিত হয়ে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে আগে প্রত্যাখ্যাত হওয়াটাই ভাল। প্রত্যাখ্যানে কষ্ট আছে, প্রতারণায় কষ্ট ও মনোবেদনা

দুটোই। নিজের জীবন দিয়ে ডিক যা লিখেছে, তারচে' বড় সত্যি ওর কাছে আর কিছু নেই।

রেস্ট স্টেশনের ঘরটা কাঠের তৈরি। দেয়ালে ঠাণ্ডার জন্যে মাটির প্রলেপ দেয়া। ওরা পৌঁছার আগেই সন্ধেবাতি জ্বালানো হয়ে গেছে। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে বাতির হলুদ আভা।

ফলসম থেকে আসা তিনটা স্টেজ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের সামনে। একটা স্টেজের সাথেও ঘোড়া নেই। বোঝা যাচ্ছে, স্টেজের চালক ও যাত্রীরা রাতটা এখানেই কাটাবে। চালকদের একজনের কথা ভাবতেই চোখ-মুখ কঠিন হয়ে উঠল ওর। লোকটার গাল ফোলা, মাংসের স্তূপ, ডিকের শুধু এটুকুই মনে আছে তবে সাথে লাল, মোটা থ্যাবড়া ঠোঁট আর হাঁ করা মুখের কথাও মনে পড়ছে। হাঁ করা মুখ দিয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসছে অশ্রাব্য খিস্তি খেউড়।

ইতস্তত করল ডিক। তারপর বলে ফেলল, 'তোমাদের যদি কোন দরকার হয়...'

চিবুক উঁচাল রোডা, সরাসরি তাকাল ডিকের চোখে। 'দরকার বলতে যদি তুমি টাকা-পয়সা বুঝিয়ে থাকো, তা হলে ওটা আমাদের যথেষ্ট আছে।'

রিংবুলকে ঘোড়া থেকে নামতে দেখে ওদিকে এগোল সে। বাপ-মেয়ে কথা বলল মৃদুস্বরে, তারপর ভেতরে ঢুকল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিক। ওদের সাথে ওর সম্পর্ক এখানে শেষ। ব্যাপারটা মনে হতেই অদ্ভুত এক শূন্যতার সৃষ্টি হলো ওর ভেতরে। মনে হলো, কী যেন একটা হারিয়ে গেল হঠাৎ।

বিশাল বিল্ডিংটার পেছনের অংশে গিয়ে ঘোড়ার জন্যে খাদ্য আর পানির ব্যবস্থা করল সে। বেশ কিছু টাকা খসল তাতে। এখানে জিনিসপত্রের দাম একটু বেশি। পর্বতের ওপার থেকে আসে, দাম একটু বেশি পড়বেই।

স্টেশন থেকে ভেসে আসছে যাত্রীদের হৈ হল্লা। বিরক্ত লাগছে ডিকের। তবে সে জন্যে তাদের দোষ দিতে পারছে না। দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ওরা, পথশ্রমের ক্লান্তি ভোলার চেষ্টা করছে জম্পেস আড্ডা বসিয়ে। কিংবা সামনে আরও যে পথ পড়ে আছে, একই রকম একঘেয়ে এবং কষ্টকর, তা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে।

ড্রিঙ্ক দরকার ওর, খাবারও। ঘুরে স্টেশনের অপর পাশে চলে গেল ও। তিনজন লোককে দেখল ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে বসে আছে। আগুনের আভায় মুখ দেখা যাচ্ছে ওদের। একজনকে চিনল ও। সেই স্টেজ ড্রাইভার, যাকে সে খুঁজছে। লোকটা সঙ্গীদের কিছু একটা বলল, তারপর পেছনে মাথা হেলিয়ে ফেটে পড়ল হাসিতে।

রেগে উঠল ডিক মনে মনে। সম্ভবত ওকে দেখেছে লোকটা। দলে ভারী, তাই মজা করছে সঙ্গীদের সাথে।

ওদের দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। সে-সময় মেয়েটিকে দেখল বিল্ডিংয়ের অপর পাশ থেকে বেরিয়ে আসতে। থামল ও, অপেক্ষা করল যাতে এখানে কিছু ঘটতে শুরু করার আগে মেয়েটা চলে যেতে পারে। আগুনের কাছাকাছি আসতে মেয়েটাকে চিনতে পারল ডিক। ফলসমের বারে এ-মেয়েই কথা বলেছিল ওর সাথে।

মেয়েটার হাঁটার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু ফোলা গালের ড্রাইভার থামাল ওকে। লাফ দিয়ে বসা থেকে উঠে মেয়েটার একটা বাহু ধরে আকর্ষণ করল নিজের দিকে। 'এত তাড়া কেন, সুয়িটহার্ট?'

বয়স্ক লোকটা পছন্দ করল না ব্যাপারটা। বিতৃষ্ণস্বরে বলল, 'বাদ দাও,' বলল সে। 'ওকে যেতে দাও, গার্ট।'

কিন্তু ওর তরুণ সঙ্গী উৎসাহ দিল দু'কান ছোঁয়ায় হাসি নিয়ে। 'না না গার্ট, ঠিক আছে। চালিয়ে যাও।'

ফুঁসে উঠল মেয়েটি। 'যেতে দাও আমাকে।' ওর গলার স্বরে

ভয় নয়, বিরক্তির আভাস। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ তোমারা। আমার আধা মিনিট সময়ের দাম দেবারও মুরোদ নেই তোমাদের।'

হাসি আরও চওড়া হলো গার্টের। মেয়েটাকে আরেকটু কাছে টানার চেষ্টা করল। চড় তুলল মেয়েটা। ডান বাহু উঁচিয়ে চড়টা সামলাল গার্ট। 'টাকার চেয়ে ভাল কিছু দেবার ক্ষমতা আছে আমার, ডার্লিং।' দু'বাহু ধরে আবার আকর্ষণ করল মেয়েটাকে। মাথা পিছনে হেলিয়ে ওর বাহুপাশ থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল মেয়েটা। গার্ট ঝুঁকে পড়ল আরও। নিজের বুকের ভার ওর বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়ে চুমু খাবার চেষ্টা করছে।

ওদের কাছে চলে এল ডিক। গার্টের কাঁধ খামচে ধরে টান দিল পেছনে। 'তুমি ওর কথা শুনেছ, গার্ট। ওকে যেতে দাও।' ও জানে, এক্ষুণি ব্যাপারটা শুরু হতে যাচ্ছে। কীভাবে শুরু হবে, সেটা বড় কথা নয়।

আচমকা বাধায় হতবাক হয়ে গেল গার্ট। ঝট করে পেছনে ফিরল। উপদ্রবটাকে দেখে খেপে লাল হয়ে গেল। 'আরে। তুমি আবার...'

কথা শেষ করার সুযোগ দিল না ওকে ডিক, ঘুসি মারল। পরমুহূর্তে মাথা নিচু করে ধাক্কা লাগাল মোটা থলথলে মুখে। ওর ঘুসি এবং ধাক্কার চোটে পিছিয়ে গেল গার্ট।

হতভম্ব দেখাল ওকে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটতে শুরু করবে চিন্তাই করতে পারেনি। প্রথম ঘুসিতে কেটে যাওয়া ঠোঁট জ্বালা করছে ওর। হাত বুলাল ঠোঁটে। চোখের সামনে এনে ধরল। রক্ত! প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে গেল সে।

ওর আক্রমণ ঠেকানোর প্রস্তুতি নিল ডিক। গার্ট ওর সমান লম্বা নয়। তবে ওর শরীর পাইনগাছের গুঁড়ির মত শক্ত আর মোটা, কাঁধ দুটো চওড়া অস্বাভাবিক রকমের। এর সুবিধে আদায়

করতে চাইল, সে। থপ থপ করে দু'পা সামনে এগোল ও। 'তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেব আমি, শালা বেজন্মা কোথাকার!' হুমকি দিল ও, একই সাথে ঘুসি চালাল।

ঝট করে মাথা একপাশে সরিয়ে নিল ডিক, গার্টের ঘুসি বেরিয়ে গেল ওর চিবুক ঘেঁষে।

ওর ঘুসির ওজন অনুভব করতে অসুবিধে হলো না ডিকের। এ ধরনের একটা ঘুসি একজনের চোয়াল গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু মদ ও নারীতে অপরিমিত আসক্তি ওর চরিত্রের মত শরীরও নষ্ট করে দিয়েছে। লড়াইটা সম্ভবত বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। জায়গামত গোটা কয়েক মোক্ষম ঘুসি পড়লে কুপোকাত হয়ে যাবে গার্ট।

ওর পাঁজর সই করে ঘুসি চালাল ডিক। বিদ্যুৎবেগে হাঁকানো ঘুসিটা কাটানোর কোন অবকাশই পেল না গার্ট। 'হুপ' করে বুকের ভেতর থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেল ওর। মুখ সই করে পরপর আরও কয়েকটা ঘুসি মারল ডিক। ফোলা মুখে 'থ্যাপ' 'থ্যাপ' শব্দ হলো। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে গার্ট। হাঁ করে বাতাস টানল। দম ফিরে পেতেই মুখে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখ দিয়ে গালাগালের ফোয়ারা ছুটল। সাথে দু'হাত চলল পিস্টনের মত। তবে বেশির ভাগ ঘুসিই কাটিয়ে দিল ডিক এদিক ওদিক সরে গিয়ে। কিছু ঘুসি ঠেকাল হাতের বাহুতে।

ওর ধারণা ভুল হয়নি। গার্টের গায়ে মোষের জোর, কিন্তু মারামারির কৌশল জানা নেই ওর।

লড়াইটা স্রেফ একতরফা হয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে সামান্য ঢিল দিল ও। সেখানেই ভুলটা করল।

প্রতিপক্ষ লড়াইয়ে দক্ষ না-হলেও শক্তিশালী, লড়ছিলও মরিয়া হয়ে। ওর একটা প্রচণ্ড ঘুসি কাটাল ডিক ডানদিকে সরে গিয়ে। কিন্তু পরের ঘুসিটা লাগল বাঁ চোখের ঠিক ওপরে। দড়াম করে গদার বাড়ি খেল যেন সে। শক্ত বলিষ্ঠ হাতের মোক্ষম ঘুসি

ওর মাথার ভেতর আগুনের হলকা ছোটাল। মাথার ভেতর ঝিমঝিম করে উঠল, চোখ বেয়ে পানি বেরিয়ে এল। পিছিয়ে গেল। টলমল পায়ে, টাল সামলাতে গিয়ে বাতাসে সাঁতার কাটল, শিথিল হয়ে গেল দু'বাহু। তারপর আস্তে করে বসে গেল ও। বিজয়োল্লাসে গুঙিয়ে উঠল গার্ট, লাফ দিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর গিয়ে পড়ল। জাপটে ধরল দু'হাতে।

মোটা দু'বাহুর পেষনে পিষ্ট হচ্ছে ডিক। শক্ত দুটি বাহু অজগরের মত বেষ্টন করে আছে ওকে। ওর বুকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল গার্ট। শক্ত মাথার গুঁতো লাগাল ওর চিবুকে। তারপর ঠেসে ধরল সামনের দিকে।

আস্তে আস্তে চাপ বাড়তে লাগল। অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হয়ে উঠল ডিকের। দম বন্ধ হয়ে এল, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল। খাবি খেতে শুরু করল। লোকটার কপাল ঠেসে আছে ওর গলায়, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

দু'চোখ বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো ডিকের। অযুত তারার ঝিকিমিকি তাতে। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসবে ওর দৃষ্টি।

আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল ডিক। মনে হলো ও মারা যাচ্ছে। পাগলের মত দুপা চালাচ্ছে গার্টের গায়ে; কিন্তু উল্টো লাথিতে কোন কাজ হচ্ছে না।

বরং তা করতে গিয়ে দম আরও ফুরিয়ে এল ওর। দু'চোখে অন্ধকার নেমে আসছে। ফুসফুসের ভেতর যেন আগুন ধরে গেছে। এক চিলতে বাতাসের জন্যে আগুনের তীব্রতা প্রতি মুহূর্তে দ্বিগুণ হচ্ছে।

ওর নিস্তেজভাব বুঝতে পারল গার্ট। মাথা তুলল গলার ওপর থেকে। জানে, শত্রুর সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে। বাকি কাজটা সহজ। নিস্তেজ শত্রুর পিঠের নীচে একটা হাত রেখে একটু আলগা করে মাথায় একটা চাপ দিতে পারলেই স্পাইনাল কর্ড ছিঁড়ে যাবে। ওর চেয়ে ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা দশাসই জওয়ানের

মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে মেরে ফেলা মানে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাওয়া। খালি হাতে এর আগে আরও কয়েকজনকে শায়েস্তা করেছে ও। কিন্তু তাদের কেউই এর মত শক্তিশালী ছিল না। বিজয়বেশে নিজেকে কল্পনা করল ও।

ঘাড় মটকে দেয়ার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে ওর সুদৃঢ় পেষণ হালকা হলো কিছুটা। নড়েচড়ে যুত হয়ে বসতে গেল সে। জানে, প্রতিপক্ষ নিস্তেজ, মৃতপ্রায়। পাল্টা আঘাত হানার ক্ষমতা আর নেই।

প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া শক্তিকে প্রাণপণে কাজে লাগানোর চেষ্টা করল ডিক। জানে, তা পারতেই হবে। নইলে মারা যাবে। গার্টের বজ্র আলিঙ্গন কিছুটা শিথিল হতেই স্প্রিঙের মত ঝাঁকুনি দিল শরীরটাকে ওপরের দিকে। পরমুহূর্তে কাত হলো। ওর বুকের ওপর থেকে খসে পড়ল মুহূর্তের জন্যে কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠা অসতর্ক শত্রু। লাফ দিয়ে উঠল ডিক, পিছিয়ে গেল। পরমুহূর্তে সামনে এগোল। শিকারহারা বেড়ালের মত ব্যতিব্যস্ত গার্ট সিধে হয়ে দাঁড়ানোর আগেই লাথি খেল সোলার প্লেক্সাসে। অঁক করে উঠে সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল গার্ট। ওকে সোজা হবার সুযোগ দিল ডিক। এই ফাঁকে লম্বা করে শ্বাস নিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে ফুসফুস ভরে নিল।

এরপর ওর হিসেবমত লড়াইটা প্রায় একতরফাই হয়ে গেল। ক্যুগারের মত সতর্ক ডিকের হিসেবী মারের সামনে ভীষণ অসহায় দেখাল ষাঁড়ের মত শক্তিশালী কিন্তু মারপিটে আনাড়ি গার্টকে। পরবর্তী দু'মিনিট পাল্টা আক্রমণের চেষ্টায় শুধু বাতাসেই হাত-পা ছুঁড়ল সে ওরচে' ক্ষিপ্র এবং ওজনে হালকা প্রতিপক্ষের গায়ে দু'চারটা দুর্বল ঘুসি লাগানো ছাড়া।

ক্ষতবিক্ষত মুখ আর ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে তবু দাঁড়িয়ে রইল গার্ট স্রেফ গায়ের জোরে। এদিকে শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ডিক। ওর মনে হলো আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। বিশ্রাম

দরকার ওর। মারা বন্ধ করল ও, দাঁড়িয়ে হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল।

তেড়ে এল গার্ট। ফাঁক পেয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে। বাউলি কেটে সরে গেল ডিক। গার্টের কলাগাছের মত মোটা দু'বাহুর আওতার বাইরে থাকতে চাইছে। প্রতিপক্ষের মার ঠেকাতে কিংবা পাল্টা মার দেবার চেষ্টা করছে এখন। হালকা শরীর নিয়ে নড়তে চড়তে সুবিধে হচ্ছে ওর। ফাঁকে ফাঁকে শ্বাস নিচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস ওর শরীরের ক্লান্তি দূর করছে। এদিক ওদিক যথাসম্ভব বাউলি কেটে সরে যাচ্ছে ও, ভারী শরীর নিয়ে বারবার হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ব্যর্থ গার্টকে ক্লান্ত করে তোলার চেষ্টা করছে।

ওর এ-অদ্ভুত ধরনের লড়াইয়ের রীতি পছন্দ হলো না গার্টের। ডিকের পাঁজর সই করে প্রচণ্ড এক লাথি হাঁকাতে গিয়ে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলাল সে। খেঁকিয়ে উঠল, 'ছাগলের মত তিড়িংবিড়িং করছ কেন, অ্যাঁ? এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়তে জানো না?'

এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে এসেছে ডিক। হাসল। 'ঠিক আছে, গার্ট। এসো, ব্যাপারটা শেষ করে দিই।'

ঘোঁৎ করে উঠল গার্ট। বোঝাল, ঠিক তা-ই চাইছে সে। একবার প্রতিপক্ষকে পুরোপুরি বাগে পেয়েও হাতছাড়া করে ফেলেছে। ভুলটা এখন বুঝতে পারছে। তার চেয়ে আরও পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এ-বিশাল লোকটাকে ঘাড় মটকে মারার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় না-গিয়ে যেভাবে ধরেছিল, সেভাবে ধরে থাকলে এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকত শালা বেজন্মাটা। এখন আরেকবার ওভাবে গেলেই হয়। আর ভুল করবে না। পিষেই মেরে ফেলবে স্রেফ।

ক্লান্তি এখনও পুরোপুরি কাটেনি ডিকের। তবে হাত-পা দুটোরই পুরো শক্তি ফিরে পেয়েছে। আগের চেয়ে সাবলীল এখন ওগুলো। এখনও শ্বাস টানছে ও, তবে আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।

সামনে এগোল ও। সতর্ক রইল যেন ফের গার্টের বুকের মধ্যে গিয়ে না-পড়ে। একবার ভুল করেছে সে, তার জন্যে চরম খেসারত দিতে গিয়ে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। একই ভুল আবার করা যায় না।

গার্টের বিক্ষত মুখে আবার ঘুসি হাঁকাল সে। পরমুহূর্তে ছিটকে বেরিয়ে এল। একই সাথে ডান পা তুলে লাথি চালাল গার্টের বাম পাঁজরায়। ওর মার কাটাতে গিয়ে আর পাল্টা মার দিতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল গার্ট। ডিকের মারগুলো বুঝতে পারছে না। একটা না-কাটাতেই আরেকটা এসে পড়ছে অপ্রত্যাশিতভাবে। মার খেতে খেতে নিস্তেজ হয়ে পড়ল সে, ঠোঁট বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল, একটু পরে লাল ফেনা বেরিয়ে এল।

ওদের চারপাশে লোক জমে গেছে। এতক্ষণে যেন ওদিকে চোখ দেবার ফুরসত পেল ডিক। হঠাৎ একটা নারীমুখ দেখল, একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে?

ঘাড় ফিরিয়ে নিল ও। গার্টকে বিশ্বাস করতে পারছে না। শুয়োরের মত শক্তিশালী লোকটা। যেকোন মুহূর্তে সামলে নিয়ে জাপ্টে ধরতে পারে ওকে। আর ওই দুই বাহুতে যে কী শক্তি, সেটা একবারেই বুঝে গেছে ডিক। দু'বার লাগবে না।

দু'হাতে মুখ মুছল গার্ট। চোখের সামনে এনে মেলে ধরল। রক্ত দেখে মুখ বিকৃত করে খিস্তি আওড়াল। এরপর আচমকা অন্ধের মত ছুটল প্রতিপক্ষের উদ্দেশে। রাগে ভাল-মন্দ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। একপাশে সরে যেতে যেতে আস্তে করে ডান পা বাড়িয়ে দিল ডিক ল্যাঙ মারার ভঙ্গিতে। দড়াম করে কাটা গাছের মত পড়ল গার্ট। পড়েই বেকুবের মত চেয়ে রইল ডিকের দিকে। গালি দিতে পর্যন্ত ভুলে গেছে।

'ওঠো,' ডিক ডাকল। 'এখনও পুরো হয়নি তোমার শিক্ষা। এমন শিক্ষা দেব যেন সারাজীবন মনে থাকে।'

সজোরে আঁতকে উঠল কেউ। ঘাড় ফেরাল ডিক। ভীড়ের

মধ্যে রোডার সাদা ফ্যাকাসে মুখ দেখতে পেল। আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা গার্টের ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত বীভৎস মুখের দিকে। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ডিককে দেখল। ওর চোখে আগুন দেখতে পেল ডিক। ঘৃণা! দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল মেয়েটা, তারপর ভীড় ঠেলে ছুটে পালাল ওখান থেকে।

তিক্তভাব ফুটল ডিকের মুখে। মেয়েটার মুখের ভাব তার ভাষার চেয়ে কঠিন আর বাঙ্ময়।

আবার উঠে দাঁড়াতে যথেষ্ট সময় নিল গার্ট। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না বেচারা। দু'হাঁটু কাঁপছে থর থর করে। ওকে সুস্থির হবার সময় দিল ডিক।

আবার এগোল ও। কাছে ভিড়ে গেল এবার। বুঝতে পারছে, নড়বড়ে থামের মত অবস্থা এখন শত্রুর। দু'বাহুতে এক বিন্দু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। দু'পাশে ল্যাগব্যাগ করতে থাকা হাতদুটো অনেক কষ্টে কোমর পর্যন্ত তুলল গার্ট। ওকে একেবারে শেষ করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে ডিকের। কিন্তু রোডার চোখের দৃষ্টি মনে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। তবে ব্যাপারটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইল সে। বাঁ হাতে গার্টের মুখে মারল। দু'হাত তুলে ওর ঘুসি থেকে বাঁচতে চাইল গার্ট। এরপর দ্রুত কিছু ঘুসি আর তলপেটে গোটা দুয়েক লাথি চালাল ডিক। তারপর থামল।

শেকড়ছেঁড়া গাছের মত ঢুলতে লাগল গার্ট। আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, তারপর লুটিয়ে পড়ল একপাশে। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে ওর। জ্ঞান হারিয়েছে।

পাঁচ

জনতার দিকে তাকাল ডিক। পড়ি কি মরি পিছু হটল গোল হয়ে ঘিরে থাকা লোকগুলো। ওর চোখে বুনো দৃষ্টি, চিনতে অসুবিধে হয়নি কারও। গার্টের দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। তরুণ সঙ্গীর চোখে খুনে দৃষ্টি, মুঠো পাকানো। সরাসরি চোখ রাখল ছোকরা ডিকের চোখে। পরমুহূর্তে চোখ সরিয়ে নিল সভয়ে। মুখ থেকে খুনে ভাব উধাও হয়ে গেছে নিমেষেই। এবার বয়স্ক সঙ্গীর দিকে চাইল ডিক। নির্বিকার মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও।

ওর শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে, বসে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। গার্টের শক্তিশালী হাতের ঘুসিগুলো আস্তে আস্তে জানান দিতে শুরু করেছে।

মাটিতে গোড়ালি চেপে চেপে দু'পা হাঁটল ও। কাঁপুনি বন্ধ করতে চাইছে। পেছন ফিরল ফের, গার্টের তরুণ সঙ্গীকে দেখল ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে। ওর মাথা ধরে নাড়া দিল ছেলেটা, নাম ধরে ডাকল। জবাবে ঘোঁৎ করে উঠল গার্ট, বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়ল। প্রমাদ গুনল ডিক। কামনা করল লোকটা যেন আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। নির্লজ্জ এ-লোককে বিশ্বাস নেই। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার যদি ওর মধ্যে লড়াই করার সাধ চাগিয়ে ওঠে, তা হলে ওকে একেবারে শেষ করে দেয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। ডিক তা চায় না। রোডার চোখ জুড়ে আতঙ্ক

আর ঘৃণা ওর ভাল লাগেনি। সে সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে, তবু কেউ যদি আগ বাড়িয়ে সন্ত্রাস করতে আসে, তা হলে ছেড়ে কথা কয় না। কওয়া উচিতও নয়।

সে এখানে এসেছে এমন একটা কাজ নিয়ে যা ওকে করতেই হবে। একটা লোক ওর ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি আর মর্যাদার ওপর আঘাত হানল আর ও চুপচাপ সেটা সয়ে গেল—এটা কোন কাজের কথা নয়। ওই লোকের সাথে তার কোন শত্রুতা ছিল না, তবু লোকটা তার অনিষ্ট করেছে, তাকে অবমূল্যায়ন করেছে। ওকে যদি সেটার জবাব দেয়া না-যায় তা হলে সেটা হবে স্রেফ কাপুরুষতা। আর কাপুরুষের কোথাও কিছু পাওয়ার নেই।

নিজে অর্জনের চেষ্টা না-করে অন্যের জিনিস পেতে চাওয়ার মধ্যেও এমন কোন পৌরুষ নেই। ওটা বর্বরদের কাজ। কিন্তু সভ্য দুনিয়ায় বাস করেও যার মধ্যে এমন নীচ প্রবৃত্তি থাকে, উচিত হবে তার সে-প্রবৃত্তি ধ্বংস করে দেয়া। নইলে ওই লোক বারবার তা করতে চাইবে। তাকে তা করতে দেয়া মানে পরোক্ষভাবে তাতে সহায়তা করা। ডিক তা দিতে চায় না—এবং চায় না বলেই ভাই রেমির বারবার বারণ সত্ত্বেও হ্যারি ডেজার্টের পিছু ছাড়েনি।

কিন্তু সেটা আর এখানে এ-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে গার্ট নামের লোকটার গায়ে স্রেফ ষাঁড়ের মত শক্তি আর মাথাভরা গোবর। ওকে শায়েস্তা করার জন্যে শুধু উত্তমমধ্যমই যথেষ্ট। হয়তো এতেই তার স্বভাবের বদল ঘটতে পারে। সুতরাং একদম মেরে না-ফেলে একটা সুযোগ ওকে দেয়া উচিত। সবচে' বড় কথা, লোকটা এ পর্যন্ত শক্ত কোন প্রতিপক্ষ পায়নি বলেই ওর পাগলামি বেড়ে গেছে দিনকে দিন। ডিক আশা করছে, এরপর হয়তো লোকটা এরকম কিছু করার আগে দু'বার চিন্তা করবে।

হাঁটতে হাঁটতে শেডের কাছাকাছি ঘোড়ার ট্রাফের কাছে গেল ও। থামল। ঘাড় ফিরিয়ে জনাকয়েক লোককে দেখল ওর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। কৌতূহলীচোখে দেখছে ওকে। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর, কঠিন চোখে চাইল ওদের দিকে। পিছু হটল লোকগুলো, গতিক সুবিধের নয়।

নিজের শার্টের দিকে নজর গেল ওর। সামনের দিকটা রক্তে ভেজা। ওর আর গার্টের রক্ত। ছিঁড়ে গেছে শার্টটা এপাশ ওপাশ। খুলে ফেলল ও শার্টটা। বিতৃষ্ণা বোধ করছে।

ট্রাফের ওপর ঝুঁকে মুখে পানির ঝাপটা মারতে লাগল ডিক। ঠাণ্ডা পানি, মুখের কাটাছেঁড়ায় লাগতে জ্বলুনি শুরু হলো। পাত্তা দিল না সে। ঝাপটার পর ঝাপটা মারতে লাগল। একসময় কমে এল জ্বলুনি, স্বস্তির পরশ পেল। মাথা তুলল ও, সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা পানি শুধু শরীর নয়, মনটাকেও চাঙা করে তুলেছে ওর।

জামাটা জলে ভেজাল ডিক, গা মুছবে।

'কাজটা আমি করে দিলে আপত্তি আছে?' আচমকা মেয়েলী গলা শুনে ঘাড় ফেরাল। ভুরু কুঁচকাল মেয়েটাকে দেখে। সবাই চলে গেলেও এ-মেয়ে যায়নি তা হলে!

ওর বিরক্তিকে পাত্তা দিল না মেয়েটি। কাছে এসে ওর হাত থেকে ভেজা জামাটি নিয়ে নিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপত্তি করল না ডিক। ও এত-ক্লান্ত যে, কথা বলতেও ইচ্ছে হচ্ছে না।

'ধন্যবাদ,' নিচুস্বরে বলল মেয়েটি।

ধন্যবাদ দেবার কারণটা বুঝতে এক মুহূর্ত লাগল ডিকের। হতাশা বোধ করল। মেয়েটির ধারণা, ওকে বাঁচানোর জন্যেই গার্টের সাথে মারপিট করেছে সে। ব্যাপারটা সেরকম মনে হলেও তা কিন্তু নয়। তবে মেয়েটিকে দোষ দেয়া যায় না। আসল ঘটনা সে জানে না। ডিক একবার ভাবল, ব্যাপারটা খুলে বলে। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টাল, তার দরকার নেই।

নরম হাতে সাবলীল ভঙ্গিতে ভেজা জামা দিয়ে ওর গা মুছতে শুরু করল মেয়েটি। একটু পর মৃদুস্বরে বলল, 'চমৎকার স্বাস্থ্য তো তোমার! সুন্দর।'

হাসল ডিক; ক্লান্ত, পর্যুদস্ত হাসি। মেয়েটার প্রশংসা স্রেফ প্রশংসাই। ভাল লাগল ওর।

কিন্তু মেয়েটির সম্ভবত ভাল লাগল না ওর হাসি। বেজার মুখে বলল, 'আমার দিকে চেয়ে ওভাবে হেসো না। তুমি আজ আমার জন্যে যা করেছ, তা আমার প্রাপ্য ছিল না। কারণ ফলসমে সে-রাতে আমি তোমার সাথে যা করেছি, সে হিসেবে তো নয়ই।'

'মেয়েটা ভাল,' মনে মনে ভাবল ডিক, 'অন্তত ওর যে-অবস্থান কিংবা পরিচয়, সে তুলনায়।'

'আমি সে জন্যে হাসিনি। কেন, একজন মানুষ যদি কারও ওপর খুশি হয়, হাসে না?'

ওর চোখে চোখ রাখল মেয়েটি। 'অবশ্যই।' গা মোছা শেষ করে ভেজা শার্টটা একপাশে রাখল। 'তোমার আর শার্ট নেই?'

'আছে। শেডের ভেতর আমার বেডরোলের মধ্যে।' বেডরোলটা শেডের ভেতর ঠিক কোথায় বলে দিল ডিক।

একটু পরে শার্ট নিয়ে এল মেয়েটি। 'একটাই শার্ট ছিল। এটাই তো, তাই না?'

ডিক মাথা নাড়তে বোতাম খুলে ওকে শার্ট পরায় সাহায্য করল। পরে বোতামগুলো লাগাতে লাগাতে বলল, 'আমি মার্থা। ভার্জিনিয়া সিটিতে যাচ্ছ তো? ওখানে নিশ্চয় আমাদের আবার দেখা হবে।'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' অস্বস্তিভরে বলল ডিক। নীচের শেষ বোতামটার ঘরে মার্থার হাত পড়ামাত্র আস্তে করে ঠেলে দিল ওর হাত। 'এটা আমি পারব। ধন্যবাদ।' ওর দিকে পেছন ফিরে প্যান্টের বেল্ট খুলল। শার্ট ইন করল। পেছনে ওর পিঠে চোখ বুলাতে বুলাতে হাসল মেয়েটি।

মেয়েটি আকর্ষণীয়া। একজন নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত মানুষের জন্যে তো অবশ্যই। কিন্তু জোর করে ওর চিন্তা মন থেকে দূর করে দিল ডিক। শুকনো মুখে ধন্যবাদ দিল মেয়েটিকে এবং আরও কিছু বলা উচিত কি না ভাবতে গিয়ে ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে সামনে তাকাল, বোবা হয়ে গেল সাথে সাথে, ক্ষণিকের জন্যে।

রোডা দাঁড়িয়ে আছে বিল্ডিংয়ের কোনায়। তাকিয়ে আছে সরাসরি ওদের দিকে। ওর চোখে আগের সেই আতঙ্ক কিংবা ঘৃণার ভাব নেই, তার জায়গা দখল করেছে শীতল নির্লিপ্ত কিন্তু বিরূপ একটা ভাব।

কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে ও ওখানে? কী দেখেছে? কীভাবে নেবে সে ব্যাপারটাকে? প্রশ্নগুলো এক সাথে উদিত হলো ডিকের মনে। পরক্ষণেই কাঁধ ঝাঁকাল। ধুৎ, কী আঁসে যায় তাতে! ও অন্যায় কিছু করেনি। মার্থাও না।

ওকে চুপ হয়ে যেতে দেখে ঘাড় ফেরাল মার্থা। রোডাকে দেখল।

সবজান্তার ভাব ফুটল ওর চোখে। মাথা দোলাল ওপর-নীচ। মৃদুস্বরে বলল, 'আচ্ছা।'

অনেক অর্থই হতে পারে এই 'আচ্ছা'র, ভাবল ডিক।

ঘুরে পেছন ফিরে বিল্ডিংয়ের আড়ালে চলে গেল রোডা। মার্থা ফিরল ডিকের দিকে। আগের চেয়ে কাছে ভিড়ে ওর হলুদ চুলে বিলি কেটে দিল। 'তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু আমি জানি চাইলে হলুদ চুলকেও লাল করে ফেলা যায়। লাল চুলের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা মানুষকে টানে।'

ডিকের চোখে রাগের চিহ্ন ফুটতে দেখে দুষ্টু হাসি হাসল। 'মনে রেখো, ভার্জিনিয়া সিটিতে ফের দেখা হচ্ছে আমাদের।' হাত নাড়ার ভঙ্গি করল ও, তারপর চলে গেল ওখান থেকে।

তিক্ত হাসি হাসল ডিক। নারীর কাছে প্রিয় হতে পারলে সব পুরুষেরই ভাল লাগে। ওর প্রতি মার্থার অনুরাগ বুঝতে পারছে ও। তা ছাড়া এতক্ষণ মেয়েটা ওর গা মুছে দেয়ার সময় ওর প্রতিটা স্পর্শ উপভোগ করেছে ও।

পকেট থেকে মেকিংস বের করে সিগারেট বানাল সে। অগ্নিসংযোগ করে টানতে শুরু করল। মুখের ক্ষতগুলোয় ধোঁয়া লাগতে জ্বলতে শুরু করল। তবে সিগারেটটা ভাল লাগছে ওর। উবু হয়ে বসে অন্ধকারে তাকিয়ে ধূমপান করতে লাগল ও।

চিন্তায় এত মগ্ন ছিল ডিক কানের একদম পাশে লোকটার গলা না-শোনা পর্যন্ত ওর উপস্থিতি টেরই পায়নি। 'গার্টকে কেউ এভাবে শায়েস্তা করতে পারবে কখনও ভাবিনি।'

সামান্য চমকে ওঠা ভাবটুকু সময়মত গোপন করল ডিক। বক্তার দিকে তাকাল। চিনতে পারল গার্টের সে বয়স্ক সঙ্গীকে।

'এ-শিক্ষাটা খুব দরকার ছিল ওর জন্যে।' ডিকের সিগারেটের আলোয় প্রতিফলিত হলো ওর মুখ। লোকটার চোখে বন্ধুত্বের আভাস। 'আমি জাইলস ম্যাককয়।' ডিকের পাশে বসল। 'স্টেজ ড্রাইভার। গার্টের বন্ধু নই। শক্তির বড়াই করে এমন লোককে দুচোখে দেখতে পারি না। তবে তরুণদের কেউ কেউ ওর অসম্ভব ভক্ত। বিশ্বাসই করে না ওকে কেউ পেটাতে পারে। আমিও ভাবতাম।' হাসল সে। 'বিখ্যাত হয়ে গেছ তুমি। আজকের রাতের ঘটনা অনেকেই শুনবে। অনেকেই মনে রাখবে।'

'হ্যা,' মনে মনে বলল ডিক। 'সাথে একটা মেয়েকেও, যার সাথে ঘটনার কোন সম্পর্কই নেই।'

স্টেজ ড্রাইভারের আবেগের ধারে কাছেও গেল না ডিক। কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'একটা মেয়ের বাগিকে পাশ কাটাতে

গিয়ে ধাক্কা মেরে রাস্তা থেকে ফেলে দিয়েছিল গার্ট। ওকে সাহায্য করার জন্যে একটু থামারও দরকার মনে করেনি।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাককয়। 'এটাই ওর স্বভাব। অনেকদিন ধরে শাস্তিটা পাওনা ছিল ওর। সবকিছুতে নিজেকে সেরা ভাবতে পছন্দ করে। ড্রাইভিংয়ে সবার আগে থাকতে চায়। ওর পাশে যারা থাকে, ওর ধারণা, ও সবার চেয়ে সেরা। ওর সাথে তোমার আবার দেখা হবে মিস্টার...ইয়ে...মানে...'

নিজের নাম বলল ডিক।

'হ্যাঁ, যদি তুমি ভার্জিনিয়া সিটিতে থাকো।' চতুর হাসি দেখা গেল স্টেজ ড্রাইভারের মুখে। 'মারপিটের সময় খেয়াল করেছি মেয়েটিকে। সারাক্ষণ দাঁড়িয়েছিল কঠিনমুখে। ওই সে মেয়ে নাকি যাকে রাস্তা থেকে ফেলে দেয়া হয়েছিল?'

জবাব দিল না ডিক, তবে ওর মুখ দেখে নিজের প্রশ্নের জবাব অনুমান করে নিল ম্যাককয়। 'মারপিটটাকে ভালভাবে নেয়নি মেয়েটা। আমি লক্ষ করেছি। তোমার জন্যে অবশ্যই দুঃখজনক। ভুল বুঝেছে মেয়েটা।'

চুপ করে রইল ডিক। এ ব্যাপারে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ওর। ম্যাককয় হাসল আবার। 'দুজন পুরুষের লড়াই কী রকম ভয়াবহ এ-মেয়ে সম্ভবত আর কখনও দেখেনি। ওর কাছে নিষ্ঠুরতা মনে হয়েছে ব্যাপারটাকে।'

'আমার কিছু যায় আসে না,' ঘোঁৎ করে উঠল ডিক।

আবার নিঃশব্দে হাসল ম্যাককয়। ডিক খেয়াল করল তা।

'এ-রাস্তা দিয়ে শত শত গাড়ি আসে যায়,' শুরু করল স্টেজ চালক। 'সবাই ছুটছে ভার্জিনিয়া সিটিতে রূপার আশায়।' থামল। তবে ডিকের ধারণা, ওর কথা শেষ হয়নি। 'তোমাকে কিন্তু সে রকম মনে হচ্ছে না।' শেষ করল সে।

'আমি সে-আশায় যাচ্ছি না, তাই,' স্পষ্ট স্বরে বলল ডিক। ক্ষিধেয় পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল ওর। উঠে দাঁড়াল।

'আমার সাথে খাবে?'

মাথা নাড়ল ম্যাককয়। 'আগেই সেরে ফেলেছি।' উঠে নিজের প্যান্ট থেকে বালি ঝাড়ল। 'গার্টের দিকে একটা চোখ রেখো। ও এটা ভুলবে না।'

পা বাড়াতে গিয়ে থামল ডিক। রিংবুলরা কোথায় জানে না সে। ওদের সাথে ট্রিপের বাকি সময়টা থাকার ইচ্ছেও ওর নেই। তাই বলে ওদের একা ফেলে চলে যাওয়াটাও সম্ভব নয়। ম্যাককয়কে এখান থেকে ভার্জিনিয়া সিটি পর্যন্ত দুজনের ভাড়া কত জিজ্ঞেস করল। ম্যাককয় জানাতেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকাটা বের করল। 'ওই মেয়ে তার বাবার সাথে আছে। টাকাটা রিংবুলকে দিও।'

ম্যাককয়ের কপালে ভাঁজ পড়ল, তবে কোনরূপ মন্তব্য না করে টাকাটা নিল।

কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল ডিক। অস্পষ্টভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে নড করল স্টেজচালককে। তারপর চলে গেল। যত তাড়াতাড়ি রোডা রিংবুলকে ভোলা যায়, ততই ওর জন্যে মঙ্গল, ভাবল সে।

মুখে তোলারও অযোগ্য বীনস দিয়ে সাপারের নামে পেট ভরাতে লাগল ডিক। আশেপাশের লোকদের কৌতূহলী ও সমীহপূর্ণ দৃষ্টি অনুভব করছে নিজের ওপর। ম্যাককয় ভুল বলেনি। এক ঘণ্টা আগেও এখানে কেউ ওকে চিনত না। আর এখন ও রীতিমত বিখ্যাত। মনে মনে হাসল সে, তিক্ত হাসি।

ছয়

খুব সকালে, সূর্য ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে, ঘুম ভাঙল ডিকের। মুখ ধুয়ে স্যাডল চাপাল ঘোড়ার পিঠে। সারারাত বিশ্রাম আর দানাপানি পেয়ে ঝরঝরে হয়ে উঠেছে ওটা। গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে কথা বলল ডিক, 'চল রে ব্যাটা, সবার আগে ভাগি আমরা।'

ঘোঁৎ করে উঠে কান ঝাড়া দিল ঘোড়াটা। বুঝিয়ে দিল, এ প্রস্তাবে ওর আপত্তি নেই।

স্যাডলে চড়ে শেষবারের মত স্টেশনের দিকে তাকাল ডিক। দরজা বন্ধ, সে ছাড়া আর কেউ এখনও ওঠেনি ঘুম থেকে। ভোরে ভোরে স্টেশন ছাড়তে গিয়ে ব্রেকফাস্টের মায়া ত্যাগ করতে হলো ওকে। তবে গত রাতের বীনসের জঘন্য স্বাদের কথা মনে হতেই খালি পেটে পেরিয়ে যাবার শোক ভুলতে দেরি হলো না।

সামনের রাস্তা ঢালু, একেবারে আমেরিকান রিভার ক্রসিং পর্যন্ত। এ-পথে সে আগে কখনও আসেনি। তবে এদিকের গল্প শুনেছে প্রচুর। সামনে লেক ট্যাহো'য় পৌঁছালে আরেকটা স্টেশন গ্লেনব্রুক। ওখান থেকে আরও সামনে গেলে কারসন সিটি। কারসন সিটি থেকে আরও এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে গেলে ভার্জিনিয়া সিটি।

সকাল সকাল যাত্রা করায় কোন স্টেজই নাগাল পাবে না ওর। ওর পেটের ভেতর ছুঁচোর কেত্তন, কারসন সিটির ওপর

দিয়ে যাবার সময় সবে মাত্র উনুন থেকে নামানো নাস্তার গন্ধে চনমন করে উঠল ভেতরটা। পাত্তা দিল না ডিক। কারসন সিটি পেয়ে ফেলে গেল। ওর উদ্দেশ্য, ভার্জিনিয়া সিটিতে পৌঁছে একবারে ভাইয়ের সাথে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবে।

পথের শেষ অংশটা বুড়ো ঘোড়াটাকে প্রায় ঠেলে ঠেলে নিতে হলো ওকে। ওরা যখন শহরে পৌঁছল, ঘোড়াটার তখন কেবল শুয়ে পড়াই বাকি।

ভীড়ে গমগম করছে ভার্জিনিয়া সিটি। পথচারী, ঘোড়সওয়ার আর ওয়্যাগন যেন উপচে পড়ছে রাস্তায়। আস্তে আস্তে যাচ্ছে ডিক, শহরটাকে দেখে নিচ্ছে ভাল করে। সেলুনগুলোর সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেতরের দিকে তাকাচ্ছে। তিলধারণের ঠাঁই বলতে নেই, তবু দরজার কাছে মানুষের ভীড়, ঠেলাঠেলি। কে কাকে ডিঙিয়ে ঢুকবে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। রেস্তোরাঁ আর হোটেলগুলোতে সে একই অবস্থা। সারি সারি পোশাকের দোকান, জানালায় প্ল্যাকার্ড সাজিয়ে তাতে লেখা আছে কাপড়ের বর্ণনা, গুণাগুণ আর দাম। দাম দেখে চোখ কপালে উঠল ওর। ও যেখান থেকে এসেছে, সেখানে এই একই রকম পোশাক এর অর্ধেক দামেও বিকোয় না। বড় শহর, ভাবল ও, চাহিদা বেশি, কিন্তু সরবরাহ সে অনুপাতে কম; তাই দাম বেশি।

ওয়েলস ফারগো স্টেশনে গেল ডিক। পুরো প্লাটফর্মে বিভিন্ন জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি, ভার্জিনিয়া থেকে চালান হবার অপেক্ষায়। একটা শহর কতটা সমৃদ্ধ, তা বোঝার জন্যে সেখান থেকে কী কী মালপত্র বাইরে চালান করা হয়, তা দেখলেই যথেষ্ট। ওয়েলস ফারগো স্টেশনের ব্যস্ততা দেখে বোঝা যাচ্ছে ভার্জিনিয়া সিটির বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে।

সামনে একটা লিভ্যারি স্ট্যাবল দেখে ওদিকে এগোল ডিক। ঘোড়াটাকে ওটার জিম্মায় রাখবে। ঘোড়ার পিঠে

বেড়ানোর চেয়ে মনে হচ্ছে, পায়ে হেঁটেই শহরটাকে আরও ভাল করে দেখা যাবে।

গাল থেকে একদলা থুতু ফেলল আস্তাবল রক্ষক। 'কদ্দিন থাকছ?'

ভার্জিনিয়া সিটিতে থাকতে আসেনি ডিক। এখানে কতদিন থাকবে সেটা নির্ভর করছে কতগুলো ব্যাপারের ওপর। প্রথমত, রেমি যে-খবরটা পাঠিয়েছে, সেটা সঠিক নাকি ভুল। ভুল খবর হলে এখানে তার একদিনও থাকার দরকার নেই। আর খবরটা যদি হয় সঠিক, তা হলে ব্যাপারটা সে যতদিন শেষ করতে না পারবে, ততদিন থাকতে হবে। এরপর আছে টাকা-পয়সার ব্যাপার। যে-টাকা ডিক সাথে নিয়ে এসেছে, তা ফুরিয়ে যাবার আগেই তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। সুতরাং আস্তাবল রক্ষকের প্রশ্নের জবাবে সে স্রেফ মাথা নাড়ল। 'জানি না।'

আস্তাবল রক্ষক হাসল। 'এ-দেশটার মাথা মুণ্ডু কিছুই আগেভাগে বলা যায় না। এখানে কেউ হয়তো এক সপ্তাহ থাকে, কেউ এক মাস থাকে, আবার কেউ আছে আর কখনও কোথাও যায় না এখান থেকে।'

হাসল ডিক নিজেও। 'এদের মধ্যে আমি কোন শ্রেণীতে পড়ব, বলতে পারব না।...আচ্ছা, আমার বেডরোলটা ভেতরে রেখে যেতে পারি? পরে নিয়ে যাব?' আস্তাবল রক্ষককে সম্মতি জানাতে দেখে ঘোড়ার রশি ওর হাতে দিল। 'ওকে ভাল করে দানাপানি খাওয়াও। ওটা ওর পাওনা হয়েছে।'

আস্তাবলের প্রশস্ত দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামল ডিক।

রাস্তায় চলছে চমৎকার দামী প্যান্ট আর ধবধবে লিনেনের শার্ট পরা ভদ্রলোক, তারপাশে যাচ্ছে লাল-নীল ফ্লানেলের সস্তা শার্ট প্যান্ট পরা খেটে খাওয়া জনতা। তাদের কাদায় মাখা বুট

আর রুক্ষ কর্কশ হাত, মুখের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে। এদের মধ্যে দু'একজন আদিবাসী অভুক্ত, অর্ধভুক্ত রেড ইন্ডিয়ান, পিঠে বিশাল লাকড়ির বোঝা নিয়ে নীরবে হাঁটছে।

শহরটাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে পাহাড়শ্রেণী। পাহাড়ের ঢালগুলোতে এখনও তুষারপাতের ছাপ। এখানে ওখানে সবখানে মানুষের খোঁড়া গর্ত। রূপা পাবার আশায় খোঁড়া এসব গর্তের অধিকাংশ হতাশ করেছে মানুষকে। কেউ কেউ অবশ্য ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছে। দশজনের মধ্যে দুজনের সাফল্য পিঁপড়ের মত টেনে এনেছে আরও বিশজনকে।

টনকে টন আকরিক জমা করা হয়েছে শহরে। আরও আসছে ওয়্যাগনে করে। অসংখ্য দোকানপাটের মধ্যে তিন-চারটে অ্যাসে অফিসও আছে। বসে গেছে তাঁবু খাটিয়ে। একটা তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ডিক। দাড়িঅলা এক লোক বসে আছে ভেতরে, সামনে ছোট্ট একটা হাপর, আধা ডজন ধাতু গলানোর পাত্র, একটা হাতুড়ি আর এক বোতল অ্যাসিড নিয়ে। শীর্ণকায় বুড়ো, কৃশমুখ আর জুলজুলে চাউনি দেখে বোঝা যায়, সময়ে অসময়ে অনাহারে-অর্ধাহারেও কাটাতে হয় বেচারাকে।

ডিককে ঘুর ঘুর করতে দেখে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল বুড়ো। সম্ভাব্য খদ্দের ভেবে হাসল পরিচিতের ভঙ্গিতে। কাছে এসে ওর একটা বাহু আঁকড়ে ধরল শীর্ণ হাতে। 'বিশ ফুট জায়গা আছে, প্রতি ফুট এক ডলার করে বিশ ডলার। তেমন হলে দু'ডলার কম-বেশিও হতে পারে। গ্যারান্টি দিচ্ছি, এক ফুটেই হাজার ডলার কামাতে পারবে তুমি।'

বুড়ো অ্যাসেয়ারের শীর্ণ আঙুলের থাবা থেকে অতিকষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ডিক। 'ফ্রেন্ড,' উপহাসের হাসি হাসল, 'দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা আমার চেয়ে তোমারই বেশি দরকার।'

ওর দিকে আর একবারও না-তাকিয়ে ভাটি রাস্তা ধরে হাঁটতে

শুরু করল ও। জানে, পেছনে বুড়ো অ্যাসেয়ারের আগুন দৃষ্টি ভস্ম করে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে ওকে। মনে মনে হাসল ডিক। সারাক্ষণ তীর্থের কাকের মত বসে আছে এর মত আরও অনেকে। সরল সোজা কাউকে পেলেই মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে গছিয়ে দেবে *প্রতিফুটে হাজার ডলার* লাভের লোভ দেখিয়ে।

রাস্তার ক্রসিংয়ে এসে থামল ও, তাকাল চারদিকে। রেমি চিঠিতে নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা দেয়নি। এখন কোথায় গিয়ে খুঁজবে ওকে? তবে সবচে' সম্ভাব্য জায়গা হচ্ছে হোটেলগুলো। ওর এখন সবার আগে দরকার পেট ভরে খাওয়া। সকাল থেকে কিছুই খায়নি ও।

সামনে, কপালে *রেস্টুরেন্ট* লেখা একটা তাঁবু দেখে ওদিকে এগোল। কয়েক পা যেতেই রান্নার সুবাস এসে নাকে ঝাপটা মারল ওর।

ভেতরে ঢোকার আগে বাইরে মিনিট কয়েক অপেক্ষা করতে হলো। ভীড় একটু পাতলা হতেই ঢুকল। লম্বা চওড়া কাউন্টার তাঁবুর ভেতর। বসার জন্যে টেবিল-চেয়ার নেই। সবাই কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, এখানে সবাই খেতেই এসেছে, আরাম করতে নয়। ভ্যাপসা গরমে কাহিল অবস্থা, ঘামের গন্ধে দম বন্ধ হবার যোগাড়, তার সাথে মিশেছে হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামেচি আর আয়রন স্টোভের শোঁ শোঁ আওয়াজ।

কোনার দিকে একটা জায়গা খালি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ডিক। খালি হতেই ওদিকে পা বাড়াল।

'পর্ক, বীনস আর ফ্রায়িড পটেটো,' ওকে দেখে মুখস্থ আওড়াল রাঁধুনি। 'চলবে?'

মাথা ঝাঁকাল ডিক। কালো তোবড়ানো একটা গামলা থেকে প্লেটে করে বীনস তুলে দিল কুক, সাথে আরেকটা প্যান থেকে ফ্রায়িড পটেটো। হাতলবিহীন তোবড়ানো মগে কালো কফি।

নির্বিকার মুখে খাবারটা খেয়ে নিল ডিক। খাওয়া শেষে দেড়টা ডলার কাউন্টারে ছুঁড়ে দিয়ে তাঁবুর ভেতরের দমবন্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় খোলা বাতাসে দম ফেলে বাঁচল সে। আবার হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে দু'পাশে চোখ বুলাচ্ছে। জায়গা খুঁজছে রাতটা কাটানোর জন্যে। কিছুক্ষণ পর সামনে একটা হোটেল দেখতে পেয়ে ঢুকল, বেরিয়ে এল পরক্ষণে। জায়গা খালি নেই। ভাড়া হয়ে গেছে সব রুম। এরপর আরও কয়েকটা হোটেলে গেল ও, কিন্তু সবখানে একই উত্তর পেল।

কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল ওর। রাতটা কোথায় কাটাবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষ হোটেলটা চেক করে যখন বেরিয়ে আসছে, তখন ওখানকার কেরানি যেন দয়া পরবশ হয়ে জানাল, হোটেল প্যালেসে গেলে হয়তো থাকার জায়গা মিললেও মিলতে পারে।

দিনের ব্যবসা শেষ করে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়, বাতি জ্বলছে কেবল সেলুনগুলোতে। বিরক্ত মুখে ফের রাস্তায় নামল ডিক। আজ রাতের জন্যে থাকার জায়গা পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

প্যালেস বারটাকে রাস্তার অপরপাশে দেখতে পেল ও। পুরনো ভাঙাচোরা একটা ঘর। *প্যালেস* নামের শেষ তিনটা অক্ষর বিলুপ্ত হয়ে *প্যাল* হয়ে গেছে অনেক আগে। একদিকের একটা জানালা আবার ভাঙাও।

কাছে যেতেই হৈ চৈ আর হাসির হুল্লোড় কানে এল ওর। মাঝে মধ্যে পিয়ানোর টুংটাং। সে-শব্দ ছাপিয়ে নারীকণ্ঠের অশ্লীল হাসির আওয়াজও শোনা গেল। ভুল জায়গা দেখিয়ে দিয়েছে কেরানি, ভাবল ও, এটা আসলে শুঁড়িখানা, ঘুমোনোর জায়গা নয়।

তবু ভেতরে ঢুকে বারটেন্ডারকে ঘরের কথা জিজ্ঞেস করল ডিক।

মাথা ঝাঁকাল বারটেন্ডার। 'দেরি করে ফেলেছ, মিস্টার,' বলল সে। পেছনে মাথা হেলাল। 'তবে ওদের সাথে হয়তো ঠেসে ঠুসে শুতে পারবে।' মুখে সহানুভূতির ভাব ফুটিয়ে তুলল। 'এ-শহরে শোবার জায়গার বড় অভাব।'

বারটেন্ডারের সাথে পেছনের রূমে ঢুকে গা গুলিয়ে উঠল ডিকের। গোটা বিশেক লোক শুয়ে আছে ঘরটায়, যদি তাকে শোয়া বলা যায়। কার মাথা কার পেটের ওপর আর কার পা কার ঘাড়ের ওপর, দিশা করে উঠতে পারল না ও। ওর ভাব দেখে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল বারটেন্ডার। চোয়াল ঘষল। 'একটা জায়গা অবশ্য পেতে পার। এরচে' কিছুটা ভদ্রস্থ বলা যাবে। তবে তিন ডলার দিতে হবে তার জন্যে।' দূরে কোনার দিককার দেয়াল ঘেঁষা একটা জায়গা দেখিয়ে দিল ও। কাঁধ ঝাঁকাল। যেন বুঝিয়ে দিল, ওই জায়গাটা যদি পছন্দ না হয়, তা হলে বিদেয় হলে খুশি হবে।

ওকে খুশি করা সম্ভব হলো না ডিকের পক্ষে। জায়গাটা দেয়াল ঘেঁষা, মোটামুটি আলাদাও। তবে পুরো ঘরের বিশ-পঁচিশ জন লোকের সম্মিলিত নাক ডাকার আওয়াজ দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওর ঘুমের যে বারোটা বাজিয়ে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ রইল না।

তবু রাজি হয়ে গেল ও। সারারাত বাইরে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে চার দেয়ালের ভেতর জেগে বসে থাকাও ভাল। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। রেমি, রোডা আর তার বাবার কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

সাত

নিজের অফিসে বসে আছে পেগি গ্যাডিস। কিছুটা অস্থির দেখাচ্ছে ওকে, চিন্তিতও। আজ বিকেলেই কেলি এইসের কাজ সেরে চলে আসার কথা। আসেনি। হতচ্ছাড়াটা গেছে কোথায় কে জানে? নাকি সব ভণ্ডুল করে বসে আছে? তা হলে তো মহা সমস্যা। কী করবে ও এখন?

'ধ্যাত্তেরি! বেশি উদ্ভট চিন্তা করি আমি!' নিজেকে বকুনি লাগাল সে। 'সব কিছুতেই অস্থিরতা আর তাড়াহুড়ো। কেন মৃত লোকটা কি নির্দিষ্ট করে বলেছে যে, ডিক এখুনি আসবে? সে এক সপ্তাহের মধ্যেও আসতে পারে, আবার এক সপ্তাহ পরেও।

কেলি হয়তো ফলসমেই অপেক্ষা করছে ডিক রিফেলের জন্যে। যে-কাজে ওকে পাঠানো হয়েছে, সেটা শেষ না-করে শুধু শুধু ভার্জিনিয়া সিটি ফিরে আসবে কেন? ব্যাপারটা আসলে ওই রকমই হবে। সুতরাং আগে থেকে উল্টোপাল্টা চিন্তা করে মাথা গরম করার কী দরকার?

চেয়ার ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। নীচে ভার্জিনিয়া সিটির প্রধান রাস্তা। পিঁপড়ের সারি বেঁধে চলেছে মানুষজন আর গাড়ি ঘোড়া। আচ্ছা, এদের মধ্যে কি ডিক রিফেলও আছে? এদের মধ্যে কেউ একজন হঠাৎ ওপরের দিকে তাকে দেখে চিনে ফেলে কি চেঁচিয়ে উঠতে পারে?

নিজের হাত দুটোর কাঁপন অনুভব করতেই সচেতন হলো

গ্যাডিস। খিস্তি আউড়ে কাঁপন থামানোর জন্যে দু'হাতে জানালার চিক আঁকড়ে ধরল সজোরে। শক্ত অবলম্বন খুঁজে পেতেই আস্তে আস্তে স্বস্তি ফিরে পেল ও। দু'বছর আগে যে-মানুষটাকে হ্যারি ডেজার্ট নামে সবাই চিনত, সে-মানুষটাকে এখন কি আর কেউ চিনতে পারবে? এক মুখ দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ওর আগের চেহারাটা পুরোটাই হারিয়ে গেছে। আগের সে টান টান হালকা পাতলা শরীরও নেই ওর। এখন ওজন বেড়েছে পঁচিশ পাউন্ড। ভারী শরীর আর ভরা মুখ নিয়ে রীতিমত অভিজাত ভদ্রলোক এখন সে। তার নিজের মাও এখন তাকে চিনতে পারত কিনা সন্দেহ আছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেও তো মেলাতে পারে না দু'বছর আগের হ্যারি ডেজার্টকে বর্তমানের পেগি গ্যাডিসের সাথে। সুতরাং এটা তার অর্থহীন দুশ্চিন্তা। কেউ তাকে চিনতে পারবে না এখন আর।

স্বস্তিতে দু'হাতের মুঠো শিথিল হয়ে এল ওর। দু'বছর আগে শুরু হওয়া দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের অবসান হচ্ছে তা হলে! কিন্তু তাই বলে অসাবধান হওয়া যাবে না। নিজেকে নিজে সতর্ক করল ও। ভীষণ চতুর আর নাছোড়বান্দা ওই লোক। ভাইয়ের মত সরল-সোজা নয়। এদিকের অবস্থা বোঝার জন্যে আগে ভাইকে পাঠিয়েছে। নিজে আসেনি। কে জানে, রেমি ছাড়া আরও কাউকে পাঠিয়েছে কিনা। তারা হয়তো ঘাপটি মেরে আছে। থাকুক, হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠল ও, বিড়বিড় করল, 'ডিক, তোমার ভাইকে খতম করেছি আমি। তোমাকেও করব।'

শব্দগুলো উচ্চারণের সাথে সাথে এতক্ষণের দুশ্চিন্তা কেটে গেল ওর। আত্মবিশ্বাসের ছাপ পড়ল মুখে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। ডিকের ভাই রেমি চিনতে পারেনি ওকে। খুন হওয়ার আগের মুহূর্তেও নিশ্চিত হতে পারেনি পেগি গ্যাডিস আসলে কে। ভাইয়ের কাছে খবর পাঠালেও তা নিশ্চয় অসম্পূর্ণ ছিল। সুতরাং ডিক রিফেল এখানে এলেও ওর ব্যাপারে অন্ধকারেই থেকে

যাবে। গ্যাডিসকে চেনার মত কোন সূত্র পাবে না এখানে।

গ্যাডিস এখন আর ডেজার্ট নয়। সে এখন পরম প্রতাপশালী লোক। খনিমালিক। ব্যবসায়ী। হরেকরকম ব্যবসা আছে ওর। এই সেলুন, ভার্জিনিয়া সিটি থেকে ফলসম পর্যন্ত স্টেজলাইন, হাফডজন খনির মালিকানা। কী নেই এখানে ওর? ওকে আর মাত্র ছটা মাস সময় দাও। পুরো ভার্জিনিয়া সিটি কবজা করে নিতে পারবে ও।

নিজের দামী জামাকাপড় আর চমৎকার বুটজোড়ার ওপর নজর বুলাল গ্যাডিস। এগুলো সবই তার। এসব পাবার জন্যে মাসের পর মাস কখনও আধাপেটা, কখনও না-খেয়ে পর্যন্ত কাটাতে হয়েছে ওকে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়েছে, খাটাতে হয়েছে সব রকম বুদ্ধি আর ছল-চাতুরি। ভ্যাগাবন্ড ডিক রিফেল এর কিছুই কেড়ে নিতে পারবে না ওর কাছ থেকে।

রিফেলের সাথে প্রথম দেখার কথা মনে পড়ল ওর। ওরা দু'জনেই তখন খুব সাধারণ, নগণ্য ব্যক্তিমাত্র। গুরুত্ব বাড়াবে, ডিকের এমন কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েনি ওর। তবে টিনা কিন্তু এ-বিষয়ে ওর সাথে একমত নয়। টিনার ধারণা, মানুষের শারীরিক ও মানসিক সব রকম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই ওর কম-বেশি জ্ঞান রয়েছে।

টিনাকে বিশ্বাস করা যায় না, ও কখন কী ঘটাবে বলা মুশকিল। ডিকেরও জানা আছে তা। টিনা ওকে চাইলে যে কোন সময়ে গ্যাডিসের কাছে নিয়ে আসতে পারে। একটা ভয় সব সময় গ্যাডিসের মনে কাজ করে। সেটা হলো টিনার সাথে রাস্তাঘাটে কোন সময় যদি দেখা হয়ে যায় ডিকের!

সচকিত হয়ে উঠল গ্যাডিস, জানালার দিক থেকে ঘুরে ঘরের ভেতর চোখ বুলাল। টিনাকে কি শহরের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেয়া উচিত? ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবল সে। তারপর মাথা নাড়ল। না, এক্ষুণি হঠাৎ এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার দরকার নেই।

ডিক যদি ফলসমে কেলির চোখ এড়িয়ে এখানে চলেও আসে, তার মানে এই নয় যে, টিনার খোঁজ পাবে। তারচে' টিনাকে বলে দিতে হবে অন্য কোন ব্যবস্থা না-নেয়া পর্যন্ত যেন ঘর থেকে বের না-হয়।

সুতরাং ডিক রিফেলকে ভার্জিনিয়া সিটিতে আসতে দাও। গ্যাডিস এখানে যে রকম প্রভাব-প্রতিপত্তির মধ্যে আছে, তাতে ডিকের মত একজন নিঃসঙ্গ মানুষ তার কি-ইবা করতে পারবে? তবে…একটা ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করছে ও। পিস্তল হাতে ডিক রিফেল ভয়াবহ রকমের চালু।

দরজার দিকে এগোল গ্যাডিস। ঝট করে খুলে ফেলল ওটা। গার্টের এখন ফিরে আসা উচিত। ও হয়তো ফলসমে কেলিকে দেখে থাকতে পারে। ওখানে ঠিক কী ঘটেছে, ওর অবশ্যই জানা উচিত।

হলওয়ের কাছে একটা লোককে পায়চারী করতে দেখে চেঁচিয়ে ডাকল, 'প্যান, গার্ট কোথায় আছে দেখো। তাড়াতাড়ি দেখা করতে বলো আমার সাথে।'

ওর গলায় হয়তো এমন কিছু প্রকাশ পেয়েছে, যা প্যানকে কৌতূহলী করে তুলল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল সে গ্যাডিসের মুখের দিকে।

'আরে যাও না!' খেঁকিয়ে উঠল গ্যাডিস। 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

'এক্ষুণি যাচ্ছি, পেগ,' সংবিৎ ফিরে পেল লোকটা, দ্রুত বেরিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে কপালে হাত দিয়ে বসল গ্যাডিস। ওর মাথা গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে আবার। তবে অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে দেরি হলো না এবার। প্যানের ওপর আস্থা আছে ওর। কাজের লোক প্যান হান্টিং। গার্টও। ওর মুখের হুকুম পাওয়া মাত্র যে কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে তটস্থ হয়ে আছে ওরা। ওদের

সাথে আছে বিশ্বস্ত একদল লোক। ওর হুকুম শোনা মাত্র তামিল করার জন্যে তটস্থ হয়ে উঠবে ওরা। মনিবকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভয় দুটোই করে থাকে ওরা।

চেয়ারে বসে সিগার ধরাল ও। লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া গিলল। নাক আর মুখ দিয়ে একসাথে ছাড়তে লাগল। সিগারটা ভাল লাগছে এখন। শান্তমুখে গার্টের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজা ঠেলে ঢুকল একজন, চোখ তুলে চাইল গ্যাডিস, সাথে সাথে চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর। একি অবস্থা গার্টের? ল্যাংচাচ্ছে, মুখে হাসি নেই, ব্যথায় কুঁচকে আছে কপাল। সারা মুখ ফোলা, এবড়োখেবড়ো। যেন রাস্তায় স্টেজ চাপা পড়ে কোন মতে বেঁচে এসেছে।

কথাটা মনে হতেই ভুরু কুঁচকাল গ্যাডিস। ঠিক তা-ই ঘটেছে। গাধাটার আক্কেল-বুদ্ধি আর জীবনেও হবে না। শুয়োরের মত চালাতে গিয়ে নিশ্চয় স্টেজ উল্টে দিয়েছে, নিজে চাপা পড়েছে তার তলায়। ওকে বিশ্বাস নেই। বেপরোয়া স্টেজ চালানোর জন্যে বহুবার গাল-মন্দ খেয়েছে।

রাগের চোটে জিভ দিয়ে ঠেলে সিগারটা ঠোঁটের কোণায় নিয়ে গেল গ্যাডিস। 'আবার অ্যাক্সিডেন্ট করেছ, না? এবার তোমাকে নির্ঘাত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমি তোমাকে বহুবার বলেছি…'

'স্টেজের কিছু হয়নি,' ঘোঁৎ করে উঠল গার্ট।

দু'চোখ বিস্ফারিত হলো গ্যাডিসের। লোকটা মারপিট করে এসেছে। সে জন্যে এ-অবস্থা? কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? গার্টকে এভাবে পেটাবে, এমন কে আছে এ-তল্লাটে? স্টেশনে অনেকের সাথে ওকে মারপিট করতে দেখেছে ও, কোনদিন মার খেতে দেখেনি। 'কী হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছু না,' আগের চেয়ে একগুঁয়ে শোনাল গার্টের গলা।

অপেক্ষা করল গ্যাডিস। কিন্তু গার্টকে মুখ খুলতে না-দেখে

বিরক্ত হয়ে বাদ দিল প্রসঙ্গটা। ওটা গার্টের সমস্যা, ওর নয়।

'গার্ট,' ডাকল ও। 'ফলসমে কেলিকে দেখেছিলে?'

'না,' ঘোঁৎ করে উঠল গার্ট, চোখদুটো জ্বলে উঠল ওর। 'তুমি আর কখনও ওকে দেখতে পাবে না, গ্যাডিস।'

একটু আগে কাটিয়ে ওঠা ভয় আর দুশ্চিন্তা আবার গ্রাস করল গ্যাডিসকে। 'তা-তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?'

দাঁত দিয়ে ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরল গার্ট। গ্যাডিসকে খবরটা জানাতে ভালই লাগবে ওর। জানে, খবরটা শোনামাত্র গ্যাডিসের মুখের অবস্থা হবে দেখার মত। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কেলিকে দু'চোখে দেখতে পারত না ও নিজেও। অহঙ্কারী ছিল লোকটা। নিজেকে মনিবের কাছের লোক বলে ভাবতে পছন্দ করত। মনিবও তা-ই ভাবত হয়তো।

আবার ঠোঁট কামড়াল ও; আবার। তারপর মুখ খুলল, 'মারা গেছে ও।'

'কী!' গলা কেঁপে গেল গ্যাডিসের।

'বেজন্মাটা ফলসমে কাকে জানি খুন করতে গিয়েছিল। যারা ঘটনাটা দেখেছে তাদের মুখে শুনেছি বিশালদেহী একটা লোকের সাথে ঝগড়া বাধিয়েছিল কেলি। তারপর পিস্তলে হাত দেয়। শুনেছি, লোকটা যখন গুলি করে, তখনও অর্ধেক পিস্তল খাপে রয়ে গিয়েছিল ওর।'

'কে ওই লোক?' দুর্বল স্বরে জানতে চাইল গ্যাডিস।

খিস্তি ওগড়াল গার্ট। 'কুত্তার বাচ্চাটাকে আর কখনও দেখিনি আমি। অন্তত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে।'

'অ।' চুপ করে গেল গ্যাডিস। তা হলে যে-লোক কেলিকে খুন করেছে, সেই একই লোক মেরেছে গার্টকেও। অথচ দু'জনই তারা দক্ষ লোক। গার্ট লোকটার নামটা পর্যন্ত জানার সুযোগ পায়নি। কোন সন্দেহ নেই, এ-লোকই ডিক রিফেল। গার্ট বলেছে, ও স্টেশনে পৌঁছামাত্র মার খেয়েছে। সেটা কি ফলসম

নাকি অন্য কোন স্টেশন? বিড়বিড় করে গাল বকল ও মৃত লোকটার উদ্দেশে। হারামীটা ধরা পড়ার আগে চিঠি পাঠিয়েছিল ডিককে।

'লোকটা দেখতে কী রকম?' জানতে চাইল গ্যাডিস।

একটু ইতস্তত করল গার্ট। তারপর লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে শুরু করল। বলতে বলতে ক্ষোভ ও লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠল ওর। কোন মতে শেষ করে জানতে চাইল উগ্রস্বরে, 'চেন ওকে?'

নিজের হাত দুটোর দিকে চাইল গ্যাডিস। 'এই প্রথম শুনলাম।' মুখ তুলে চাইল গার্টের দিকে। দেখল ওকে। মেরেছে বটে লোকটা। জানে কীভাবে মারতে হয়। এমন মার সম্ভবত গার্ট আর কখনও খায়নি। প্রতিটি ঘুসিই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে ওর মুখে। কৌতুক বোধ করল ও। 'এ পর্যন্ত দেখে এসেছি তুমিই কেবল মেরেছ, গার্ট। উল্টোটা এই প্রথম দেখলাম।'

রাগে লাল হয়ে গেল গার্টের মুখ, চোখ জ্বলে উঠল। 'চুপ করো তো, গ্যাডিস!' ডেস্কের ওপর ঝুঁকল ও। দু'হাত মুঠো পাকানো।

'গার্ট!' ঠাণ্ডা গলায় ডাকল গ্যাডিস।

মুহূর্তে রাগ উবে গেল স্টেজচালকের। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'গার্ট,' আবার ডাকল গ্যাডিস। 'শোনো, মার খাওয়া আর মার দেয়া একই কথা। তোমার চেয়ে দুর্বল যে, সে তোমার হাতে মার খাবে, আর যে তোমার চেয়ে সবল, সে তোমাকে মারবে। এতে গরম হওয়ার কিছু নেই।'

গ্যাডিসের সান্ত্বনায় খুশি হতে পারল না গার্ট। অসন্তুষ্ট মুখে বলল, 'ও কোন অংশেই আমার চেয়ে সেরা নয়। ওকে আমি খুঁজে বের করব। তারপর এমন ধোলাই দেব...' কথা শেষ না করে চোখের সামনে দু'হাত তুলে আনল। কবজি থেকে ওপর দিকে ঘন কেশের জঙ্গল, শক্ত, পেশীবহুল। 'সারা জীবন অনুশোচনা

করে মরতে হবে ওকে দ্বিতীয়বার আমার সামনে পড়ার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল গ্যাডিস, একমত হলো ওর সাথে। 'আমি তোমার সাহসের প্রশংসা করি, গার্ট। তবে, দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, তুমি একটু বোকা আছ। ভাল করে চেয়ে দেখো, লোকটা তোমার কী করেছে। আমার উপদেশ যদি শোনো, তা হলে বলব, ওর সামনেও যেন পড়ো না আর। আমি চাই না, তোমার কিছু একটা হয়ে যাক।'

আত্মসম্মানে ঘা লাগল গার্টের, বুকে টোকা দিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব আমি কী করতে পারি। আজ থেকে খোঁজা শুরু করব ওকে। আমার লোকদের সবাইকে খেপিয়ে তুলব ওর বিরুদ্ধে। ওরাও খুঁজবে ওকে। ওকে কেবল আমার সামনে পড়তে দাও।'

ধৈর্য ধরল গ্যাডিস। 'ও তোমাকে একবার শায়েস্তা করেছে, গার্ট,' নরম স্বরে বলল। মনে মনে খুশি হয়েছে। মাথা গরম লোকটাকে আরেকটু উত্তপ্ত করে দিতে চাইছে। লোকটার মেজাজ ব্লেডের মত ধারাল হয়ে আছে। এটাকে কাজে লাগানোর সময় এখনই। 'পাঁচশো' ডলার বাজি, সামনে পেলে আবারও তোমাকে তা-ই করবে ওই লোক।'

টাকা ভালবাসে গার্ট। পাঁচশো ডলার ওর কাছে অজস্র টাকা। ওদিকে রাগে ওর বেসামাল অবস্থা, অত টাকা বাজি ধরে গ্যাডিসের কী লাভ, তা চিন্তা করার সময় পর্যন্ত নেই। 'ঠিক আছে, বাজিটা নিলাম। ওকে কেবল শায়েস্তাই নয়, একদম খুন করে ফেলব।' গ্যাডিসকে আর একটা কথাও বলার সুযোগ না-দিয়ে ঘুরল সে, বেগে বেরিয়ে গেল দরজা ঠেলে।

গ্যাডিস হাসল, বিড়বিড় করে বলল, 'রিফেল, তুমি ধারণাও করতে পারবে না কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছ।'

সে জানে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও গার্ট ধরতে গেলে আস্ত একটা বুনো শুয়োর, আর রাগলে তো কথাই নেই। মাসখানেক আগে

গার্টকে দেখেছে একটা লোককে স্রেফ পিটিয়ে মেরে ফেলতে। আর এখন যার হাতে ধোলাই খেয়েছে, ওকে সুযোগমত পেলে যে কী করবে, খোদাই মালুম। ওদের প্রথমটা ছিল ন্যায্য লড়াই। গার্ট এবার আর ভুলেও ওপথে যাবে না।' সে রিফেলকে নিকেশ করার জন্যে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। পাওয়ামাত্র সদ্ব্যবহার করবে।

উঠে ঘরের ভেতর হাঁটাহাঁটি করল সে কিছুক্ষণ। এরপর খানিক ইতস্তত করে দেরাজ খুলে পিস্তল বের করল একটা। এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে কোমরে গুঁজল অস্ত্রটা। সাধারণ অবস্থায় ও কখনও পিস্তল ঝোলায় না। পিস্তলের কাজটা ভাড়া করা লোক দিয়ে করিয়ে থাকে। তবে এ-মুহূর্তে শুধু ভাড়াটে লোকের ওপর নির্ভর করার কথা চিন্তা করতে পারছে না। সে জানে, ডিক রিফেল এসে গেছে, আশেপাশেই আছে কোথাও।

সেলুনের জনাকীর্ণ হলরুমের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেল গ্যাডিস। বেরোবে এখন। আশেপাশের লোকদের মৌখিক অভিবাদন আর মাথা ঝুঁকিয়ে নড করাকে উপেক্ষা করে দরজার কাছে চলে গেল।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লুসি। ওকে দেখে হাত বাড়িয়ে থামাবার চেষ্টা করল। ঝাপ্টা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিল গ্যাডিস। 'ধ্যাত্তেরি, দেখতে পাচ্ছ না ব্যস্ত!' চাপা স্বরে ধমক দিল।

রাস্তায় পা রেখে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল ও। বুকের ভেতর জমে ওঠা আলগা অস্বস্তিটাকে বের করে দিতে চাইল।

প্রায় মাঝরাত এখন। রাস্তায় তবু লোকজনের কমতি নেই। ভিড়ে মিশে গিয়ে উত্তর দিকে এগোল গ্যাডিস। সোজা সামনের দিকে চোখ, ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না একবারও। অবশ্য লোভ হচ্ছে সামনে পেছনে এবং দু'পাশের লোকগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে। রাস্তা জুড়ে এত মানুষ! এদের মধ্যে যে কোন একজন হতে পারে ডিক রিফেল। ইচ্ছেটাকে দমন করছে সে।

নেভাদা হাউসের কাছে আসতেই একটা লোক নজর কাড়ল

ওর। লম্বা লোকটা, স্বাস্থ্যবান। সিঁড়িতে পা রেখেছে কেবল। লবির আলোয় ওর মুখ দেখল গ্যাডিস এক ঝলকের জন্যে। ধড়াস করে উঠল ভেতরটা। খোদা! ডিক রিফেল! কোন সন্দেহ নেই।

সিঁড়ির একদম নীচের ধাপে দাঁড়িয়েছে ডিক। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। তাকাচ্ছে চারদিকে। ওর থেকে মাত্র ফুট বিশেক দূরে গ্যাডিস। ওর পাশ দিয়ে যেতে হবে ওকে। কোমরে গোঁজা পিস্তলের কঠিন ধাতব অস্তিত্ব অনুভব করল সে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠল আচমকা। ইচ্ছে হলো আঁকড়ে ধরে ওটা। কিন্তু পরমুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠল। কোমরের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে নিল ডানহাতটা। এখন নয়।

গতি ধীর হয়ে এল ওর। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে হবে। এমন কিছু করা উচিত হবে না, যাতে বিশ ফুট দূরের ওই লোকটার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

যেতে যেতে চকিতে একবার চোখ বুলাল ও ডিকের ওপর। পরক্ষণেই চোখ সরিয়ে নিয়ে নীচের দিকে চেয়ে হাঁটতে লাগল। একটু পরেই চোখের কোণায় দেখতে পেল, ওকে দেখছে ডিক। চিনে ফেলেছে নাকি ওকে বেজন্মাটা? নাকি স্রেফ এমনিই তাকাচ্ছে? ওর ইচ্ছে হলো ব্যাপারটা যাচাই করার জন্যে সরাসরি চোখ তুলে তাকাতে। কিন্তু তার বদলে স্রেফ হেঁটে পার হয়ে গেল ও লম্বা দশাসই চেহারার লোকটাকে।

ব্লকের মুখে না-পৌঁছা পর্যন্ত একবারের জন্যেও ডানে-বাঁয়ে তাকাল না সে। ব্লকের মুখে গিয়ে থামল। তাকাল এদিক ওদিক। ভাব দেখাচ্ছে যেন একজন অলস পথচারী তিন রাস্তার মোড়ে গিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে এবার কোন দিকে যাবে।

ওর হাত কোটের নীচে, পিস্তলের বাঁট ছুঁয়ে আছে। তৈরি সে। অবশ্য আশা করছে, ডিক ওকে চিনতে পারেনি। তবু যদি ওর ক্ষণিকের ইতস্তত ভাব লোকটার সন্দেহ জাগিয়ে তোলে এবং

ওকে অনুসরণ করে, তা হলে আচমকাই করতে হবে কাজটা। এমনকী ওকে অবাক হবার সময়ও দেয়া যাবে না। যেন বুঝতেও না-পারে যার হাতে মারা গেল, লোকটা আসলে কে?

আটকে রাখা নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল গ্যাডিসের বুক থেকে। ডিক রিফেল হাঁটতে শুরু করেছে বিপরীত দিকে। তার মানে খেয়াল করেনি কিংবা হয়তো চিনতেই পারেনি ওকে। ওর দিকে তাকিয়ে রইল গ্যাডিস। রাস্তায় আর সবার মাথা ছাড়িয়ে গেছে ওর মাথা।

স্বস্তিতে বুকের ভেতরটা হালকা হয়ে গেছে ওর। ডিক রিফেল ওকে চিনতে পারেনি। সুতরাং আপাতত চিন্তামুক্ত সে। গতি বাড়াল, এগিয়ে চলল আরও দুই ব্লক পরে একটি বাসার উদ্দেশে।

বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ঢোকার আগে চোখ বুলাল ওটার ওপর। ভার্জিনিয়া সিটির সবচে' চমৎকার বাড়িগুলোর একটি এটা। যতবার বাড়িটার দিকে তাকায়, ততবারই গর্বে বুক ফুলে ওঠে ওর। এটাও তার আরেকটি মূল্যবান সম্পদ, যা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না ডিক রিফেল।

দরজার তালা খুলে ভেতরে পারলারের দিকে পা বাড়াল গ্যাডিস। পারলার পেরিয়ে বেডরুমের দিকে এগোল। আলো জ্বলছে বেডরুমে। দরজার নবে হাত রেখে দাঁড়াল ও, ওর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। দরজা খুললে ভেতরে যাকে দেখবে সে এক রমণী, যে রমণীকে গত দু'বছর ধরে সে নিবিড়ভাবে দেখে আসছে। এই রমণী এখনও ওর রক্তে আগুন আর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেবার শক্তি রাখে। সে জানে, ভেতরে ঢুকে ওকে দেখতে পাবে আয়নার সামনে। নিজের রূপের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন মেয়েটা, এ নিয়ে ওর অহঙ্কারেরও শেষ নেই। ওর অহঙ্কার খারাপ লাগে না গ্যাডিসের, কৌতুক বোধ করে। যাকে সে হাত বাড়ালেই পায়, তার অহঙ্কার বরং ওর কামনায় ইন্ধন যোগায়। ও জানে, রূপসী মেয়েরা অহঙ্কারী হয়। আর রূপ

ধরে রাখার চেষ্টায় ওরা সারাক্ষণই ব্যতিব্যস্ত থাকে।

চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলল গ্যাডিস। যা ভেবেছে, ঠিক তা-ই। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে টিনা, চোখ আয়নায়। দুই কাঁধ খোলা, পাউডার ঘষছে তাতে। সিনেমার মেয়েদের মত পাতলা একখানা র‍্যাপার গায়ে। ফিনফিনে র‍্যাপারের আড়াল থেকে ফুটে বেরোচ্ছে ওর চকচকে সাদা চামড়ার জেল্লা। গ্যাডিস র‍্যাপারটা সানফ্রান্সিসকো থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছে ওর জন্যে হপ্তাখানেক আগে। টিনার র‍্যাপার জড়ানো সুন্দর শরীর ওকে উন্মুখ করে তুলল।

উন্মুক্ত কাঁধের দুদিক থেকে নীচের দিকে নামানো র‍্যাপারখানা। কালো র‍্যাপারের সমান্তরালে মসৃণ চামড়ার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ওর। ঘাড় থেকে সুষম প্রবাহে নেমে আসা কাঁধ, মাঝের অংশ বিশাল চকচকে শোনার পাতের মত নেমে গেছে পিঠের দিকে। পিঠ থেকে কোমর, নিতম্ব...

কক্ষের ভেতর ঢুকল গ্যাডিস, পেছন থেকে চুপি চুপি টিনার ডানদিকে চলে গেল। আয়নার মধ্যে ওর নড়াচড়া দেখল। ওর বুক পুরোটাই খোলা। ওর রক্তে বান ডাকল আবার, বুকের ভেতর জোরাল হলো ধুক পুক শব্দ।

নিজের কাজে মগ্ন হয়ে আছে টিনা। ঘরে যে কেউ একজন ঢুকেছে সে ব্যাপারে যেন খবরই নেই। কিন্তু গ্যাডিস জানে, এসব টিনার ভান।

গ্যাডিস জানে, ওর উপস্থিতির ব্যাপারে মেয়েটা সম্পূর্ণ সচেতন। দরজার নবে চাবি ঢোকানোর আওয়াজও কানে ঢুকেছে ওর এবং সে জন্যে এখন ভাব দেখাচ্ছে যেন কিছুই জানে না। নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরে গেল গ্যাডিসের। টিনার এই ভানটুকু ভালই লাগে ওর। চতুর মেয়েটা জানে, কীভাবে নিজের প্রতি পুরুষের আগ্রহ জিইয়ে রাখতে হয়।

কাছে গিয়ে ওর হাত থেকে পাউডারের পাফটা নিয়ে নিল

গ্যাডিস। 'দাও, আমি লাগিয়ে দিই।'

চমকে উঠল টিনা। 'আরে! কখন এসেছ বুঝতেই পারিনি তো!'

ওর চোখে বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নেই, লক্ষ করল গ্যাডিস। যা আছে তা কেবল খুশি আর উচ্ছ্বাস। ওর শরীরের ওপর ভাগ থেকে র‍্যাপারখানা সরিয়ে কোমরের কাছে নামিয়ে দিল ও। ওর খোলা কাঁধ, পিঠ, গলা আর বুকে পাফ ঘষতে লাগল ধীরে ধীরে সময় নিয়ে। চমৎকার সুগঠিত শরীর, নয়নরঞ্জক আর কামনা-জাগানিয়া, ভাবল গ্যাডিস। ওর হাত অস্থির হয়ে উঠল।

ওর চুলের দিকে চাইল সে। চুলের গোড়ায় সোনালি রঙের ঝিলিক। মুখের কালো তিলটা এখন নেই, তার জায়গায় কেবল ছোট একটু দাগ। ওর আপত্তি সত্ত্বেও ওটা তুলে ফেলেছে গ্যাডিস। সোনালি চুলে কালো রঙ করিয়েছে। তিলছাড়া কালো চুলের টিনাকে কি এখন দেখলে চিনতে পারবে ডিক রিফেল?

তবু ঝুঁকি নিতে রাজি নয় গ্যাডিস। টিনার শরীরী ভঙ্গি আর আচরণ পাল্টানো যায়নি। সেটা সম্ভব নয়। একজন পুরুষকে তার স্ত্রী কিংবা একজন নারীকে তার স্বামী সবচে' বেশি চেনে অভ্যাস-আচরণ সবকিছু মিলিয়ে। টিনার মাথায় প্রত্যাশিত সোনালি চুল আর মুখে কালো তিল না-দেখে ডিক রিফেল আপাতত তাকে চিনতে না পারলেও টিনার শরীরী কোন আচরণ কিংবা ভঙ্গি ওকে স্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। সুতরাং ও যতদিন ভার্জিনিয়া সিটিতে থাকে, ততদিন ঘরের বাইরে যাওয়া চলবে না টিনার।

'বব ঘুমিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল টিনা, 'হুঁ।'

ববের ব্যাপারে মিশ্র অনুভূতি রয়েছে গ্যাডিসের মনে। ছেলেটার প্রতি মায়া রয়েছে ওর। টিনাকে পছন্দ করে বলেই হয়তো এই মায়া। কিন্তু রিফেলের কথা মনে হলেই বিতৃষ্ণা বোধ করে। ছেলেটাকে হয়তো অনেক আগেই ঝেড়ে ফেলত ও, কিন্তু

টিনার জন্যে পেরে ওঠে না। মেয়ে মানুষের মন। স্বামীর সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে এসেছে, কিন্তু ওর ছেলেকে নিয়ে এসেছে। অদ্ভুত!

উজ্জ্বল, প্রত্যাশী চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে টিনা। গাঢ় স্বরে ও ডাকল, 'টিনা।'

ওর ঠোঁট দুটো পুরুষ্টু, রক্তাভ; গভীর টানা দুচোখ, স্নিগ্ধ কমনীয় দৃষ্টি। যে কোন পুরুষই দেখামাত্র আগ্রহী হয়ে উঠবে।

চমৎকার দশ আঙুল দিয়ে ওর ঘাড় আর কাঁধ খামচে ধরল টিনা। আঙুলগুলো আরও চঞ্চল, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ওর চামড়া ভেদ করে ঢুকে যেতে চাইছে গভীরে।

দু'বাহু দিয়ে ওর চমৎকার সুগঠিত শরীর আঁকড়ে ধরল গ্যাডিস, আলিঙ্গনে পিষ্ট করতে শুরু করল। সশব্দে চুমু খেতে লাগল নগ্ন কাঁধ, ঘাড়, পিঠ আর বুকে। পরস্পরের প্রতি তীব্র জৈবিক আকর্ষণে আবদ্ধ ওরা; জান্তব, সুস্পষ্ট এবং স্থূল।

চুম্বনে বিরতি দিয়ে মুখ তুলে ওকে দেখল গ্যাডিস। আবেশে দু'চোখ বন্ধ মেয়েটার, দু'ঠোঁট সামান্য ফাঁক। চুম্বনের প্রত্যাশায় কাতর।

'হ্যারি!' গুঙিয়ে উঠল টিনা, দু'হাতে ওর মাথা আঁকড়ে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল।

গ্যাডিসের আবেগের চুলোয় যেন বরফশীতল পানি ঢেলে দিল কেউ। ছোট্ট একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল ও। হ্যারি। হ্যারি ডেজার্ট! ভার্জিনিয়া সিটিতে এ-নামে আর কেউ চেনে না ওকে। টিনাকে বার বার নিষেধ করেছে কখনও ভুলেও যেন এই নামে না-ডাকে। নামটা কানে ঢোকার সাথে সাথে এতক্ষণ ধরে ফুঁসে ওঠা কামনার ঢেউ যেন ফুৎকারে উড়ে গেল। নামটা হঠাৎই ওকে মনে করিয়ে দিল যাকে নিয়ে সে এখন ফুর্তি করছে, সে তার বউ নয়। যার বউ, সে এখন ভার্জিনিয়া সিটিতে, ওকে খুঁজছে।

ঠেলে ওকে পেছনে সরিয়ে দিল গ্যাডিস, কষে চড় মারল।

দু'চোখ খুলে গেল টিনার, তাকাল গ্যাডিসের দিকে। এতক্ষণ

গায়ে জড়ানো র‍্যাপারটা মাটিতে লুটাচ্ছে এখন; ওদের কারও খেয়াল নেই সেদিকে। বড় বড় দু'চোখ মেলে চেয়ে আছে টিনা, গ্যাডিসের শক্ত হাতের চড় ওর নরম রক্তাভ গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে। ডান হাত তুলে গালটা ছুঁলো সে, চোখে অবিশ্বাস।

'কেন?' ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইল। 'কেন মারলে, হ্যারি?'

রাগে বিকৃত হয়ে গেল গ্যাডিসের মুখ, দু'হাতে মেয়েটার কলারবোন চেপে ধরল। 'জাহান্নামে যাও তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল। 'ওই নামে আবার ডাকছ? তোমাকে না বলেছি, ওই নাম আর নেই! বলিনি ওই নামে কখনও আর আমাকে না-ডাকতে? বলিনি?'

রাগ আর আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গেছে ও। মেয়েটাকে অনায়াসে খুন করে ফেলবে এখন। একটুও ইতস্তত করবে না।

'তুমি মারলে আমাকে?' গুঙিয়ে উঠল টিনা। 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম...' নামটা আবার বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল ওর মুখ দিয়ে। ঢোক গিলে সময়মত সামলে নিল। 'কিন্তু ওই নামে এখানে ডাকলে সমস্যা কী? এটা তো...'

ওর আঙুল আরও চেপে বসল গলার হাড়ের ওপর। 'তুমি ভুলে গেছ, না? এবং অন্য কোন জায়গায় তুমি আবার ভুলে যাবে, এ-নামে আবার ডাকবে, তাই না?' টিনার গলার দিকে উঠে এল ওর আঙুলগুলো। ওর ইচ্ছে হচ্ছে গলা টিপে মেয়েটাকে মেরে ফেলতে।

অস্থির হয়ে উঠল টিনা দু'হাতে ওর কবজি দুটো ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। ছাড়াতে চাইছে গ্যাডিসের বজ্রমুঠি। গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'না, আর ভুলব না। পেগি, আর কখনও ভুলব না। প্লিজ, ছেড়ে দাও। আমি প্রতিজ্ঞা করছি...' কাশতে শুরু করল।

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল গ্যাডিস ওকে। দু'হাত পেছনে নিয়ে

নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল টিনা। পারল না। খাটের কিনারায় চিৎ হয়ে পড়ল।

ভীষণ দু'চোখ নিয়ে ওর দিকে এগোল গ্যাডিস। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে টিনা।

'কক্‌খনো আর ভুলবে না কথাটা!' ভয়ালকণ্ঠে ওকে হুঁশিয়ার করে দিল গ্যাডিস্। 'ডিক রিফেল এখন এ-শহরে।'

'না!' ডিকের নাম শুনে তড়িৎ প্রতিক্রিয়া হলো মেয়েটার। 'না।'

বিছানার প্রান্তে ওর কাছে গিয়ে বসল গ্যাডিস। চোখ রাখল একজোড়া ভীত সন্ত্রস্ত চোখে। ডিকের নাম শুনে ভয় পেয়েছে টিনা। সত্যিকারের ভয়। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না গ্যাডিসের। ভাল লাগছে ওর। এটাই সে চায় টিনার কাছে। রিফেলের প্রতি ঘৃণা আর ভয়ই ওকে তার অনুগত রাখবে।

'আমার আগে ও ওর ভাই রেমি রিফেলকে পাঠিয়েছিল। ওকে আমি খুন করেছি। কিন্তু তার আগেই ও চিঠিতে সব জানিয়ে দিয়েছিল ডিককে। মিনিট কয়েক আগে ওকে দেখেছি ঘুর ঘুর করতে। ও কেন এখানে বুঝতে পারছ না, টিনা?'

উঠে বসল টিনা। জড়িয়ে ধরল গ্যাডিসকে, ওর বুকের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চাইল। বিড়বিড় করে বলল, 'ওকে আমাদের কিছুতেই খুঁজে পেতে দিয়ো না'। ববকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিতে দিয়ো না। ওকে মেরে ফেলো, হ্যারি, মেরে ফেলো ওকে।'

হ্যারি নামটা চমৎকার, ভাবল গ্যাডিস। সে আসলে হ্যারি ডেজার্ট। নাম ভাঁড়িয়ে পেগি গ্যাডিস হয়েছে। এটাও খারাপ নয়। কিন্তু ওর জন্ম থেকে শুনতে অভ্যস্ত 'হ্যারি' যেরকম ওর অস্তিত্বের সাথে মেলে, ওরকম মোটেও নয়। *পেগি গ্যাডিস* ওর নিরাপত্তার অন্তরাল, আর *হ্যারি ডেজার্ট* অনুভূতির অংশ, অস্তিত্বের স্মারক। টিনাকে হারানোর আর নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কাই ওকে ওর মুখে *হ্যারি* ডাক শুনে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। কিন্তু এখন ডিক রিফেলের

প্রতি টিনার ভয় আর ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ থেকে ওর প্রতি মেয়েটার ভালবাসা আর নির্ভরতার আভাস পেয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করছে। সুতরাং টিনার মুখে ওর প্রকৃত নামটা এবার ওকে উদ্বেল করল। ওর মোটেই রাগ লাগছে না।

ওর চিবুকের নীচে হাত দিয়ে জোর করে মুখটা ওপর দিকে তুলল সে, বাঘের ভয়ে ভীত হরিণের মত টানা টলটলে চোখে চোখ রাখল। সন্তুষ্টির সাথে বলল, 'তুমি ওকে ঘৃণা করো, না?'

এক মুহূর্তের জন্যে চোখদুটো বন্ধ করল টিনা, যেন নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে সত্যি কথাটা জেনে নিল। চোখ খুলল তারপর। 'ওকে আমি ঘৃণা করি।'

ওর গলার দৃঢ়তা আশ্বস্ত করল গ্যাডিসকে। 'আর ও আমাদের দুজনকেই ঘৃণা করে,' বলল ও। 'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমাদের পেলে ও কী করবে, পারো না?'

ওর বুকে আমার মুখ ডোবাতে চাইল টিনা, তবে গ্যাডিস তা দিল না, ধরে রাখল শক্ত করে। 'কী, বুঝতে পারো না?'

'পারি,' অস্পষ্ট স্বরে বলল টিনা। 'হ্যারি, চলো আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে। আজ রাতেই।'

ওকে ছেড়ে দিল গ্যাডিস। সোজা হয়ে বসল। 'না। আমরা আর পালাব না।'

খেপাটে গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টিনা, গ্যাডিসের কথার প্রতিবাদে নয়, নিজের আগের জীবনের কথা বলতে শুরু করল, 'ওকে আমি কখনও ভালবাসতে পারিনি। ভালবাসা কী, সে জানে না। ও শুধু বোঝে কাজ। ওর ফালতু র‍্যাঞ্চটায় আমাকে সারাদিন একা কাটাতে হত। আর যখন সে ফিরত, তখন ক্লান্তিতে কথা পর্যন্ত বলতে পারত না। আমি অতিষ্ঠ হয়ে ওকে ছেড়ে চলে এসেছি। সে জন্যে ও আমার কোন দোষ দিতে পারবে না।'

'কিন্তু ও ঠিক তা-ই করবে,' নিরাসক্ত গলায় বলল গ্যাডিস। 'ওকে মেরে ফেলো, পেগি, ওকে মেরে ফেলো।'

এর পরেও আর সন্দেহ থাকার কথা নয়, থাকা উচিতও নয়, ভাবল গ্যাডিস। ডিক রিফেলের মৃত্যু চাইছে মেয়েটা। সামান্যতম অনুরাগ কিংবা সহানুভূতি থাকলে তা চাইতে পারত না। 'তা-ই করব, টিনা,' মেয়েটাকে আশ্বস্ত করল ও। 'ঠিক তা-ই করব। মেরে ফেলব ওকে। ও আমাকে আজ রাতে দেখেও চিনতে পারেনি। কিন্তু তোমাকে হয়তো চিনে যেতে পারে। এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়ার আগে তুমি ঘর থেকে বেরিয়ো না, হানি।'

ডুকরে কেঁদে উঠল টিনা। ওর চোখের পানি পড়তে লাগল গাল, চিবুক বেয়ে। চিবুক বেয়ে পড়া পানি চিক চিক করছে ল্যাম্পের আলোয়। নিজেকে সামলে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'বেরোব না। কক্‌খনো বেরোব না।'

গ্যাডিস বুঝতে পারল, ওকে ভোলানোর জন্যে ভান করছে না, সত্যি সত্যিই ভয় পেয়েছে টিনা। দু'হাতে তুলে ধরে ওর ভেজামুখে চুমু খেল ও। মিনিটখানেক পরে ওদের দুজনেই ভুলে গেল ডিক রিফেলের কথা।

আট

একমাত্র জানালাটা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকতেই ঘুম ভাঙল ডিকের। ওর পাশের লোকটা নড়েচড়ে শুয়ে ফের নাক ডাকাতে শুরু করল। আড়মোড়া ভেঙে আলস্য ছাড়াবার চেষ্টা করল, তারপর উঠে বসল।

বেশ ক্লান্তি বোধ করছে ও, গতরাতে ঘুমোবার আগেও এতটা

ক্লান্ত মনে হয়নি নিজেকে। দরজার পাশে রাখা ক্রোকারি বাউল থেকে পানি নিয়ে মুখ ধুলো, তারপর হাতমুখ মুছে সেলুন পেরিয়ে রাস্তায় নামল। খিদে পেয়েছে বেশ। গতকালকেরটার পরিবর্তে আরেকটা টেন্ট রেস্টুরেন্ট খুঁজে নিয়ে ঢুকল ওখানে।

আজকের রেস্টুরেন্টটার খাবারের মান কিছুটা ভাল। ডিমটা অবশ্য একটু বেশি ভাজা হয়ে গেছে আর বিটপাতার ঘন আবরণ সরিয়ে বেকনের দেখা পাওয়া গেল শেষপর্যন্ত। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো মা মা চেহারার মহিলাটি ওকে দ্বিতীয়বার কফি ঢেলে দিল। হেসে অভিবাদন জানাল ডিক।

'আমাদেরটাই ভাল,' বলল মহিলা। 'অবশ্য তোমার কী ধারণা...'

'তোমাদেরটাই ভাল,' হাসিমুখে স্বীকার করল ডিক। অবাক হয়ে ভাবল, মহিলা ওর মনোভাব বুঝল কী করে? সম্ভবত মুখ দেখে। তা হলে কি রোডার সামনে গেলে সেও বুঝে ফেলবে ওর চিন্তাধারা? নিজের ওপর বিরক্ত হলো ডিক। হুট করে রোডার কথা ভাবছে কেন সে?

খাবারের দাম মিটিয়ে ফের রাস্তায় নামল।

ও রেমিকে খুঁজছে। কিন্তু কোথায় গেলে ওর খোঁজ পাওয়া যাবে, বুঝতে পারছে না। এত বড় শহরে, এত মানুষের ভীড়ে একজন মানুষকে খুঁজে বের করা সহজ কথা নয়। পুরো শহর চষে ফেলতে হবে সে জন্যে।

তবে তাও হিসেব কিতেব করে চষতে হবে, অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়ালে হবে না। প্রথমে খুঁজতে হবে হোটেল-রেস্তোরাঁয়। রেমির মত ভবঘুরে মানুষদের খাওয়া দাওয়ার কাজটা হোটেলেই সারতে হয়। সুতরাং প্রথমে ওদের হোটেলে পাবার সম্ভাবনাই বেশি। এরপর বোর্ডিং হাউসগুলোয়। রেমি নিশ্চয় রাস্তায় রাত কাটানোর মত ভবঘুরে নয়। ঘুমানোর জন্যে ওকে অবশ্যই বোর্ডিং ভাড়া করতে হবে।

শহরের সবগুলো বোর্ডিং হাউসে ঢুঁ মারল ডিক। প্রত্যেক জায়গায় রেমি রিফেল নামের কোন-বোর্ডার আছে কি না জানতে চাইল। কিন্তু কেউ ওকে ইতিবাচক জবাব দিতে পারল না। নামে নাও চিনতে পারে ভেবে রেমির চেহারার বর্ণনা দিতে যায় সে। রেমি রিফেল, বয়স ২৯-৩০, লম্বা, গায়েগতরে তেমন মোটা নয়। চুল কালো, রঙ...

এ পর্যন্ত চেনার আগেই মুখ ফিরিয়ে নেয় সবাই, উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। দুঃখপ্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

দুপুরের দিকে ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে পড়ে ডিক। সবগুলো বোর্ডিং আর রেস্টুরেন্ট খোঁজা হয়ে গেছে। লাভ হয়নি কিছুই।

কোথায় গেল রেমি? একটা কাঠের অনিংয়ে হেলান দিয়ে বসল ডিক, সিগারেট রোল করে ধরাল। অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল না তো! নাকি বিপদ বুঝে গা ঢাকা দিয়েছে? তা-ই হবে হয়তো। কিন্তু ও যে চিঠি পাঠিয়েছে, সেটা ওয়েলস ফারগো'র মাধ্যমে। তা হলে ওয়েলস ফারগো'তে একবার খোঁজ নেয়া উচিত।

ওয়েলস ফারগো'র অফিস দু'ব্লক পেছনে। সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও, হাঁটতে শুরু করল ওয়েলস ফারগো'র উদ্দেশে। ক্রস স্ট্রীটের কাছে এসে ধীর হয়ে এল ওর গতি। রাস্তার ওপাশ থেকে একটা লোক প্রায় ছুটে এল ওর দিকে। সরে যাবার সময় পেল না ডিক, তার আগেই লোকটা ধাক্কা খেল ওর সাথে।

ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা, পিছিয়ে গেল। গ্যাবদাগোবদা মুখখানা নিচু করে রেখেছে।

'হ্যাল্লো, গার্ট,' হালকাস্বরে ডাকল ডিক, গলায় কৌতুকের ছটা। পরমুহূর্তে খেয়াল করল গার্টের চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলছে। বিস্ফোরিত হতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

এক নাগাড়ে খিস্তি আওড়াল গার্ট, কাকে সেটা বোঝা গেল

না। চিন্তিত মুখে ওকে দেখছে ডিক, মতিগতি বোঝার চেষ্টা করছে। গার্ট কি আবার গোলমাল পাকাতে চায়? ওর নিজের কোন ইচ্ছে নেই এ ব্যাপারে। যা ঘটার আগে ঘটে গেছে। একই ব্যাপারে দু'বার বাড়াবাড়ির কোন মানে নেই।

রাস্তা পেরিয়ে অপর পাশে চলে এল ডিক, পেছন ফিরে চাইল। আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও গার্ট। ওর মুখের ভাবসাব অন্যরকম। চিন্তিত হলো ডিক। দুজনের মধ্যে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা সম্ভবত ভুলতে পারছে না বেচারা। কিংবা...কাঁধ ঝাঁকাল ডিক। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। গার্টকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আপাতত বাদ।

ব্যস্ত সমস্ত অফিস ওয়েলস ফারগো'র। একটা ফ্রেইট ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মে। দুজন লোক মালপত্রও নামাচ্ছে ওটা থেকে। হঠাৎ ওদের একজন এবং প্রায় একই সাথে আরেকজন খিস্তি আওড়াল। কাঁটাতারের চাকতি নামাতে গিয়ে খোঁচা খেয়েছে হাতে। চামড়ার গ্লাভস পরেও বাঁচতে পারেনি বেচারারা।

কাঁটাতার জিনিসটা দুচোখে দেখতে পারে না ডিক। তবে জিনিসটার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করতে পারে না। যে হারে বানের পানির মত লোক আসছে পশ্চিমে, তাতে একজন মানুষকে তার সম্পত্তি রক্ষার জন্যে প্রটেকশনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এটাই বাস্তবতা এখন। ডিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে, তবু কাঁটাতার জিনিসটা ওর পছন্দ নয়।

অফিসে গিয়ে ঢুকল সে। লম্বা লাইন দেখে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। ভীড় একটু পাতলা হতেই কেরানির সামনে গিয়ে নিজের নাম বলল।

চৌকোনা একটা খোপ থেকে এক তাড়া চিঠি বের করল কেরানি, একটা একটা করে দেখতে লাগল। মিনিট দুয়েক পর টেকো মাথাটা তুলে নাড়ল দুপাশে। 'নাহ্, তোমার নামে

কোন চিঠি নেই।'

হতাশ হলো ডিক। 'তুমি নিশ্চিত? দেখতে ভুল হয়নি তো?'

'কী বললে?' কড়াচোখে চাইল কেরানি। 'ভুল? মিস্টার, নিজের একমাত্র বাপের পয়সায় লেখাপড়া শিখেছি। ভুল হবার প্রশ্নই আসে না।' চোখ সরু করল। 'কী নাম বললে তোমার? ডিক রিফেল? কার চিঠি আশা করছ? প্রেমিকার?'

'না, আমার ভাইয়ের। ওর নাম রেমি রিফেল। চেহারা...' বর্ণনা করল ডিক।

'মিস্টার, প্রতিদিন শয়ে শয়ে লোক আসে এখানে। সবার নাম আর চেহারা মনে রাখা কি সম্ভব আমার পক্ষে? তুমিই বলো।'

পেছনে অসহিষ্ণু উচ্চারণ শোনা গেল। ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল কেরানি। 'নেক্সট।'

একপাশে সরে গিয়ে পেছনের লোকদের জায়গা ছেড়ে দিল ডিক। ওর উদ্বেগ বাড়ছে। পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে অজানা আশঙ্কায়। কোথায় গেল রেমি?

অফিস থেকে বেরোল ও। হাঁটতে লাগল ভাটি রাস্তা ধরে। ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না সে। সে গতকাল এখানে এসেছে। এতক্ষণে রেমির সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার কথা। রেমি ভার্জিনিয়া সিটিতেই আছে। ওর কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে হ্যারি ডেজার্টের কথা। লোকটা এখন পেগি গ্যাডিস নামে নিজেকে পরিচিত করছে। ও আসার পথে পেগি গ্যাডিসকে দেখে ওর সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হলে দু'ভাই একত্রে অ্যাকশনে নামার কথা। অথচ আজ দুদিন ধরে লাপাত্তা হয়ে আছে ও।

আচ্ছা, সে কি প্রতিপক্ষের চোখে পড়ে গেছে। ধরা পড়ে গেছে ওদের হাতে? নাকি গা ঢাকা দিয়েছে কোন কারণে। তা-ই হবে হয়তো। থেমে সিগারেট রোল করল সে, আগুন ধরিয়ে টানতে লাগল।

একটা জায়গায় এখনও খোঁজ নেয়া বাকি আছে। শেরিফ

অফিসে। রেমি যদি এরই মধ্যে কোন গোলমালে জড়িয়ে থাকে তা হলে শেরিফ সেটা জানবে। সাম্প্রতিক কোন লড়াই কিংবা মারপিট শেরিফের অগোচর থাকবে না।

শেরিফ অফিস মেইন রোডে নয়, একটা সাইড স্ট্রীটে। সবুজ রঙের জানালাঅলা ছোট একটা ঘর। ঘরের মাঝখানে ছাল চামড়া ওঠা এবড়োখেবড়ো টেবিল, দুপাশে খান দুয়েক চেয়ার। আসবাবপত্র বলতে এই। দেয়ালে সাঁটা খানকতক পোস্টার, তার মধ্যে গোটা তিনেক আবার 'ওয়ান্টেড' লেখা। পোস্টারের সাদা কাগজ ধুলো জমে জমে ধূসর।

ডেস্কের ওপাশে বসা লোকটা চুপচাপ ডিককে ঢুকতে দেখল। কাঁচাপাকা চুল লোকটার, পাকার ভাগই বেশি। মুখে বয়সের চিহ্ন ফুটতে শুরু করেছে। হাত দুটোয় শিরা জেগে উঠেছে। তবে শরীরের চেয়ে ওর চেহারায় বয়সের ভাব আরও বেশি স্পষ্ট। এককালের গভীর নীল দু'চোখ এখন ম্লান, দ্যুতিহীন।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে পোড়খাওয়া লোক। জীবনে বহু দেখেছে, শুনেছেও। এখন আর কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। সব কিছুকেই সীমাহীন ক্লান্তি আর ঔদাসিন্য নিয়ে দেখতে শুরু করেছে। পুরানো একটা ভেস্ট গায়ে, তার নীচে কলারলেস শার্ট। ভেস্টের সাথে আটকানো তারাটাও মালিকের মত চাকচিক্য হারিয়েছে।

থুতু ফেলল লোকটা, টেবিলের পাশে রাখা চিলমচার মত ধাতুর পাত্রে গিয়ে পড়ল ওটা 'সিঁ-ই-ক' শব্দ তুলে। 'হাউডি,' সম্ভাষণ জানাল লোকটা ডিককে, তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। অপেক্ষা করছে আগন্তুক কী বলতে এসেছে শোনার জন্যে।

নিজের নাম বলল ডিক।

'লিভিংস্টোন। আর্থার লিভিংস্টোন। তো?'

'আমার ভাইকে খুঁজছি,' জানাল ডিক। 'রেমি রিফেল। এখানকার কোন হোটেল বা বোর্ডিং হাউসের রেজিস্টারে নাম

দেখিনি ওর। কিন্তু আমি জানি সে এখানেই আছে। একটা মানুষ যদি হোটেল বা বোর্ডিংয়ে না থাকে, তা হলে তার থাকার সম্ভাব্য জায়গার মধ্যে একটা হলো জেলখানা।'

'খালি। বহুদিন ধরে। দেখতে কীরকম তোমার ভাই?'

রেমির চেহারার বর্ণনা দিতে গেল ডিক। অর্ধেক না বলতেই হাত তুলে থামিয়ে দিল ওকে শেরিফ। 'মনে করতে পারছি না এরকম কাউকে দেখেছি বলে।' থুতু ফেলল আবার চিলমচায় 'সিঁ-ইঁ-ক' করে। 'এভাবে বললে হবে না। প্রতিদিন প্রচুর লোক আসে এখানে। সবার প্রতি চোখ রাখা সম্ভব হয় না। তোমার ভাই যদি এখানে ছ'মাস ধরেও থাকে, সেক্ষেত্রে...' কাঁধ ঝাঁকাল, থেমে গেল হাল ছাড়ার ভঙ্গিতে, যেন বোঝাতে চাইল, এখানে এখন যা ঘটছে, তার অনেক কিছুই ওর আয়ত্তের বাইরে।

ডিকের জন্যে এক অর্থে এটা স্বস্তিদায়ক হলো। এর মানে রেমি হয়তো নিরাপদেই আছে। শেরিফ যতই বলুক, খারাপ ধরনের কোন ঘটনা আইনের অজান্তেই ঘটে যাবে, অতটা জঙ্গল হয়ে ওঠেনি এখনও ভার্জিনিয়া সিটি। তবে তাতে ডিকের তেমন লাভ হলো না। পুরো ঘটনার ব্যাপারে আগে যে-অন্ধকারে ছিল, এখনও সে-অন্ধকারে রয়ে গেল সে। 'আমি ভেবেছিলাম, রেমি হয়তো কোন লড়াই কিংবা ওই ধরনের কোন ঝামেলায় পড়েছে। সে জন্যে খবর পাবার জন্যে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।'

ভুরু কুঁচকাল লিভিংস্টোন। 'গানফাইটে খুন হলে জানতে পারতাম। ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর আমাকে খবর দেয়া হয়। প্রায় প্রতিদিন এখানে ওই রকম দু'একটি খুন খারাপি হয়ে থাকে। ন্যায্য ভাবেই। কিন্তু সাধারণ হাতাহাতি বা মারপিট লেগেই থাকে সারাক্ষণ। তুমি যদি রেমির খুন হওয়ার আশঙ্কা করে থাকো, সেটাও ঘটতে পারে। আইনের অগোচরে। এ ধরনের খুন খারাপির কথাও শুনি মাঝেমধ্যে। ওগুলো নাম পরিচয়হীন ভবঘুরেদের বেলায় ঘটে থাকে বেশিরভাগ।' থামল শেরিফ,

সজোরে নিঃশ্বাস টানল। ওর মুখ দেখে মনে হলো এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারা।

এরপর দীর্ঘ নীরবতা। শেরিফের কথাগুলো উল্টেপাল্টে দেখল ডিক। ঠিক কী বলতে চাইছে, বোঝার চেষ্টা করল। তারপর জানতে চাইল, 'কেলি নামের কাউকে চেন তুমি?'

ঝট করে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারের দিকে চাইল লিভিংস্টোন। ওর চোখে কঠোরতা ফুটল। 'তুমিই খুন করেছ ওকে?'

সতর্ক হলো ডিক। যত ক্লান্ত আর বুড়োটেই দেখাক লিভিংস্টোনকে, ঘটনার প্রতি ঠিকই নজর রয়েছে ওর। 'আমি না-করলে কাজটা ও-ই করত।'

আবার শীতলতা ফিরে এল লিভিংস্টোনের চোখে। 'হয়তো তা-ই। কেলি ছিল একজন খুনী। ও মারা যাওয়াতে যে আমি দুঃখ পেয়েছি, তা নয়। তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল কেন?'

ডিক কাঁধ ঝাঁকাল। 'জানি না।'

'তোমার সাথে গার্টেরও ঝামেলা হয়েছিল।'

ডিকের চোখে এবার রীতিমত সমীহের চিহ্ন দেখা গেল। নাহ্, বুড়ো শেরিফের চোখ-কান দুটোই এখনও পুরোপুরি খোলা। কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কিছু না। স্রেফ ভুল বোঝাবুঝি।'

নাক সিটকাল লিভিংস্টোন। 'তোমার ভাই এখানে কী করছিল?' কথাটা এমনভাবে বলল, যেন ওরা আসলে ভাই কি না, এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে ওর। 'তুমিই বা কী করছ?'

লিভিংস্টোনের চিন্তাধারা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ডিকের। নিজের শহরের আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে সচেতন ও। এর অবনতি ঘটলে স্বাভাবিক কারণে উদ্বেগ বেড়ে যায় ওর। মনে মনে হাসল ও। এখন যদি ওকে বলা হয়, সে এখানে একজন লোককে খুন করতে এসেছে, তা হলে ওর মুখের অবস্থা হবে দেখার মত। মুখে বলল, 'সেটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, শেরিফ।'

'হতে পারে।' সন্তুষ্ট হলো না শেরিফ ওর কৈফিয়তে। 'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি লোকটা গোলমেলে, ঝামেলাবাজ। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। এমন কোন কাজ করে বোসো না, যা তোমার করার নয়।'

দাঁত বের করল ডিক। 'ঠিক আছে, শেরিফ। কথাটা মনে থাকবে আমার।'

রাস্তায় নামল ডিক। ভুরু কুঁচকে আছে ওর। তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। বুঝতে পারছে না কী করবে এখন। রেমি হয়তো লুকিয়ে আছে কোথাও, কিংবা কারও সাথে রয়েছে ওর আশ্রয়ে। এই ভার্জিনিয়া সিটিতে আছে অসংখ্য তাঁবু, কুটির এবং বাড়িঘর। ওকে পেতে হলে এখন এর প্রত্যেকটায় খুঁজে দেখতে। সেটা সম্ভব নয়, কোনভাবেই না। তা ছাড়া ওর পকেটের অবস্থাও খারাপ। বড় জোর হপ্তাখানেক চলার মত টাকা-পয়সা আছে ওর কাছে। এগুলো ফুরিয়ে গেলে এরপর কাজ খুঁজতে হবে ওকে। তবে খোঁজার সময় খরচ কমাবার জন্যে ডিক রাতটা বাইরে কাটাতে পারে। সেক্ষেত্রে ওকে লিভ্যারি স্ট্যাবল থেকে ওর বেডরোল নিয়ে আসতে হবে।

লিভ্যারি স্ট্যাবল!

নিজের ওপর ত্যক্ত হয়ে খিস্তি আওড়াল ডিক। ব্যাপারটা আরও আগে চিন্তা করা উচিত ছিল। রেমি ভার্জিনিয়া সিটিতে নিশ্চয় হেঁটে আসেনি। ঘোড়া কিংবা স্টেজ কোচে চড়ে এসেছে। ও যদি এখান থেকে চলেও যায়, তা হলে ঘোড়া কিংবা স্টেজ কোচে চড়েই গিয়েছে। আস্তাবল রক্ষকদের কেউ যদি ওর কথা মনে করতে নাও পারে, স্টেজ ড্রাইভারদের কেউ না কেউ হয়তো পারবে। অবশ্য গার্টকে পেটানোর কারণে স্টেজ ড্রাইভাররা ওকে ভাল চোখে দেখবে না। তবু ওকে যেতে হবে ওদের কাছে, কথা বলতে হবে। হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই হাসি পেল ওর। রেমি যদি গার্টের গাড়িতে করে যায়, গার্ট কি তা বলবে?

লিভ্যারি স্ট্যাবল থেকে এক ব্লক দূরে থাকতে একজনের গলা শুনে থমকে গেল ডিক। ঘাড় ফেরাল ও, একটা পুরানো ওয়্যাগনকে টেনে আনছে বুড়ো একটা ঘোড়া। গাড়িটি ওর কাছে আসতে চালকের আসনে রিংবুলকে দেখল। এক নাগাড়ে হাত নাড়াচ্ছে বুড়ো, থামার ইঙ্গিত দিচ্ছে, পাছে ডিক না বুঝতে পেরে চলে যায়।

ডিকের পাশে এসে ওয়্যাগন থামাল ও। 'তোমাকে খুঁজছিলাম। সারাটা বিকেল একটা চোখ খোলা রেখেছি তোমার জন্যে।'

ওয়্যাগনের ওপর একটা পা রেখে দাঁড়াল ডিক। 'কেমন আছ, মি. রিংবুল?'

বুড়োকে দেখে ভাল লাগছে ওর। বুড়োর মুখে সন্তুষ্টির চিহ্ন, খুশি হয়েছে ওকে পেয়ে।

'ক্লান্ত,' গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল রিংবুল। পুরানো জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গায় এলে যা হয়। সব কিছু আবার নতুন করে শুরু করা, ভীষণ ঝক্কি ঝামেলার কাজ। সারাটা বিকেল ধরে বাজার করেছি। রোডা ব্যস্ত ধোয়া মোছা আর গোছগাছ নিয়ে।'

ওয়্যাগন বেডের ওপর নজর বুলাল ডিক। বিভিন্ন ধরনের মালপত্রে ঠাসা। বাড়িঘর ধোয়ামোছা আর গোছগাছের কাজে একজন বুড়ো ও অসুস্থ লোক কোন সাহায্যে আসে না–তাই বাজার করার নাম করে রোডা বাবাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

'ওঠো,' আমন্ত্রণ জানাল রিংবুল, ডিকের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'রাতে আমাদের সাথে খাবে। দুপুরের খাবারটা আজ শহরে সেরেছি। নিজে খেয়েই বুঝতে পেরেছি, অ্যাদ্দিন কী খাচ্ছে এখানে। আমার ওখানে অন্তত এরচে' খারাপ যে খাবে না, সে গ্যারান্টি দিতে পারি। রোডার রান্না খেয়ে কেউ দুর্নাম করেনি কোনদিন।'

সাদর আমন্ত্রণ। সারা সন্ধে আন্তরিক কথাবার্তা, ঘরোয়া পরিবেশ আর যত্নে পরিবেশন করা সম্ভাব্য সুস্বাদু খাবার। লোভনীয় বটে। তবু বলল, 'হুট করে অতিথি নিয়ে গেলে রোডা কী ভাববে, বলো তো?'

'খুশি হবে।'

শেষবার দেখার সময় রোডার মুখের ভাব মনে পড়ল ডিকের। রিংবুলের আশ্বাসে খুব একটা ভরসা রাখতে পারছে না তাই।

'আরে উঠে এসো তো,' অসহিষ্ণুস্বরে বলল রিংবুল। 'তুমি চাও নাকি রোডা খাবার আগলে বসে থাক?'

উঠল ডিক, রিংবুলের পাশে বসল। ব্যাপারটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু রিংবুলের আহ্বানটাও এত বেশি আন্তরিক যে, উপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

শহরের বাইরে এসে কথা বলল রিংবুল, 'আমার ভাই এখানে একটা ক্লেইম করেছিল। থাকার জন্যে ঘরও তুলেছিল। তবে এটিকে পরিচর্যা করার মত প্রয়োজনীয় টাকা পয়সার অভাব ছিল ওর। মাস ছয়েক আগে মারা যাবার সময় র‍্যাঞ্চটা আমাকে দিয়ে যায়।

'রোডা বলেছিল, ক্লেইমটা বেচে দেয়ার জন্যে, কিন্তু আমি রাজি হইনি। ভালই করেছি রাজি না-হয়ে। গুজ আই খনিটি আমাদের থেকে খুব একটা দূরে নয়। গুজব আছে এর একটা শাখা নাকি আমার ক্লেইম যেখানে, তার নীচ পর্যন্ত গেছে। তা-ই যদি হয়, তা হলে রোডা যে কী পরিমাণ খুশি হবে আমি কল্পনাও করতে পারছি না। আমার অসুস্থতার কারণে গেল কয়েকটা বছর বড় কষ্টে কাটছে বেচারীর।'

'অবশ্যই,' সায় দিল ডিক। মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয় পুরুষের কর্মদক্ষতা এবং পরিকল্পনার ব্যাপারটা বোঝা। তার ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারটা ভয়াবহ সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে।

'ক্লেইমটার গুরুত্ব আছে নিশ্চয়,' রিংবুল বলে চলল। 'এ-পর্যন্ত তিনখানা পত্র পেয়েছি লংফিল্ড নামের এক লোকের কাছ থেকে। কিনতে চায়।' থেমে ঘোড়াটাকে তাড়া লাগাল। 'শহরে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি। লংফিল্ড নামের কেউ নেই এখানে। কেউ চেনে না।'

তথ্যটা নিয়ে ভাবল ডিক। এখানে লংফিল্ডকে কেউ চেনে না। তার মানে লোকটা এখানে থাকে না। আবার বাইরের লোক এখানে ক্লেইম কিনতে চাইবে কেন? এটার কথা জানবেই বা কেমন করে? আর যদি কোনভাবে জেনেও থাকে, তা হলে সরাসরি আসেনি কেন? তা হলে দেখা যাচ্ছে লোকটা এখানকারই। লোকটা জানে, জায়গাটার গুরুত্ব কতটুকু। কিন্তু যে কোন কারণে হোক, সে নিজের পরিচয় দিতে চাইছে না।

'প্রত্যেকটা চিঠিতে দাম বাড়িয়েছে ও,' বলল রিংবুল। 'আমি ভাবছি, জায়গাটা যদি ওর কাছে এত দামী হয়ে থাকে, তা হলে আমার কাছেই বা হবে না কেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বেচব না, আমি নিজেই রাখব। এরপর দেখা যাবে কী হয়।' কথা শেষ করে আবার তাড়া লাগাল ও ঘোড়াটাকে, লাগাম আছড়াল ওটার পিঠে।

'তবে কূপটা খনন করার মত টাকা যদি থাকত, তা হলে বুঝতে পারতাম, এটা কত বড়। তখন তা সর্বোচ্চ দাম ধরে হয়তো বেচে ফেলতে পারতাম।'

এক মুহূর্তের জন্যে বুড়োর মত মাটির নীচে অপরিমেয় সম্পদের চিন্তা আচ্ছন্ন করল ডিককেও। খোঁড়ার মত টাকা থাকলে রিংবুল অচিরেই অজস্র ধনসম্পদের মালিক হয়ে যেতে পারত। সেরকম সেও যদি পেত এরকম একটা খনির মালিকানা, তা হলে তো অঢেল টাকা পয়সা, অজস্র ধনসম্পদ। তবে ডিক শুধু খনি নিয়ে পড়ে থাকত না।

এ-দেশটায় প্রচুর ভাল জমি পড়ে আছে অনাবাদী। চাষ করে

ফসল ফলানোর মাঠ আর পশু চরানোর তৃণভূমি। একটা সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চ গড়ে তোলার শখ ওর আজীবনের।

'আমরা দেখতে চাই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়,' মন্তব্য করল রিংবুল।

বাকি পথটা পেরোল ওরা নীরবে। শহর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে শহরতলীতে চলে এসেছে ওরা। রিংবুলের কেবিনটা দেখা যাচ্ছে। গাছ-পালার আড়ালে ছোট্ট একটা ঘর। গাছের গুঁড়ি কেটে যত্ন করে বানানো। দেয়ালে মাটির প্রলেপ শীতকালে পর্বত পেরিয়ে আসা বরফশীতল বাতাস থেকে রেহাই পাবার জন্যে কেবিনের চিমনিটা কাত হয়ে আছে এক দিকে। ওটা থেকে সরু ধোঁয়ার রেখা বেরোতে দেখল ডিক।

'এখনও সবকিছু গুছিয়ে উঠতে পারিনি,' বলল রিংবুল, তারপর হাঁক দিল, জোরে, 'রোডা, আমি এসে গেছি।'

হাসিমুখে দরজায় এসে দাঁড়াল রোডা। ডিকের ওপর চোখ পড়তেই মুখের ভাব পাল্টে গেল দ্রুত। অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখা দিল। ওর চিবুকে কালির দাগ এখনও, চুল এলোমেলো। কোমর পেঁচিয়ে একটা অ্যাপ্রোন জড়িয়েছে, পরনের কাপড়ে কাদার দাগ।

রিংবুল বলল, 'দেখো, কাকে নিয়ে এসেছি। আমাদের সাথে সাপার খাবে।'

ওর উচ্ছ্বাস বিন্দুমাত্র স্পর্শ করল না মেয়েটিকে। বিরক্তির সাথে বলতে গেল, 'বাবা...' তারপর থেমে ডিকের দিকে ভ্রূকুটি করে বলল, 'তোমরা এখন ঘরে ঢুকতে পারবে না। ঘর ভেজা। আমি ডাকলে আসবে।'

আবার ভেতরে ঢুকে গেল ও। এতটা বেগে যে, দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও ডিকের মনে হলো, মেয়েটা দড়াম করে দরজাটা বন্ধই করে দিয়েছে ওর মুখের ওপর।

'নাইজেল,' বিব্রতস্বরে ডাকল ডিক, 'আমি বরং চলেই যাই...'

'আরে না না,' ওকে বাধা দিল রিংবুল, 'আমি তোমাকে ডেকে

এনেছি,' দৃঢ়স্বরে বলল। 'তুমি আমার অতিথি। আর রোডাকে এখন যেমন ভাবছ, ও আসলে এরকম নয়।'

পরবর্তী দশ মিনিট ধূমপান করল ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এসময় রোডাকে দেখা গেল ফের দরজার গোড়ায়। 'ভেতরে এসো,' আগের মতই কাঠখোট্টা গলায় ডাকল।

কেবিনের ভেতর ঢুকল ডিক। ঝকঝকে তকতকে কাঠের ফ্লোর। বেশ কিছুক্ষণ আগে পানি ঢেলে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা হয়েছে। শুকিয়ে গেছে এখন। মেয়েটার দিকে চাইল ও। বুঝতে পারল, দশ মিনিট সময় বৃথা নষ্ট করেনি সে। পরিষ্কার একটা পোশাক এখন ওর পরনে। মুখ ধুয়েছে যত্ন করে, চুল আঁচড়েছে। সজীব, প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে এখন ওকে।

ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রঙ ছড়াল মেয়েটির মুখে। ডিকের মনে হলো এই বুঝি রেগে যাবে মেয়েটি। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে সামান্য হাসল রোডা। আচমকা যেন ঝিক করে আলোর ছটা পড়ল ওর মুখে। 'তখন আমাকে যেরকম দেখাচ্ছিল,' ওর হালকা স্বর কানে ঢুকল ডিকের, 'কোন মেয়েই চাইবে না, মি. রিফেল, বাইরের কেউ তাকে সেভাবে দেখুক।'

সহজ ভঙ্গিতে হাসল ডিক, মেয়েটিও হাসল। এক মুহূর্তের জন্যে ডিক ভাবল, তাদের মধ্যেকার আসল সম্পর্ক এটাই। এরকম উষ্ণ ও সজীব। কিন্তু অনুভূতিটা এক মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হলো না। যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমন দ্রুত মিলিয়ে গেল। দুজনের মাঝে আবার গাম্ভীর্যের দেয়াল খাড়া হয়ে গেল।

ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল রোডা। নিরাসক্ত গলায় ঘোষণা করল, 'বিশ মিনিটের মধ্যে খাবার পেয়ে যাবে।'

ওর গলার বিতৃষ্ণভাবটুকু ধরতে অসুবিধে হলো না ডিকের। 'শোনো,' ডাকল ও। 'আমি আসতে চাইনি। নাইজেল জোর করে ধরে এনেছে।'

পলক তুলল রোডা। 'তুমি আসায় আমি খুশি হয়েছি।' ডিক

চাইল, মেয়েটি আরও কিছু বলুক। কিন্তু রোডা ঘুরে দাঁড়াল ওর দিক থেকে।

'আমি কি কোন সাহায্যে আসতে পারি?' জানতে চাইল ডিক।

ঘাড় ফেরাল রোডা। 'চাইলে কিছু কাঠ এনে দিতে পারো।'

কেবিন থেকে বেরোল ডিক এক রাশ বিরক্তি নিয়ে। মাঝারি সাইজের একটা গাছের শুকনো গুঁড়ির ওপর ঝাড়ল সব রাগ। ওটাকে কেটে ফেড়ে এনে স্টোভের পাশে সাজিয়ে রাখল। রোডার মুখে চিকন, প্রায় অদৃশ্য হাসির আভাস দেখে বিব্রত বোধ করল সে। মেয়েটা ওকে নিয়ে খেলছে নাকি? ওর মনের ভাব যেন গড়গড় করে পড়ে ফেলছে!

খেতে বসে আয়োজন দেখে মন ভাল হয়ে গেল ওর। মাংসটা ভালই সেদ্ধ হয়েছে, ফ্রাইড পটেটোটা আরও চমৎকার, একদম ঝরঝরে। দিনের বেশ কিছুটা সময় ওগুলো শুকানো হয়েছে ভাজার আগে, আর এত মিহি ও মোলায়েম রুটি সে খেতে পায়নি অনেকদিন ধরে। খেতে খেতে প্রাণ খুলে রান্নার তারিফ করল ও। চোখ তুলে রোডার উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখ দেখে ভাবল, সত্যিকারের নিমন্ত্রণ খাওয়া বলে একেই।

খাওয়া শেষ হলে রিংবুল বলল, 'আমি টেবিল সাফ করছি।'

উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুড়োর। রোডা ও ডিককে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দেয়া। রোডার চোখে রাগের ঝিলিক দেখল ডিক। 'ঠিক আছে, নাইজেল। আমি তোমাকে সাহায্য করব,' তাড়াতাড়ি বলল ও। এমন আগুনের মত গরম আর কথায় কথায় খেপে যাওয়া মেয়ের সাথে একা সময় কাটানোর কোন ইচ্ছে নেই ওর।

মেয়েটি উঠল। ডিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার সাথে কথা আছে, মি. রিফেল।'

ওর সাথে বেরোল ডিক। দাঁড়াল কেবিনের বাইরে। সন্ধের বাতাসের পরশ লাগল ওদের গায়ে। নাম না জানা ফুলের গন্ধ

তাতে। মিষ্টি, ঝরঝরে। আকাশ জুড়ে নরম হলুদ আভা। চাঁদ ওঠেনি, তবে সময় হয়েছে ওঠার।

'আমি তোমাকে এটা দিতে চাই,' রোডা বলল মৃদুস্বরে।

ওর দিকে চাইল ডিক। রোডার হাতে কিছু টাকা। 'তুমি দায়িত্ব ভেবে টাকাটা দিয়েছিলে। সে জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের দরকার ছিল না।'

জবাব দিল না ডিক। মেয়েটি আবার বলল, 'তবে আমরা অবশ্যই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। অন্তর থেকেই বলছি।'

মুখ ফিরিয়ে নিল ডিক। ভারীস্বরে বলল, 'তোমার আচরণে কিন্তু তা মনে হয় না। তুমি আমাকে সহ্যই করতে পার না।'

যেন ওর অভিযোগের জবাবেই দুটো চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল রোডা। মেয়েটার নীল দু'চোখে গভীরতা। কোন ভাব নেই অনুরাগ কিংবা বিরাগের। তবে একটা কিছু যে আছে, তা ঠিকই অনুভব করল ডিক। 'আমি শুধু একটা দিকই দেখেছি, মি. রিফেল,' মৃদুস্বরে বলল রোডা। 'আমরা শুনেছি ফলসমে তুমি একটা লোককে খুন করেছ। নিজের চোখে দেখেছি তোমাকে ব্যাগেজ মাস্টারকে লাঞ্ছিত করতে, আমার সামনেই তুমি পিটিয়েছ স্টেজ ড্রাইভারকে।'

মেয়েটির চোখে তাকিয়ে রইল ডিক। রাগ লাগছে ওর। মেয়েটি যেসব ব্যাপারে ওকে অভিযোগ করছে, সে সব ব্যাপারে ওর আর কিছুই করার ছিল না। তবে, মনে মনে স্বীকার করল, ব্যাগেজ মাস্টারের সাথে হুট করে অমন রূঢ় আচরণ না করলেও পারত।

রহস্যময় এক চিলতে হাসি ফুটল রোডার ঠোঁটে। 'আমি ভেবেছিলাম, স্টেজ ড্রাইভারকে তুমি আমার জন্যে পিটিয়েছ। ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তা থেকে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এখন জানি, ব্যাপারটা ঠিক তা-নয়।'

'তুমি তা হলে এক গালে চড় খেয়ে আরেক গাল পেতে

দেয়ায় বিশ্বাসী, মিজ রিংবুল?' শ্লেষ ফুটল ডিকের গলায়।

মেয়েটার প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করছে ডিক। ঘটনার একটা পিঠ দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে মেয়েটা! সব কিছুর জন্যে ওকেই একমাত্র দোষী সাব্যস্ত করে বসে আছে। বেশ, সেও চায় না, কেউ তাকে বোঝার চেষ্টা করুক। কারও কাছ থেকে কোন কিছুই পাওয়ার ইচ্ছে নেই এখন ওর। 'তুমি কি জানো ভার্জিনিয়া সিটিতে আমি কেন এসেছি?' রুক্ষস্বরে বলল ও। 'আমি এখানে এসেছি একটা লোককে খুন করতে। একটা মেয়েলোককেও, যদি ওকে খুঁজে পাই।' বুলেটের মত কথাগুলো বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে।

মেয়েটার দ্রুত এবং সজোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনল ও। অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল মেয়েটা, 'ওহ্!'

ওর দিকে চাইল ডিক। ক্লান্ত, বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত অপলক চেয়ে রইল রোডা ওর দিকে, যেন কিছু খুঁজল ওখানে, তারপর দ্রুত ঘুরে কেবিনে গিয়ে ঢুকল।

হাঁটতে শুরু করল ডিক। চলে যাওয়ার আগে বলে যাওয়া উচিত, কিন্তু ইচ্ছে করছে না এ-মুহূর্তে। রিংবুলের সাথে পরে দেখা হলে মাফ চেয়ে নেয়া যাবে।

'ডিক,' রিংবুলের গলা শুনলল সে। 'একটু দাঁড়াবে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়াল ডিক, ঘুরল। রিংবুল ওর কাছে চলে এল। 'ডিক,' ডাকল আবার। 'ওকে তুমি ভুল বুঝো না।'

'না, তা কেন? সবকিছুর বিচারের একচেটিয়া ক্ষমতা যেন তোমার মেয়ের!'

'না,' দুঃখী শোনাল রিংবুলের গলার স্বর। 'ভায়োলেন্সে রোডার খুব ভয়। এর কারণও আছে। ওর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ওর হবু বর সে সময় একটা লোককে খুন করে ফেলে। লড়াইটা ন্যায্য ছিল না। শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গিয়েছিল প্রতিপক্ষ। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। রাগ সামলাতে পারেনি রোডার

হবু বর। ব্যাপারটা রোডার সামনেই ঘটেছিল। মনের মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত পায় মেয়েটা।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাইজেল রিংবুল। 'বিয়েটা হয়নি আর। রোডা রাজি হয়নি।'

কেবিনের দিকে এখন ডিকের চোখ। রোডা ভেতরে। ওর ওপরে আর রাগ নেই ওর। তবে ওকে সেটা জানানোর দরকার মনে করছে না। ওদের মধ্যে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠুক, চায় না সে। 'ঠিক আছে, নাইজেল,' বিষণ্ণ স্বরে বলল ও। 'ওকে বোলো, অনেকদিন পরে সাপারটা উপভোগ করেছি আমি।...তুমি আর এসো না। আমি যাই।'

'ডিক,' বলতে গেল রিংবুল, থেমে গেল আবার। বিমূঢ় দেখাচ্ছে ওকে। ঠিক কী বলবে বুঝতে পারছে না যেন। শেষে কোনমতে বলল, 'আবার এসো, ডিক। যখন তোমার ইচ্ছে।'

নয়

শহরের পথে সারাক্ষণ রোডার কথাই ভেবেছে ডিক।

একেকবার একেক রূপে ধরা দিয়েছে মেয়েটি ওর চিন্তায়। কখনও ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ; কখনও বিপন্ন, বিপর্যস্ত। সব মিলিয়ে অস্পষ্ট, প্রচ্ছন্ন।

রোডাকে ভালমত জানা হয়নি ওর। সময় ও সুযোগ কোনটাই পাওয়া যায়নি। আর এখন মনে হচ্ছে, সে বরং ভালই হয়েছে। সে চায় না মেয়েটা ওর মনে ঠাঁই গেড়ে বসুক। তবে মেয়েটার বিপর্যস্ত মখ আর অস্থিরতার কথা ভোলা যাচ্ছে না।

শহরতলী পেরিয়ে এসে মূল শহরের সীমানায় ঢুকল ডিক। রাত বেশি হয়নি। তবে গেরস্ত ঘরবাড়ির বেশির ভাগই অন্ধকার। বাতি নিভিয়ে সকাল সকাল বিছানায় চলে গেছে বাসিন্দারা। তবে দোকানপাটে আলো জ্বলছে এখনও। সেলুন থেকে মাতালের হৈ চৈ, লোকজনের গল্পগুজব আর হাসি-ঠাট্টার শব্দ আসছে। সেলুনে ঢুকে এক ঢোক হুইস্কি খাবার শখ হলো ওর। পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল ফের। ইচ্ছেটাকে বাতিল করে দিয়ে লিভারি স্ট্যাবলের দিকে এগোল। ওখানে আস্তাবল রক্ষকের জিম্মায় রাখা নিজের বেডরোল নিয়ে বেরিয়ে এল ফের। কিছু জিনিস একাকী চিন্তা করার ব্যাপার আছে। রিংবুলের সাপারের আমন্ত্রণে না-যাওয়াটাই ভাল ছিল।

পাশাপাশি দুটো কুঁড়েঘরের পাশ কাটাল ও, আরও আধা ব্লক সামনে শহরের মূল ঘরবাড়ি শুরু। আচমকা এক ধরনের গা শিউরানো ভাব হলো ওর। অন্ধকারে সামনে তাকাল ও। মনে হচ্ছে কেউ যেন কড়া নজরে ওর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করছে, পাহারা দিচ্ছে ওকে।

দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর ফের পা বাড়াল সন্তর্পণে।

সমস্ত শরীর টান টান হয়ে উঠেছে ওর। এরকমই হয়ে থাকে শিকারী এবং শিকার দুটোরই ক্ষেত্রে। শিকারের ওপর লাফ দেবার কিংবা শিকারীর কবল থেকে বাঁচার জন্যে পালাবার আগের মুহূর্তে সারা শরীর লোহার মত শক্ত হয়ে যায়। তবে ডিক বুঝতে পারছে না এক্ষেত্রে তার ভূমিকা কী হবে? শিকারীর নাকি শিকারের?

ব্লকের প্রথম বাড়িটা পেরোচ্ছে ও। সামনে সামান্য লতাপাতা আর ঝোপ-ঝাড় উঠানের কোণে। কাছাকাছি হতেই ঝোপের ভেতর থেকে ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল একটা। সামনের রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল। ছায়ামূর্তিটা ঠিক কার, অন্ধকারে বুঝতে

পারছে না ডিক। হাঁটার গতি কমিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল ডিক। সতর্ক, পেশী টান টান। ছিনতাই বা রাহাজানির উদ্দেশ্যে ওর পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি লোকটা, ওর অন্য উদ্দেশ্য, বুঝতে পারল ডিক। ওর কাছ থেকে ছায়ামূর্তির দূরত্ব এখন প্রায় তিনফুট। হঠাৎ লোকটাকে চিনতে পারল ও। গার্ট? পেশীতে ঢিল পড়ল ওর।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ও রুক্ষস্বরে।

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম,' উল্লাসের সুর গার্টের গলায়।

জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে লোকটা, সামনে এগোচ্ছে না। ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল ডিকের কাছে। গার্ট যদি আবার লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে এসে থাকে তা হলে বলতে হবে অহেতুক সময় নষ্ট করছে। এক্ষেত্রে শত্রুকে প্রস্তুত হবার সুযোগ না-দেয়াই হলো নিয়ম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুচরা আলাপের সময় এটা নয়। কিন্তু গার্টের ভাব সাব দেখে মনে হচ্ছে প্রচুর সময় ওর হাতে এবং যা করতে এসেছে সে-ব্যাপারে সফল হবার ব্যাপারে ওর কোন সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না ডিক। তবে একটু আগে ওর ঢিল দেয়া পেশী আবার টান টান হয়ে উঠল।

'পথ ছেড়ে দাঁড়াও,' আবারও রুক্ষস্বরে বলল সে, পা বাড়াল সামনে।

পেছনে ক্ষীণ শব্দ, সচকিত হলো ডিক। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেল। অবাক হয়নি ও। এরকম কিছু একটা আন্দাজ করেছিল। গার্টকে অমন শীতল আর নিরুদ্বেগ দেখানোর অর্থ হলো এটাই। সাথে লোক আছে ওর। পেছনে ঝাড় থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

সামনে পেছনে দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা তার ওপর। ঘুসি চালাল ডিক। প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়ল একজন মাটিতে। তবে অন্যরাও সমানে কিল-ঘুসি চালাতে শুরু করেছে। একযোগে ঘুসির পর ঘুসি এসে আছড়ে পড়ছে ওর সারা গায়ে, মাথায়,

মুখে। লুটিয়ে পড়ল ডিক মাটিতে। চারদিক অন্ধকার হয়ে এল ওর।

একজন উবু হয়ে খামচে ধরল ওর কাঁধ। টেনে সোজা করতে চাইছে ওকে মারের সুবিধের জন্যে। হ্যাঁচকা টানে ওকে তুলল সে। ঘুসি হাঁকাল গার্ট ওর মুখে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ডিক। ঘোর কেটে গেল ওর। মাথা কাজ করতে শুরু করল আবার।

এর জন্যে, ওর মনে হলো, কোনভাবেই ও দায়ী নয়। ব্যাপারটা গার্ট নিজেই শুরু করেছে সম্পূর্ণ বিনা কারণে। ওর ভেতর থেকে ক্রোধ পাক খেয়ে উঠতে লাগল। রাগে ব্যথার কথা ভুলে গেল সে। 'গার্ট!' ভীষণ কণ্ঠে বলল। 'দাঁড়াও, তোমার নিকুচি করি।'

লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। ওর দুই পা কাঁপছে থরথর করে। ভয় পাচ্ছে পড়ে যায় কিনা। তবে স্রেফ জেদ আর মনের জোরেই দাঁড়িয়ে রইল। বেশিক্ষণ পারবে বলে বোধ হচ্ছে না। যা-ই হোক গার্টকে শায়েস্তা না-করে দুর্বলতার কাছে হার স্বীকার করবে না ডিক।

আচমকা হাত বাড়িয়ে গার্টের দু'বাহু ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ও, কাছে নিয়ে এল ওকে। এটুকু করতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠল ও, তবে ছাড়ল না গার্টকে। ওর বুকে মুখ গুঁজে দিল, কামড় লাগাল মাংসে। গুঁতো মারতে লাগল। ওকে ছুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করল গার্ট। ডিকের ঘাড়-পিঠের ওপর দমাদ্দম ঘুসি মারছে পেছন থেকে। প্রবল শক্তিতে গার্টকে নিয়ে ঘুরল ও। ওদের ঘুসি ঠেকাবার জন্যে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল গার্টের পেটকে। তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল গার্ট, 'ধরো ওকে, ধরো...'

ডিকের দৃষ্টি শক্তি প্রখর। ওর ক্লান্তিও কেটেছে কিছুটা। ঝোপঝাড়ের কাছে দুজনকে দেখল ও। ওর একটাই চিন্তা, যেভাবে হোক গার্টকে যতটা সম্ভব আঘাত করতে হবে।

শক্ত করে ধরে রেখেছে ও গার্টকে, ছাড়ছে না। আবার ঘুরান

দিল ও লোকটাকে। একজন ছুটে আসছিল ডিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ঠিক সে-মুহূর্তে ঘুরে গেল গার্টের শরীর। বেগে ছুটে আসা শত্রুর সাথে সংঘর্ষ হলো ঘুরে যাওয়া শরীরের। গলা ছেড়ে চেঁচাল গার্ট, খিস্তি ওগড়াল। উৎসাহ বোধ করল ডিক। ওকে শায়েস্তা করতে পারলে ওর চেলাচামুণ্ডারা লেজ তুলে ভাগবে।

ভীষণ জোরে হাঁটু চালাল ও ওপরের দিকে। প্রচণ্ড গুঁতো গার্টের গলায় লাগল। ঘোঁৎ করে উঠল গার্ট, দম বন্ধ হয়ে গেল। আবার যখন দম ফিরে পেল, গোঙানি বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। নিস্তেজ হয়ে এল দশাসই শরীর। ঢুলতে শুরু করল। একহাতে ধরে রেখে উপর্যুপরি ঘুসি মারল সে ওর মুখে, তারপর ছেড়ে দিল। হাঁটু ভেঙে পড়ে শুয়ে গেল গার্ট।

বিশাল শরীরটা ওর পায়ের কাছে পড়তেই পিছিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে লাফ দিয়ে টপকে যেতে চাইল ডিক। ভুলটা ওখানেই করল। লুটিয়ে পড়লেও জ্ঞান হারায়নি গার্ট। দুর্বল একটা হাত তুলে ডিকের পা ধরে টান দিল। টানে তেমন জোর না-থাকলেও সামান্য প্রতিবন্ধকতায় নিজের দুর্বলতার কারণে শরীরের ভারসাম্য হারাল ডিক। পতন থেকে বাঁচবার জন্যে স্বাভাবিকভাবে দুদিকে হাত মেলে ভারসাম্য ফিরে পাবার চেষ্টা করল সে।

মুহূর্তের জন্যে অরক্ষিত অবস্থায় রইল ও। সুযোগটা কাজে লাগাল গার্টের সঙ্গীরা। একত্রে হামলে পড়ল ওরা ওর ওপর।

নাকে প্রচণ্ড ঘুসি অনুভব করল ডিক। ব্যথা যেন বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা শরীরে। সামলে ওঠার আগেই তলপেটে লাথি খেল। আগের সে-দুর্বলতা গ্রাস করল ওকে আবার। শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। কিন্তু প্রচণ্ড জিদ খাড়া রাখল ওকে। আবার ঘুসি খেল, আবার। ওর প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশ কমে আসছে। তিনজনের বিরুদ্ধে একজনের অসম লড়াই নেহাত এক তরফা হয়ে উঠল। অন্ধের মত হাত-পা ছুঁড়ছে ও সামনের

দিকে। তবে তা শুধু শূন্যে বাতাসে ঢেউ খেলানো ছাড়া আর কিছু করতে পারল না।

গার্ট ততক্ষণে ধাতস্থ হয়ে সরে যাবার চেষ্টা করছে ওর কাছ থেকে। ঘুসি ছোঁড়া বন্ধ করে লাথি মারল ওকে। দুর্বল লাথি। গার্টের গড়িয়ে সরে যেতে থাকা শরীরের উদ্দেশে এগোল ডিক। কিন্তু সামনে থেকে একজনের প্রচণ্ড ঘুসি ওকে পিছিয়ে দিল। এরপর চারদিক থেকে উপর্যুপরি ঘুসি খেতে লাগল ও। দুর্বল হাত দুটো তুলে ঘুসি থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করল। এর মধ্যেই গার্টকে দেখল ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে। ওকে আবার শুইয়ে দেবার অদম্য ইচ্ছে জাগল ওর ভেতরে। কিন্তু শরীর সায় দিচ্ছে না। সে-শক্তি আর শরীরে নেই। গার্টের ভয়াবহ গর্জন কানে এল ওর, 'তোকে আমি খুন করব, শালা! তোকে শেষ করে ফেলব।'

ওরা সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বৃষ্টির মত বেদম ঘুসি আর লাথি খেতে খেতে জ্ঞান হারাল ও। ওরা যখন থামল, তখন সামান্যতম সাড়াও নেই ওর শরীরে। ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল ওরা। একটু সুস্থির হয়ে পরীক্ষা করল ডিকের শরীর। জীবনের কোন চিহ্ন নেই তাতে।

এতক্ষণের সোরগোলের পর হঠাৎ নীরব হয়ে গেল সব কিছু। একজনের ব্যাঙের মত কর্কশ গলা শোনা গেল, 'ও শেষ, গার্ট। ও আর কখনও উঠে দাঁড়াবে না।'

'সাবাস!' গুঙিয়ে উঠল গার্ট উল্লাসে। ওর নিজেরও কোন সন্দেহ নেই তাতে। চুপ হয়ে গেল ও আচমকা। বিশ্বাস হতে চাইছে না, ডিক রিফেলকে খুন করেছে ও। হ্যাঁ, ও-ই তো খুন করেছে। যেভাবেই হোক। এখন সে পাঁচশো ডলারের মালিক। ওর দামও এখন অনেক ওপরে উঠে গেছে গ্যাডিসের কাছে। বড় বেশি ব্যস্ত ছিল লোকটা এর ব্যাপারে। গার্টের কাছে ধরতে গেলে কেনা হয়ে যাবে এখন।

ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তার শেষ মাথায় চাইল ও। 'কেউ একজন আসছে। চলো, ভাগি।'

নিঃশব্দে ভৌতিক ছায়ার মত মিলিয়ে গেল ওরা রাস্তার অপর দিকে।

চাঁদ উঠেছে। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পড়েছে ওটার আলো। ডিকের নির্জীব, নিস্পন্দ শরীরেও।

দশ

অতিথিকে এভাবে বিদায় দেয়াটা পছন্দ হয়নি রিংবুলের। ওর মতে, রোডার কাছে আরেকটু ভাল ব্যবহার পাওনা ছিল ডিকের। ব্যাপারটা পীড়া দিতে শুরু করল ওকে। শেষে থাকতে না পেরে ওয়্যাগন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। উদ্দেশ্য, ডিককে পথে পেলে মেয়ের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

ওয়্যাগন নিয়ে রাস্তার মাথায় চলে এল ও। সামনে তাকাল। 'নাহ্,' নিজের মনে বিড় বিড় করল। 'আর পাওয়ার আশা নেই।' ওর ধারণা ছিল, পথেই নাগাল পেয়ে যাবে ডিকের। উপায়ান্তর না-দেখে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। জানে, শহরে গিয়ে অত লোকের ভীড়ে ডিককে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

ঘোড়া ফেরানোর জন্যে লাগামে টান দিতে যাবে, এ সময় রাস্তার দিকে নজর পড়ল ওর। চাঁদের আলোয় জমাট ছায়ার মত কিছু একটা দেখে দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করল। জমাটবাঁধা ছায়াটাকে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আরও ভাল করে দেখার জন্যে ওয়্যাগন

বক্সের ওপর উঠল ও। তারপর গুঙিয়ে উঠল মৃদুস্বরে, 'আরে!'

একটা মানুষ শুয়ে আছে, রাস্তার ওপর। শোয়ার ভঙ্গি দেখে দুটো সম্ভাবনার কথা মনে হলো ওর। লোকটা হয়তো মরে পড়ে আছে, নয়তো মাতাল। রিংবুল প্রথম সম্ভাবনাটাকে গুরুত্ব দিল। এখান থেকে সবচে' কাছের সেলুনটাও যেটুকু দূরত্বে, সেখান থেকে কারও পক্ষে মাতাল হয়ে এসে পড়ে থাকার জন্যে এটা অনেক পথ।

ওয়্যাগন নিয়ে লোকটার কাছে চলে এল রিংবুল। পরিচিত মনে হচ্ছে লোকটাকে। সন্ধিগ্ধস্বরে ডাকল, 'ডিক।'

কোন সাড়া না পেয়ে ওয়্যাগন থেকে নেমে লোকটার পাশে বসল হাঁটু গেড়ে। মাথা নাড়ল নিজের অনুমান ভুল হয়নি দেখে। একটা হাত তুলে নিজের হাতে নিল। ঠাণ্ডা, নিঃসাড় হাত। 'হা ঈশ্বর!' বিড়বিড় করল ও ক্ষোভের সাথে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ডিকের রক্তাক্ত মুখটা মুছে দিল ও। হতাশায় ওর ভেঙে পড়ার মত অবস্থা হয়েছে। এখানে ওর কিছুই করার নেই এখন। মরা মানুষের জন্যে কীই বা করা যাবে?

মুখ মুছে দেবার পর ক্ষতস্থানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কপাল, ভুরু, নাক আর চিবুকে অসংখ্য মারের চিহ্ন। বাম চিবুকের ক্ষতটা সবচে' মারাত্মক। ওটা থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে আবার। শূন্য দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল রিংবুল। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাবে, এমন সময় একটা কথা মনে পড়ল। প্রাণী মরে গেলে তার শরীরের অন্যান্য ক্রিয়ার মত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। ডিকের চিবুকের এ-ক্ষতটা থেকে এখনও রক্ত বেরোচ্ছে। তার মানে ও মারা যায়নি! জেসাস! তাই যেন হয়।

ডিকের শরীরের পাশে বসে নাকের কাছে কান পাতল রিংবুল। খুব আস্তে আস্তে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা

যাচ্ছে। বেঁচে আছে ডিক। তবে প্রায় না-বাঁচার মত।

আচমকা সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। চারদিকে চাইল ভয়চকিত চোখে। এ-ঘটনা কী করে, কজনে মিলে ঘটাল সে জানে না। তবে এটা একজনের কাজ নয়। এক দুজন লোকের পক্ষে সম্ভব নয় ডিককে শায়েস্তা করা। এখন কাজ সেরে ওরা চলে গেছে না আশেপাশে গা ঢাকা দিয়ে ওর ওপর নজর রাখছে, কে জানে? ওরা যদি আবার আসে?'

ভাবনাটাকে জোর করে একপাশে সরিয়ে দিল রিংবুল। কপালে যা-ই থাক, আগে ডিককে দেখতে হবে। ডিকের দু'কাঁধ ধরে টানতে শুরু করল ও। ওর জন্যে কাজটা সহজ হলো না। ওর চেয়ে ওজনে ভারী এবং শক্তিশালী ডিকের নিঃসাড় শরীরটাকে নাড়াতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো ওকে। অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ওয়্যাগনের পেছনে। এ-সময় গুঙিয়ে উঠল ডিক। ওর বদ্ধ ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফাঁক হলো দেখে ভাল লাগল রিংবুলের। যীশুর দয়ায় এ-যাত্রা বেঁচে যেতে পারে ডিক।

ওয়্যাগনের পেছনের অংশ নিচু করল রিংবুল। ডিকের কাঁধ ধরে মাথাটা তুলল ওটার ওপরে। তারপর প্রায় অমানুষিক পরিশ্রম করে শরীরের বেশিরভাগ তোলার পর ওয়্যাগনের পেছনের দিকটা উঁচু করল। এরপর ওপরে উঠে টেনে ওয়্যাগন বেডের মাঝামাঝি নিয়ে গেল।

কাজটা শেষ করে মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম নিল সে। তারপর ওয়্যাগন নিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

আরও প্রায় বিশ মিনিট পর কেবিনের কাছাকাছি পৌঁছল ওয়্যাগন। চিৎকার করে মেয়েকে ডাকল রিংবুল, 'রোডা, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসো।'

বাপের সাড়া পেয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রোডা, জিজ্ঞাসু চোখে চাইল বাপের দিকে। তারপর দৌড়ে গেল। 'কী হয়েছে, বাবা?'

দোরগোড়ায় না-পৌঁছা পর্যন্ত ওয়্যাগন থামাল না রিংবুল। রোডা হেঁটে এল ওয়্যাগনের পাশে পাশে। ওয়্যাগন থামিয়ে রিংবুল বলল, 'ডিক। পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দিয়েছে বেচারাকে।'

ডিকের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল রোডা। মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত দেখাল ওকে। চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তস্বরে বলল, 'ওকে ভেতরে নিয়ে যাই, বাবা? বিছানায় শুইয়ে দিই?'

'অবশ্যই,' সাথে সাথে সম্মতি জানাল রিংবুল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দুজনের মিলিত শক্তিতে এবার আর বিশেষ বেগ পেতে হলো না ডিককে ওয়্যাগন থেকে নামিয়ে ভেতরে নিয়ে যেতে। তবে যতটা না বয়ে নেয়া হলো, তারচে' বেশি টেনে হিঁচড়ে। কাজ শেষ করে বাপ-বেটি দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একসাথে হাঁফাতে লাগল।

ডিকের গা থেকে রক্তের দাগ লেগেছে রোডার জামায়। ওদিক তাকিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'ওর গা থেকে জামা খুলে নাও, বাবা। আমি গরম পানি নিয়ে আসি। ক্ষতগুলো সাফ করতে হবে।'

বুট জোড়া খসিয়ে নিল রিংবুল প্রথমে, তারপর প্যান্ট খুলে ফেলল। গায়ের শার্ট খোলা সম্ভব হলো না, ছুরি দিয়ে কেটে নিতে হলো।

প্রচণ্ড মার খেয়েছে ডিক, সারা গায়ে গোটা ছয়েক ক্ষতচিহ্ন। রক্তাক্ত। কিছু কিছু ফুলে উঠতে শুরু করেছে, সকালে পুরোপুরি টের পাওয়া যাবে।

শরীরের ওপর ভাগেই আঘাতের চিহ্ন বেশি। হাত বুলাল রিংবুল, আঙুলে টিপে দেখল ফুলে উঠতে শুরু করা জায়গাগুলো। পাঁজরার কয়েকটা হাড় ভেঙেছে সম্ভবত।

প্যানে করে গরম পানি আর গোটা কয়েক তোয়ালে নিয়ে এল রোডা। যত্নের সাথে সময় নিয়ে ডিকের মুখ আর শরীরের অন্যান্য জায়গার ক্ষতগুলো পরিষ্কার করল। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুছে

দিল। ঘণ্টা দুয়েক সময় আর বেশ কয়েক প্যান গরম পানি লাগল পুরো শরীর পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ লাগাতে। পুরো কাজটা করল সে অপূর্ব দক্ষতা আর যত্নের সাথে।

কাজটা শেষ করার পর বিপর্যস্ত দেখাল ওকে। উদ্বিগ্ন চোখে চাইল বাবার দিকে।

'কিচ্ছু হবে না ওর,' মেয়েকে আশ্বাস দিল পিতা। 'ও ঠিকই উঠে দাঁড়াবে দেখে নিও।' ল্যাম্পের আলোয় ওর মুখ ধূসর আর প্রাঞ্জল দেখাল। 'ওর গায়ে ষাঁড়ের মত জোর।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল রোডা। ওর কাঁধদুটো দুলে উঠছে মাঝে মাঝে, কান্না চাপার চেষ্টা করছে মেয়েটা। ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'মানুষেরা এমন কেন, বাবা? কেন এরা একে অন্যকে এভাবে আঘাত করে?'

মেয়ের কাঁধে নিজের বয়সী হাতটা রাখল রিংবুল। অবসন্ন স্বরে বলল, 'আমি জানি না, মা।'

অস্থিরতায় ভুগছে গ্যাডিস। সন্ধের আগেই ওকে কিছু একটা খবর দেবার কথা গার্টের। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গার্টের নিজেরই খবর নেই। কোনভাবে শান্ত হয়ে বসতে পারছে না গ্যাডিস। ডেস্কের ড্রয়ার খুলে হলুদ পেটমোটা বোতল বের করল একটা। কর্ক খুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল, তারপর ঢক ঢক গিলল কয়েক ঢোক। জ্বলতে জ্বলতে গলা দিয়ে নেমে পাকস্থলীতে পড়ল ঝাঁজাল তরল। স্বস্তি বোধ করল কিছুটা।

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শুনে কান খাড়া করল ও। এই পায়ের শব্দ ওর চেনা। এটা গার্টের পায়ের শব্দ। আজকের শব্দটা অবশ্য অন্য দিনের চেয়ে পৃথক। অনেকটা ভারী আর দৃঢ় মনে হচ্ছে। ডেস্কের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল গ্যাডিস। হাত দুটো কোলের ওপর রেখে নিরুদ্বেগ ভাব ধরল। অন্যের চোখে ওর অস্থিরতা ধরা পড়ুক, চায় না সে। দোর ঠেলে

আগন্তুক যখন ঢুকল, তখন ওকে শান্ত আর আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে।

খোঁড়াচ্ছে গার্ট। গ্যাডিস দেখল ওর সারামুখে কাটাছেঁড়া দাগ। ডান চিবুক থেঁতলানো, ফুলে উঠেছে বিশ্রীভাবে। হতাশ বোধ করল ও, আত্মবিশ্বাসী চেহারায় কালো ছায়া পড়ল। খবর নিশ্চয় ভাল নয়। গার্ট কি আবার ব্যর্থ হলো? তবে আগ বাড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস না-করে চুপ করে রইল গার্টের বক্তব্য শোনার অপেক্ষায়।

ডেস্কের ধারে দু'হাতের ভর রেখে দাঁড়াল গার্ট। 'আমার পাঁচশো ডলার ছাড়ো।'

খুশিতে প্রায় লাফ দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল গ্যাডিস। সময় মত নিজেকে সামলে নিল। মুখে কোন ভাব ফুটতে দিল না। শান্তস্বরে বলল, 'দেখে কিন্তু সেরকম মনে হচ্ছে না, গার্ট। মনে হয়, আচ্ছামতন ধোলাই খেয়ে লেজ তুলে ভেগে এসেছ আবার।'

'ও আর কখনও কাউকে ধোলাই দিতে পারবে না,' বেজার মুখে বলল গার্ট, গ্যাডিসের ঠাট্টা ওর ভাল লাগেনি। 'আমি ওকে শেষ করে দিয়েছি।'

এবার অবশ্য একটু খুশির ভাব দেখাতে হয়। হাসল গ্যাডিস। ও আসলে সবকিছু খুঁটিয়ে শুনতে চাইছে। কিন্তু কৌশলগত কারণে প্রশ্ন করতে পারছে না। কাজের লোকদের কাছে অতটা কৌতূহল দেখাতে নেই। ওরা তা হলে পেয়ে বসে। তবে সরাসরি প্রশ্ন না-করেও গার্টের মত মোটা বুদ্ধির মানুষদের পেট থেকে কথা বের করে নেয়াটা কোন ব্যাপার নয়। 'তা কাজটা কজন মিলে করেছ?' হালকা স্বরে জানতে চাইল।

গুঙিয়ে উঠল গার্ট। 'কাজটা আমি একাই করেছি।' রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল ওর।

খোঁচাটা ঠিক মতই লেগেছে, বুঝতে পারল গ্যাডিস। কাজটা একা করেনি ও, সাথে বন্ধুবান্ধবও ছিল। একজন কিংবা তার

চেয়ে বেশি। একা করলে রেগে উঠত না, শান্তভাবেই তা জানাত। নিশ্চিন্ত হলো গ্যাডিস। গার্টের মত দুর্ধর্ষ দু'তিনজনের সাথে একা পেরে ওঠার মত শক্তিশালী ডিক নিশ্চয় নয়। আর, একবার বাগে পেলে শত্রুকে জানে শেষ না-করে ছাড়ার বান্দা গার্ট নয়।

'অবশ্যই, গার্ট,' গলায় সমীহের সুর ফোটাল গ্যাডিস। জানে, মালিকের কাছে এটুকু স্বীকৃতি পেলেই বর্তে যাবে গার্ট। ড্রয়ার খুলে টাকার বান্ডিল বের করল। আড়চোখে লক্ষ করল গার্টের গোমড়া মুখের ঔজ্জ্বল্য আর দুচোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠা লোভ। মৃদু হেসে গুণতে শুরু করল গ্যাডিস। পাঁচখানা নোট গুণে ঠেলে দিল গার্টের দিকে। হাসল আবার। 'তোমার সাথে বাজি ধরতে দেখছি আমাকে আরও সতর্ক হতে হবে।'

চেয়ার থেকে উঠে ডেস্কের পাশ ঘুরে গার্টের কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল ও। রীতিমত সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'তোমার সামনে দাঁড়ায়, আমার মনে হয় না, এমন লোক কোথাও আছে।' মৃদু চাপড় লাগাল প্রশস্ত কাঁধে, আস্তে করে ঠেলা দিল। বুঝতে পারল গার্ট। মালিক এবার একা থাকতে চায়। এখানে ওর আর কোন দরকার নেই।

টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল ও। খুশিতে সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে প্রায় উড়ে চলল ও। প্রথমে ভাল একটা সেলুনে গিয়ে ঢুকতে হবে।

নিজের ভাবনায় ফের মগ্ন হয়ে পড়ল গ্যাডিস। ডিক রিফেলের আসার পর থেকে ব্যবসাপাতিতে মন দেবার সুযোগ পাচ্ছিল না। ফলে নাইজেল রিংবুল নামের লোকটা বারবার চিঠির মাধ্যমে ওর প্রস্তাব পেয়েও তা ফিরিয়ে দিয়ে রয়ে গেছে এখনও। বুড়ো রিংবুলের দখলে এরকম একটা জায়গা থাকার কোন মানে নেই। গ্যাডিস একবার ওখান থেকে সশরীরে ঘুরে এলে জায়গাটা ছেড়ে দিতে পারলেই খুশি হবে ও। মনস্থির করে ফেলল গ্যাডিস।

প্যান আর ল্যুবকে ডাকার জন্যে দোর খুলতে গিয়ে মনে পড়ল, ওদের দুজনকে গতকাল অন্য একটা কাজে ফলসম পাঠানো হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে ফিরবে না ওরা।

বিষণ্ণ হাসি হাসল ও। আতঙ্ক মানুষকে ভোঁতা করে ফেলে। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝতে দেয় না। অথচ ওই জিনিসগুলোই সবচে গুরুত্বপূর্ণ। ভালই হলো। ও আর এখন আতঙ্কিত নয়। ডিক রিফেলের বিনাশ ওকে এখন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে। থাকুক ব্যাটা রিংবুল আরও দিন দুয়েক। প্যান আর ল্যুর ফলসম থেকে ফিরে এলেই ওর পাত্তা লাগানো যাবে। এর মধ্যে বরং ব্যাপারটা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখার সময় পাচ্ছে ও।

জ্ঞান ফিরে এল ডিকের। নড়াচড়া করতে গিয়ে অসহ্য ব্যথা টের পেল সে। ব্যথা ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে শরীরে। চোখ খুলল ও, তাকাল চারপাশে। একটা বিছানায় শুয়ে আছে সে। কী করে এখানে এল মনে করতে পারছে না। কেউ নিশ্চয় সাহায্য করেছে। মাথায় হাত দিয়ে ব্যান্ডেজের অস্তিত্ব টের পেল। যেই এনে থাকুক, যত্ন নিয়েছে ওর। পর্দার ওপাশে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কান পাতল ও। একটু পরে একজনের গলা শোনা গেল, 'হ্যালো।'

রোডা রিংবুল। পর্দার এপাশে চলে এল মেয়েটা। বিছানার পাশে দাঁড়াল। ক্লান্ত, শুকনো মুখ ওর, চোখের নীচে কালি পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে, দীর্ঘ সময় ধরে ঘুম থেকে বঞ্চিত রয়েছে মেয়েটা।

'গতরাতে এখানে কে এনেছে আমাকে?' জানতে চাইল ডিক।

'গতরাতে নয়, আরও দু'রাত আগে,' জবাব দিল রোডা।

'দুদিন ধরে জ্ঞান ছিল না আমার?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রোডা। 'তোমাকে ওভাবে বিদায় করে দিয়ে পরে খারাপ লাগতে শুরু করেছিল আম...আমাদের। তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করিনি আমি। তাই বাবাকে পাঠিয়েছিলাম আমার হয়ে তোমার কাছে মাফ চাইতে। আমরা তোমার কাছে সত্যি সত্যিই ঋণী। বাবা তোমাকে রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিল।'

রোডার দিকে তাকিয়ে রইল ডিক। মেয়েটির ব্যাপারে শীতলতার যে কঠিন আবরণ গড়ে তুলেছিল নিজের মধ্যে, টের পেল, আস্তে আস্তে তা গলতে শুরু করেছে। ক্লিষ্ট হাসি হাসল ও। বলল, 'আমার মনে হয় ঋণের চেয়ে এখন ঋণ পরিশোধের পরিমাণটাই বেশি হয়ে গেছে। আমি কৃতজ্ঞ, ম্যাম।'

রোডা হাসল না। 'কাজটা গার্টের, না?'

কঠিন হয়ে উঠল ডিকের চেহারা। 'হ্যাঁ।'

'আমাদের সাথে ওর খারাপ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল ব্যাপারটা। তুমি সে জন্যে ওকে শায়েস্তা করেছিলে। তার বদলে ও তোমার এ-অবস্থা করেছে। এরপর তুমি ফের ওর খোঁজে বেরোবে, তাই না?'

'ওকে আমি খুঁজে বের করবই,' একগুঁয়ে স্বরে বলল ডিক।

'আমারও তা-ই বিশ্বাস,' সায় দিল রোডা। 'কিন্তু এটা একটা অনিঃশেষ প্রক্রিয়া। চলতেই থাকবে। কোনদিন শেষ হবে না,' অসহিষ্ণু শোনাল ওর গলা। 'তুমি যদি ওকে খুন করো, ওর বন্ধুবান্ধব আছে, ওরা তোমাকে ছাড়বে না। এভাবে এটা চলতে থাকবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর...'

হাল ছেড়ে দিল ডিক। বুঝতে পারছে, মেয়েটাকে বোঝাতে পারবে না সে। ওর অনেক কিছুই মেয়েটির অপছন্দ। ভাই রেমি রিফেলকে খুঁজে বের করা ও হ্যারি ডেজার্টের সন্ধান লাভ–ভার্জিনিয়া সিটিতে আসার সময় এ দুটোই ছিল ওর আসল কাজ। গার্টের সাথে সংঘাতের ব্যাপারটা এখানে আসার পর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই যুক্ত হয়েছে তার সাথে। এখানে ওর কোন হাত নেই। ওদিকে হ্যারি ডেজার্টের সাথে ওর সংঘাত এখন

অনিবার্য। একে এড়িয়ে চলা মানে নিজের ওপর একজনের অত্যাচারকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া। একজন পুরুষ, তারচে বলা ভাল, একজন মানুষের জন্যে কখনও তা বাঞ্ছনীয় নয়। আর এর প্রতিবিধান করতে গেলে সংঘর্ষ, রক্তপাত এসব ঘটবেই। সেক্ষেত্রে রোডা রিংবুলের মত শান্তিপ্রিয় মেয়েরা কী ভাববে, সেটা কোন ব্যাপার নয়।

'শোনো মেয়ে,' কঠিন মুখে বলল ডিক। 'আমি এখানে কেন এসেছি, তা আগেই বলেছি তোমাকে। আবারও বলছি আমি এখানে এসেছি দুটো লোককে খুন করতে। বুঝেছ?'

নিষেধ করার ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রোডা, ওর বাহুর কাছে এসে ওকে ছোঁয়ার আগেই থেমে গেল ওটা। 'প্রথম জনের কথা তুমি বলেছ। যখন অচেতন ছিলে, তখন মাঝে মধ্যে বিড়বিড় করেছিলে...'

ডিকের মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। 'ওই লোকটার সাথেই যে আমার বউ পালিয়ে এসেছিল, তা কি তোমাকে বলেছি? আমি ওর পেছনে সময় নষ্ট করতাম না। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ও আমার ছেলেকেও নিয়ে এসেছে। আমার ছেলে, বব, মাত্র তিন বছর বয়স ওর। ও আমার কাছেই থাকবে, ওর কাছে নয়।' চোখ সরিয়ে নিল ও রোডার দিক থেকে, দূরে দেয়ালের দিকে তাকাল। 'কিন্তু আমি জানি না, আমার ছেলে আদৌ বেঁচে আছে কি না?'

'ডিক...' নরম গলায় ডাকল রোডা।

ওর দিকে ফিরল ডিক। 'আমি আজ চলে যাব।'

'সে কী!' চমকে উঠল রোডা। 'কোথায় যাবে তুমি? তোমার তো এখন নড়াচড়া করার মত অবস্থাও নয়।'

পাত্তা দিল না ডিক। 'আমি এখনই চলে যাচ্ছি।'

অপলক কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে রইল রোডা। চোখ নামাল না ডিক নিজেও। এ-সময়টায় ওরা একে অন্যকে

বুঝতে চেষ্টা করল। পারল না। এরপর চোখ নামাল দুজনেই। 'বেশ,' ভারী স্বরে বলল রোডা। 'আমি তোমার কাপড়চোপড় নিয়ে আসছি।'

পর্দা সরিয়ে সবেগে অন্তর্হিত হলো মেয়েটা। ওর অসন্তোষ বুঝতে পারছে ডিক। কিন্তু সে নাচার। মেয়েটার ব্যাপারে ভেতরে ভেতরে আবার দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেছে ও। কিন্তু সে চায় না তেমন কিছু ঘটুক। তাই সময় থাকতে সতর্কতা অবলম্বন করা ভাল।

ওর কাপড়চোপড় নিয়ে ফিরে এল রোডা, বিছানার প্রান্তে রাখল। বুটজোড়া রাখল খাটের নীচে মেঝেয়। ডিক দেখল জামাটা পরিষ্কার করে ধোয়া, ছেঁড়া জায়গাগুলো রিপু করা হয়েছে যত্নের সাথে। ওর দিকে তাকাল না রোডা। 'আর কিছু লাগলে ডেকো। আমি বাইরে থাকব।'

চুপ করে রইল ডিক। জানে, কথার পিঠে কথা আসে। আর কথা বলতে গেলে কোন এক মুহূর্তে হয়তো নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে মেয়েটার কাছে।

ধুপ-ধাপ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল রোডা। কাঠের দরজা বন্ধ হবার জোর আওয়াজ শুনে ম্লান হাসল ডিক। ওর নীরবতার জবাব সরবতার মাধ্যমেই দিল মেয়েটি। ওর আচরণ পছন্দ হয়নি রোডার, সপাটে দরজা লাগিয়ে বুঝিয়ে দিল তা।

কাপড় পরতে গিয়ে সামান্য পরিশ্রমে হাঁফিয়ে উঠল ডিক। বুঝতে পারল কতটা দুর্বল ও। শরীর জুড়ে ব্যথার তীক্ষ্ণ অনুভূতি কমে এখন এক ধরনের ভোঁতা যন্ত্রণায় রূপ নিয়েছে। তাতে অবশ্য খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না নড়াচড়া করতে। তবে আড়ষ্ট পেশী সাড়া দিতে চাইছে না। প্যান্টের ভেতরে শার্ট গোঁজা শেষ করে থামল ও বিশ্রাম নেবার জন্যে। হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল। প্যান্টের বোতাম লাগিয়ে বিছানার প্রান্তে বসল। এক মুহূর্ত আগেও মোটামুটি আরামে ছিল সে নরম বিছানায় শুয়ে। শরীরের

ব্যথা-বেদনা কমে আসার সাথে সাথে একটা আরামদায়ক অবসাদে আচ্ছন্ন হচ্ছিল। দুর্বলতা তেমন একটা টের পাওয়া যাচ্ছিল না তখন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, 'এতটা তাড়াহুড়ো না-করলেও চলত। আরেকটা দিন বিছানায় শুয়ে বসে কাটালে বরং লাভই হত, লোকসান হত না।'

বুটজোড়া পরতে গিয়ে আরেকবার কসরত করতে হলো ওকে। এরপর উঠে দাঁড়াল। দুর্বল পায়ে হাঁটতে গিয়ে টলে উঠল শরীর। খাটের কিনারা ধরে টাল সামলাল। খানিকপর একটু সুস্থির হয়ে পর্দা সরিয়ে হাঁটতে শুরু করল। প্রথম কয়েক পা এলোমেলোভাবে পড়লেও ধীরে ধীরে ছন্দ ফিরে পেল। কেবিনের মাঝখানে এসে থেমে চারপাশে চোখ বুলাল। স্টোভে ফুটছে পাত্রভরা সুপ। গন্ধে ম ম করছে সারা ঘর। ভরপেট খেয়ে নিতে পারলে হয়তো আরেকটু ভাল লাগত ওর। ঝোঁকের মুখে চলে যাবার কথা বলাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। নিজের গানবেল্ট আর অস্ত্রটা দোয়লে টাঙানো দেখে পেড়ে নিয়ে কোমরে পরে নিল। ওয়্যাগনে করে ওকে শহরে দিয়ে আসার জন্যে রিংবুলকে বলবে কিনা ভাবছে।

দরজার দিকে তাকাল ও। হঠাৎ বাইরে যেন ক্রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠল কেউ। কান খাড়া করতেই নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল। এটা নিশ্চয় রোডার গলা, কারণ রোডা ছাড়া আর কোন মেয়ে নেই এখানে। পলকে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিল সে। লাফ দিল দরজা বরাবর। দরজা খুলে বেরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে জমে গেল।

গজ দশেক দূরে মাটিতে পড়ে আছে নাইজেল রিংবুল। এক হাতে কপাল চেপে ধরেছে, বাকি হাতটা বেমক্কা মুচড়ে আছে মাটির সাথে। কপাল থেকে রক্তের ধারা নামছে আঙুলের ফাঁক গলে। ওর শরীরের ওপর ঝুঁকে আছে একটা লোক, হাসছে দাঁত বের করে। ওর হাতে একটা অস্ত্র। বাড়ি মারার ভঙ্গিতে ধরে

আছে লোকটা অস্ত্রটা। প্রথম বাড়িতে কেবিন মালিকের কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে সে।

রোডার হাতদুটো জাপ্টে ধরে আছে আরেক লোক। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে রোডা, শক্তিতে এঁটে উঠছে না। ওর মুখে আতঙ্কের চিহ্ন মাত্র নেই। রাগে গনগনে আগুনের মত লাল হয়ে উঠেছে ফরসা মুখ। ওর ব্লাউজ ছেঁড়া, সাদা কাঁধদুটো অনাবৃত। থেকে থেকে ঝিকিয়ে উঠছে ওর নরম মসৃণ নগ্ন ত্বক। ঘোর লেগে গেল ডিকের চোখে। পরক্ষণে কাটিয়ে উঠল সেটা।

বড় করে শ্বাস টেনে ক্লান্তি কাটাবার চেষ্টা করল ডিক। তারপর কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাড়ো, ছাড়ো ওকে।'

অপ্রত্যাশিত গলা শুনে ঝট করে মাথা তুলল সবাই। বিমূঢ় দেখাল এক মুহূর্ত সবাইকে। পরমুহূর্তে রিংবুলের ওপর ঝুঁকে থাকা লোকটা সোজা হয়ে পিস্তল উঁচাল ওর দিকে। গুলি করল ডিক নির্দ্বিধায়। 'আঁউ' করে অন্তিম চিৎকার ছাড়ল অস্ত্রধারী, হাত থেকে ফেলে দিল পিস্তল। নিজেও লুটিয়ে পড়ল রিংবুলের পায়ের ওপর।

দ্বিতীয় লোকটার দিকে পিস্তল উঁচাল ডিক। কিন্তু লাইন অভ ফায়ারে রোডাকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল। চিৎকার করে সামনে এগোল ও। দুর্বলতার কথা ভুলে গেছে। রোডাকে ছেড়ে দিয়ে খিঁচে দৌড় লাগাল লোকটা। তবে ভয় পেলেও বুদ্ধি হারায়নি। রোডাকে নিজের ও ডিকের মাঝখানে রেখে দৌড়াতে লাগল।

ডিক একপাশে সরে গিয়ে লাইন অভ ফায়ারে আনার চেষ্টা করছে লোকটাকে। কিন্তু লোকটাও সেয়ানা কম নয়। দৌড়াতে দৌড়াতে পিছু ফিরছে এক মুহূর্ত পরপর। যতবারই ডিক ওকে পিস্তলের লাইনে পাবার চেষ্টা করল, ততবারই দক্ষতার সাথে এদিক ওদিক সরে গিয়ে রোডার লাইনে রাখল নিজেকে। প্রত্যেকবার গুলি ছুঁড়তে গিয়ে থেমে যাচ্ছে ডিক, পাছে রোডার গায়ে লাগে। রোডা যদি ছুটে চলে আসত ডিকের দিকে, কিংবা

জায়গায় বসে যেত, তা হলে লোকটার চালাকি কাজে আসত না। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতা এবং জলজ্যান্ত একটা লোককে খুন হয়ে যেতে দেখে সে এতটাই বিমূঢ় হয়ে গেছে, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ওর কাছে পৌঁছার আগে গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেল না ডিক। ও যখন রোডার কাছে পৌঁছল, তখন শখানেক গজ দূরে ঝোপঝাড়ের কাছাকাছি চলে গেছে লোকটা। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলছে ডিকের, গুলি ছুঁড়ল সে। হোঁচট খেল লোকটা। খুশি হয়ে উঠল ডিক, নিশ্চয় গুলি লেগেছে। কিন্তু ওকে হতাশ করে দিয়ে প্রায় ল্যাঙচাতে ল্যাঙচাতে ঝোপের আড়ালে চলে গেল পলাতক।

ওকে অনুসরণ করার জন্যে পা বাড়াতে গেল ডিক, কিন্তু বাহুতে টান খেয়ে ফিরে দাঁড়াল। ওকে আঁকড়ে ধরল রোডা। 'আগে বাবাকে দেখো, প্লি...জ!' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা।

থামল ডিক, সজোরে নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণের উত্তেজনায় ওর দুর্বলতা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন থামতেই জেঁকে বসল সারা শরীরে। নিজের দুর্বল পা দুটোকে অভিশম্পাত দিল ও মনে মনে। লোকটাকে অনুসরণ করার ইচ্ছে ছিল ওর, ইচ্ছে ছিল আরেকটা গুলি ওর শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে সঙ্গীর মত ওরও ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না প্রধানত ওর দুর্বলতা, এবং কিছুটা রোডার কারণে।

লোকটার ধাবমান পায়ের আওয়াজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। ওদিকে তাকিয়ে রইল ও ঝোপের ফাঁকে হয়তো আবার দেখা যেতে পারে সে আশায়। তবে লাভ হলো না।

রোডার দিকে ফিরল ও। 'তুমি ঠিক আছো, ম্যাম?'

রোডা ঠিক আছে, তবে ওর ভয় বাবার জন্যে। ওর চোখের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে নিল ডিক। 'ঠিক আছে,' মেয়েটাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। 'আমি দেখছি।'

রিংবুলের কাছে গেল ও, ওকে ধরে তুলে বসিয়ে দিল। ঝুঁকে বসে পরীক্ষা করল। বন্দুকের ব্যারেলের আঘাতে কপাল কেটে গেছে ইঞ্চি তিনেক। ফাঁক হয়ে গেছে চামড়া। বীভৎস দেখাচ্ছে। তবে যতটা দেখাচ্ছে, অতটা খারাপ নয় অবস্থা। সিধে হয়ে রোডার দিকে চাইল। 'ভয়ের কিছু নেই। কেটে গেছে শুধু। হাড়টাড় ভাঙেনি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দৌড়ে এল রোডা। বাপকে দাঁড়াতে সাহায্য করল ডিকের সাথে। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে পা বাড়াল রিংবুল। নিজের রক্তমাখা হাত আর ধুলোমাখা শরীরের দিকে চাইল। রাগে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। খিস্তি আওড়াল, 'নরকের কীটেরা!'

'কারা ওরা বলো তো?' জানতে চাইল ডিক।

মাথা নাড়ল রিংবুল। 'জীবনেও দেখিনি এদের।' মেয়ের দিকে চাইল। 'তুই ঠিক আছিস, মা?'

বাচ্চা মেয়ের মত কম পক্ষে তিনবার মাথা দোলাল রোডা, যেন যেভাবেই হোক, বাবাকে বোঝানো চাই যে, তার কিচ্ছুই হয়নি, একদম কিচ্ছু না।

'কী ঘটেছিল এখানে?' আবার জানতে চাইল ডিক। 'ওরা এরকম করল কেন?'

'ঘোড়ার ডিম কিছুই বুঝতে পারছি না। ওদের দেখলাম রোডার সাথে কথা বলছে। ব্যাপার কী জানতে গেলাম, একজন আচমকা বন্দুকের ব্যারেল দিয়ে আঘাত করল কপালে।'

রোডার দিকে চাইল ডিক জিজ্ঞাসু চোখে। মাথা নাড়ল রোডা। 'আমিও কিচ্ছু জানি না, ডিক। ওদের একজন আমাকে জোর করে ধরে রেখেছিল, আরেকজন বাবাকে মারল। আমার মনে হয়, বাবাকে মারার পর আমি যেভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, তা শুনে তুমি বেরিয়ে এসেছ।'

'ওরা কি মাতাল ছিল?'

জবাব দেবার আগে দুজনে ভাবল একটু, তারপর মাথা নাড়ল।

রোডা বলল, 'লোকটা সারাক্ষণ আমাকে ধরে রেখেছিল। মাতাল হলে অবশ্যই গন্ধ পেতাম। এত কাছ থেকে গন্ধ মিস করার কথা নয়।'

মৃত লোকটার দিকে চাইল রোডা, আগের মতই ওর চোখে ঘৃণা আর আতঙ্ক আশা করল ডিক। কিন্তু তার বদলে রাগের ঝিলিক দেখতে পেয়ে অবাক হলো কিছুটা। অদ্ভুত স্বরে বলল রোডা, 'এ-লোকটাই আমার বাবাকে আঘাত করেছিল। ডিক, তুমি ওকে গুলি করায় আমি খুব খুশি হয়েছি। ওর লাশ দেখতে একটুও খারাপ লাগছে না আমার।'

ভ্রূ কুঁচকে লাশটির দিকে চাইল ডিক। কে এই লোকটা? সাধারণ কোন ক্রিমিনাল? তা হলে বলতে হবে বেচারার কপাল মন্দ। হয়তো এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিল, রোডার মত সুন্দরী মেয়েকে একা দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। তবে ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। লোকগুলো মাতাল নয়। মাতাল ছাড়া সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এমন কাণ্ড ঘটানোর মত সুস্থ মস্তিষ্কের লোক পশ্চিমে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে কোন মেয়েকে এভাবে নির্যাতন করে পার পাবে না। সারা দেশ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে, পিছু ধাওয়া করবে, তারপর ধরে এনে স্রেফ লটকে দেবে সবচে' উঁচু কটনউডের ডাল থেকে। তা ছাড়া নিঃসঙ্গ পুরুষের জন্যে ভার্জিনিয়া সিটিতে মেয়ের অভাব নেই। টাকার বদলে হাত বাড়ালেই গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে মানুষ এখানে। গেরস্ত ঘরের মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে নিজের ক্ষতি করার মত দুর্বুদ্ধি কারও হবে না।

এর পেছনে নিশ্চয় অন্য কারণ আছে। কিন্তু সেটা কী, যদি জানতে পারত। ওর মনে হচ্ছে, কেউ এদের পাঠিয়েছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে-উদ্দেশ্যটা কী? কে বা পাঠিয়েছে?

এই প্রশ্নের আপাতত কোন উত্তর নেই দেখে একপাশে সরিয়ে রাখল ডিক। রোডাকে বলল, 'তুমি কেবিনে যাও।'

অবাধ্যতার ঝিলিক দেখা গেল রোডার চোখে, পরমুহূর্তে মত পাল্টে ডিকের আদেশ পালন করল। শুকনো হাসি হাসল ডিক। রোডার প্রতিক্রিয়ার তড়িৎ পরিবর্তন অবাক করেছে ওকে, এবং সম্ভবত রোডা নিজেও অবাক হয়েছে। আসলে, সব ক্ষেত্রেই, সময় একটা বড় ব্যাপার। কখন কী করা উচিত, সময়ই তা ঠিক করে দেয়।

'নাইজেল,' বুড়োর দিকে ফিরল ও। 'যে পালিয়েছে, ওকে ধরতে হবে।'

'ওকি ফের আসবে ভাবছ?'

'আমার তা-ই মনে হচ্ছে। সে-সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।' থামল ডিক। আবার আসলে লোকটা একা আসবে না।'

কেবিন ও তার আশপাশটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল ডিক। কেবিনের দুদিকে দুটো দেয়াল। তারপরেই শুরু হয়েছে ছোট ছোট গাছগাছড়া আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড়ের দঙ্গল। ফলে যে কেউই চাইলে ওসব জঙ্গলের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে কেবিনের কাছাকাছি চলে আসতে পারবে।

লাশটার দিকে চাইল ডিক। নিচু হয়ে বলল, 'আমার সাথে ধরো।'

কষ্টে এগিয়ে গেল রিংবুল। দুজনে মিলে বয়ে নিয়ে গেল ওটাকে জঙ্গলের কাছাকাছি পরিষ্কার একটা জায়গায়। ওর বন্ধুরা হয়তো ওর জন্যে ফিরে আসতে পারে।

ওরা তিনজনে কেবিনে গিয়ে ঢুকল। 'আমার এটাই সম্বল,' বলল রিংবুল। 'আমার কাছ থেকে ওরা এটা কোনভাবেই ছিনিয়ে নিতে পারবে না।' ডিকের দিকে ফিরল। 'তুমি কিছু সময় থাকছ, না?'

'না' বলে দিতে যাচ্ছিল ডিক, পরে ওকে নিয়ে বাপ-মেয়ের

মধ্যে টানাপোড়েনের কথা মনে হতেই মত পাল্টে বলল, 'হ্যাঁ, থাকছি।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল সে চারপাশে। চিন্তা করছে। আক্রমণকারীরা কেবিনের কাছে আসার আগেই যদি টের পাওয়া যায়, তা হলে কেবিনের বাসিন্দাদের জন্যে অনেকটা সুরক্ষা হয়ে যায়।

হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। একটা উপায় পাওয়া গেছে, কাজ হতে পারে এতে। 'নাইজেল,' ডাকল ও। 'ঘোড়া বের করো। ওয়েলস ফারগোর অফিসে কাঁটাতার পাওয়া যায়। এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে এসো যতটা পারো।'

এগারো

ফুর্তিতে আছে গ্যাডিস। যাকে নিয়ে ওর আতঙ্কের শেষ ছিল না, তাকে খতম করা গেছে। সে সাথে আরেকটা বড় ধরনের দাঁও মারার কাজও প্রায় সম্পূর্ণ করা গেছে। বুড়ো রিংবুল এতক্ষণে তল্পিতল্পা গুটাচ্ছে সম্ভবত। আনন্দের শেষ নেই ওর। এমন ওষুধ দেয়া গেছে ত্যাঁদড় বুড়োকে, এখন যা বলবে, তাতেই রাজি হতে দিশে পাবে না।

নীচে হলঘর থেকে পায়ের আওয়াজ শুনল গ্যাডিস। টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখা পা দুটো গুটিয়ে নীচে নামিয়ে সোজা হয়ে গেল। প্যান আর ল্যুব আসছে মনে হয়। কাজটা কীভাবে করল, তা রিপোর্ট করবে। ওকে হয়তো কথা বলতে হবে রিংবুলের

সাথে। সেটা ভাল। এসব কাজে আইনের যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকা উচিত, তাতে ভবিষ্যতে গোলমালের আশঙ্কা কমে যায়।

দোর ঠেলে ঘরে ঢুকল ল্যুব। ওর বাঁ কাঁধের শার্ট রক্তে ভেজা, যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে গেছে, সহ্য করার চেষ্টা করছে। অনেক কষ্টে পা টেনে টেনে হাঁটছে।

এক ফুঁয়ে যেন নিভিয়ে দিল কেউ গ্যাডিসের মুখের উজ্জ্বলতা। ডজনখানেক নানারকমের আশঙ্কা ঝড় তুলল ওর মনে। সবার আগে ভাবল, বুড়ো রিংবুল তা হলে লড়েছে! কিন্তু ওর বিরুদ্ধে দুজন লোক পাঠিয়েছে সে। এদের যে কোন একজনই ওর মত বুড়ো হাবড়াকে থাবড়ে থামিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। তা হলে কি মেয়েটাও বাধা দিয়েছে! কীভাবে? খালি হাতে নাকি অস্ত্র নিয়ে? কিন্তু তবু ব্যাপারটা অসম্ভব। এক বুড়ো আর তার মেয়ে মিলে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে দুই জোয়ানমদ্দ পুরুষকে!

খেঁকিয়ে উঠল সে, 'ব্যাপার কী? প্যান কোথায়?'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ল্যুব, তাকাল গ্যাডিসের দিকে। ওর চোখে সমীহ নয়, একই সাথে যন্ত্রণা আর ঘৃণার ভাব টের পেল গ্যাডিস। ওর প্রতিই। নিজের রক্তমাখা ডান হাত তুলে বাঁ কাঁধ ছুঁলো ল্যুব। যন্ত্রণায় আবার কুঁচকে গেল ওর মুখ।

'প্যান মারা গেছে,' ভারী গলায় বলল সে। গ্যাডিসের ওপর থেকে চোখ সরায়নি একবারও।

খিস্তি করল গ্যাডিস। 'কী! মারা গেছে?'

সাথে সাথে জবাব দিল না ল্যুব। যেন নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল। পাঁচ সেকেন্ড পর ধীর স্বরে বলল, 'তোমার কথামতই কাজ করেছি আমরা। একটুও নড়চড় করিনি। আমি মেয়েটিকে জাপ্টে ধরে রেখেছি। বুড়ো ছুটে এল। অস্ত্রের বাড়ি মেরে প্যান ফেলে দিল বুড়োকে। তারপর বলল, ওর মেয়েকে তুলে আনতে আজ রাতে আবার যাব আমরা।'

বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটল গ্যাডিসের মুখে। সব কিছুই তো ওর নির্দেশমাফিক ঘটেছে। তা হলে! প্যান মারা গেল কেন? ল্যুবেরও বা এ-দশা কেন? হাঁ করে ল্যুবের দিকে চেয়ে রইল ও।

রাগের চিহ্ন ফুটল ল্যুবের চোখে। 'তুমি বলেছিলে ওখানে কেবল ওরা দুজনই থাকবে।'

'ঠিকই তো বলেছি।' চকিতে সন্দেহের ছায়া খেলল গ্যাডিসের চোখে। 'কেন, আরও কেউ ছিল নাকি?' পুরানো শঙ্কাটা মাথাচাড়া দিল মনে।

'বিশাল শরীরের একজন। আগে আর দেখিনি কখনও। আমরা বুড়ো আর ওর মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত, আচমকা কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে এক গুলিতেই শুইয়ে দিল প্যানকে। অনেক দূর থেকে করা গুলি। প্যান কোন চান্সই পায়নি। অবস্থা বেগতিক দেখে মেয়েটাকে ছেড়ে খিঁচে দৌড় লাগিয়েছি আমি। এক ঝলক যা দেখেছি, তাতে মনে হলো বিশাল শরীরের লোকটার মাথা ও মুখে ব্যান্ডেজ জড়ানো।

'মেয়েটাকে ওর আর আমার মাঝখানে রেখে দৌড়েছিলাম আমি, যাতে ও গুলি করতে ভয় পায়। তাতেই বেঁচে গেছি এ-যাত্রা। কিন্তু তবু শেষ রক্ষা হয়নি। জঙ্গলে ঢোকার আগ মুহূর্তে মেয়েটার কাছে পৌঁছে যায় লোকটা, তারপর নিশ্চিন্তে গুলি করে। পরের গুলিটাও যে ফসকায়নি, আমাকে দেখে এতক্ষণে নিশ্চয় টের পেয়ে গেছ। ভাগ্যিস জঙ্গলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম, নইলে পরের গুলিটা হয়তো মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিত।' থামল ল্যুব। তারপর বলল, 'গুলি কী করে ছুঁড়তে হয়, জানে লোকটা।'

আনমনা ভঙ্গিতে দেরাজটা খুলল গ্যাডিস। ভেতরে একটা পিস্তল। ডান হাত আস্তে আস্তে পিস্তলের বাঁটের গোড়ায় গিয়ে স্থির হলো ওর। ল্যুবের চোখে বুনোভাব লক্ষ করেছে সে। এ অবস্থায় যাচ্ছেতাই কাজ করে ফেলতে পারে বোকাটা। আগেভাগে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা ভাল।

'আমি আর প্যান অনেকদিন এক সাথে ছিলাম,' হিংস্র শোনাল ল্যুবের গলা। 'আমরা দুজনে ভাল বন্ধু ছিলাম। তুমি বলেছিলে ওখানে আর কেউ থাকবে না। অথচ...নিকুচি করি তোমার!' অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল।

নিমেষে অস্ত্র বেরিয়ে এল গ্যাডিসের। ল্যুবের বুক সই করল। 'ওই কাজটা করতে যেয়ো না ল্যুব। শেষ রক্ষা করতে পারবে না। মনে রেখো, তোমার চেয়ে আমি সেরা। বুদ্ধিতে।'

ল্যুবের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু ওকে দেখছে না গ্যাডিস। ওর মাথা কাজ করছে ঝড়ের বেগে। পুরানো শঙ্কাটা আবার শেকড় গেড়ে বসতে যাচ্ছে ওর মনে। ল্যুব বলছে, মাথা-মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা বিশাল লোক। এ-লোক ডিক রিফেল ছাড়া আর কে?

কিন্তু গার্টের দেয়া খবর অনুযায়ী ডিক রিফেল তো এখন মরে ভূত হয়ে থাকার কথা। তা ছাড়া রিংবুলদের সাথে ওর কী সম্পর্ক?

হতাশায় কাঁধ ঝাঁকাল ল্যুব। দুহাত ছড়িয়ে দিল দুদিকে। তবে ওর চোখ থেকে ঘৃণার ভাব এক ফোঁটাও কমেনি।

সামনে ঝুঁকে ওর চোখে চোখ রাখল গ্যাডিস। ওর মুখ শান্ত। অনুতাপের সুর ফোটান গলায়, 'আমি জানতাম না, ল্যুব, ওখানে আর কেউ থাকতে পারে। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি। তাই তোমাকে আরেকটা সুযোগ দেব, যাতে তুমি প্যানের খুনের বদলা নিতে পারো। সুযোগটা আজ রাতেই কাজে লাগাও। তোমার সাথে প্রচুর লোক পাবে।'

বুনো দৃষ্টি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল ল্যুবের, ঘৃণার ভাবও জমল কিছুটা। 'আমি যাব,' কর্কশ স্বরে বলল, 'প্যানের খুনের প্রতিশোধ নিতে যাব।' থামল ও। সহজভঙ্গিতে তাকাল গ্যাডিসের দিকে। 'সম্ভবত তোমার কথাই ঠিক। তুমি হয়তো জানতেই না ওরা তিনজন থাকতে পারে। তবে,' আবার থামল

সে, তারপর প্রচ্ছন্ন হুমকির স্বরে বলল, 'তোমার কথা যদি ঠিক না-থাকে, তা হলে প্যানের জন্যে তোমাকেই দায়ী করব আমি।' উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'আমি আবার আসব।'

পিস্তল দেরাজের মধ্যে রাখল গ্যাডিস। এটার আর প্রয়োজন নেই এখন। সঙ্কট কেটে গেছে। তবে ফের শুরু হতেও দেরি হবে না, যদি পরের কাজটা শুরু করা না-যায়। প্যানের মৃত্যুর জন্যে ল্যুব কাউকে না কাউকে দায়ী করতে চাইবে। 'গার্টকে খুঁজে নিয়ে এসো, ল্যুব। আমার কাছে পাঠাও।' হুকুম দিল সে।

নড করে বেরিয়ে গেল ল্যুব, পেছনে ভেজিয়ে গেল দরজাটা।

দেরাজ খুলে পিস্তলটা ফের হাতে নিল গ্যাডিস। দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে ভারী পায়ের শব্দ শুনল কান পেতে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল গার্ট। 'বস, ল্যুব বলছিল তুমি নাকি আমাকে খুঁ...' ডেস্কের পেছনে চেয়ার খালি দেখে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল ওর। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছনে। অস্ত্রহাতে গ্যাডিসকে দেখে হাঁ হয়ে গেল মুখ। 'মানে...ব্যা...ব্যা...'

'পারটা কী' বলার আগেই চিবুকে ঘুসি খেয়ে টলে উঠল গার্ট। গ্যাডিসের তীব্র ঘৃণা আর প্রচণ্ড রাগে হাঁকানো পুরো শক্তির ঘুসিতে ঝিম ধরে গেছে ওর মাথায়।

যতটা ব্যথা পেয়েছে, তারচে' বেশি অবাক হয়েছে গার্ট। 'নরকের দোহাই! কী হয়েছে, পেগ, বলবে তো?'

জবাবে গ্যাডিসের হাতে উদ্যত পিস্তল দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ওর। 'পেগ, তুমি...' বলতে বলতে এক পা পিছিয়ে গেল।

'তোকে আমার খুন করা উচিত, বেজন্মা মিথ্যুক কোথাকার!' এক পা এগিয়ে গার্টের পেটে পিস্তল ঠেসে ধরল গ্যাডিস।

ওর চোখে খেপাটে দৃষ্টি, ভয় পেয়ে গেল গার্ট, পিছিয়ে গেল। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। কথা বলতে গিয়ে টের পেল গলা

শুকিয়ে গেছে। কোলা ব্যাঙের মত কর্কশ স্বর বেরোল মুখ দিয়ে। 'আ-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কীসের কথা বলছ।'

প্রচণ্ড রাগ সামলানোর চেষ্টা করছে গ্যাডিস। 'তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছ। তুমি ওকে খুন করতে পারোনি, তাই না? চুপ করে থেকো না!'

বিপন্ন বোধ করছে গার্ট। ব্যাপারটা সত্যি বুঝে উঠতে পারছে না সে। বার কয়েক ঢোক গিলল। তারপর জানতে চাইল, 'কার কথা বলছ, পেগ?'

'তুমি আমার কাছ থেকে পাঁচশো ডলার নিয়েছিলে, নাওনি?'

এতক্ষণে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল গার্টের। 'আচ্ছা! তুমি ওর কথা বলছ? আমি ওকে খতম করে দিয়েছি। রাস্তায় ফেলে এসেছি ওর লাশ। ধ্যাৎ, এবার পিস্তলটা নামাও তো। ও আর বেঁচে নেই।'

ওর বোকাটে, নিষ্ঠুর মুখটায় বাড়ি মারার ভঙ্গিতে পিস্তলটা নাচাল গ্যাডিস। 'না, ও বেঁচে আছে। বহাল তবিয়তে আছে রিংবুলদের সাথে। কিন্তু ওদের সাথে ওর সম্পর্ক হলো কী করে?'

'এক বুড়ো আর তার মেয়ে তো?' জানতে চাইল গার্ট। হঠাৎ মুখ ঝুলে পড়ল ওর। ব্যাপারটা গ্যাডিসকে জানাতে চায়নি সে, কিন্তু এখন আর লুকানোর উপায় নেই। বেমক্কা প্রশ্ন করে ফেঁসে গেছে। 'ইয়ে—মানে, ব্যাপারটা তখন থেকে শুরু হয়েছিল। ওর অভিযোগ, আমি নাকি ধাক্কা মেরে মেয়েটাকে ফেলে দিয়েছিলাম রাস্তা থেকে...'

আবার খুনে দৃষ্টি ফুটল গ্যাডিসের চোখে। এই তা হলে ব্যাপার। স্টেজ উল্টে নয়, ডিক রিফেলের হাতে মার খেয়েই প্রথমবার চোখ-মুখ ফুলেছিল গার্টের।

হারামজাদা বেজন্মাটা নিজেই একই সাথে পথ দেখিয়ে এনেছে ডিক রিফেল আর রিংবুলদের। ওকে খুন করার জন্যে এই একটা কারণই যথেষ্ট।

গ্যাডিসের মনোভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ওর মুখে। আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল গার্ট। ককিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও, বস। প্লিজ, কথা শোনো। ওর ব্যবস্থা আমিই করছি, যেভাবেই হোক। এইবার আমি ওর কল্লা কেটে এনে তোমাকে দেখাব।'

ঠাণ্ডা চোখে ওকে জরিপ করল গ্যাডিস। 'তোমাকে ঠিক তা-ই করতে হবে। নইলে তোমার নিজের কল্লাই কেটে নেব আমি। যাও, ল্যুবকে সাথে নিয়ে বুদ্ধি পাকাও। আর লোক যত লাগে নাও।'

গার্টের মুখে রঙ ফিরে এল কিছুটা। 'রিংবুলদের কী হবে?'

'চাও নাকি ওরা সবখানে বলে বেড়াক, তুমি ডিক রিফেলকে খুন করেছ?'

'না, কক্‌খনো না।'

'তা হলে কী করবে সেটা তুমিই মাথা খাটিয়ে ঠিক করে নাও।'

হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল গার্ট। ব্যাপারটার আপাত মীমাংসায় খেই ফিরে পেয়েছে। ওর চোখে এখন ভয়ের বদলে কৌতূহল। বিশালদেহীর ব্যাপারে গ্যাডিসের ব্যস্ত সমস্ত ভাব এবং খুন করার জন্যে প্রবল আগ্রহ চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে ওকে। ওর চিন্তা-ভাবনা গ্যাডিস ধরতে পারছে। তবে আপাতত সেদিকে মন দিতে চাচ্ছে না সে। গার্ট এখন নিজের সমস্যায় ব্যস্ত। ওটা সামলে ওঠার আগে অন্যদিকে মন দেবার সময় পাবে না। আর যখন মন দেবার সময় পাবে, তখন গ্যাডিস এ-সমস্যার মূলসহ উচ্ছেদ করে ফেলবে।

গ্যাডিসের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর ভরসা পেল না গার্ট। ঘাড় ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করল ফের। দরজা পেরিয়ে চোখের আড়াল হবার পর ওর অস্পষ্ট গলা শুনল গ্যাডিস, 'দেখা হবে, পেগ। পরে।'

কাঁটাতার জিনিসটা দুচোখে দেখতে পারে না ডিক। কিন্তু এখন

তাকে নেহাত দায়ে পড়ে কাজ করতে হচ্ছে কাঁটাতার নিয়ে। চামড়ার গ্লাভস খোঁচা খাওয়া থেকে হাতদুটোকে বাঁচালেও ওর শার্টের কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে।

কেবিন থেকে দুশো গজ দূরে গাছপালা এবং জঙ্গলের ভেতর সাপের মত পেঁচিয়ে কাঁটাতারের ঘের দেয়া হয়েছে। কাজটা করতে গিয়ে তিনজনে রীতিমত গলদঘর্ম হয়েছে ওরা। শেষ করতে করতে সন্ধে উতরে গেছে। এটা একধরনের মরণফাঁদ। মানুষ-পশু উভয়ের জন্যেই। টান টান করে লাগানো কাঁটাতারের সাথে দ্রুত বেগে ধাক্কা খাওয়া মাত্র ধারাল কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে শরীর। অন্ধকারে মানুষ কিংবা পশু দুটোই জড়িয়ে যায়। তারপর ছাড়া পাবার জন্যে যতই চেষ্টা করে, ততই আরও বেশি জড়িয়ে যায়।

'আমি হলে জান গেলেও আসব না এ-পথে,' মন্তব্য করল রিংবুল।

'আগে থেকে জানা গেলে কেউই আসবে না,' হাসল ডিক।

আকাশের দিকে তাকাল ও। মেঘাচ্ছন্ন। এরকমই যেন থাকে, মনে মনে প্রার্থনা করল। আজকের রাতে চাঁদ চায় না সে। চাঁদের আলোয় পুরোপুরি ভেস্তে যাবে ওর প্ল্যান।

মাঝে মাঝে ওর মনে হচ্ছে আজ রাতে এসব ঝামেলায় না-গেলেও চলত। সে যেরকম ভাবছে, সে রকম নাও ঘটতে পারে, আবার এটাও মনে হচ্ছে, একজন লোক এখানে মরে পড়ে আছে আর তার সঙ্গী বাইরে—ব্যাপারটার অন্য দিকে মোড় নেয়ার সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে রিংবুল, কথা বলতে রীতিমত কেঁপে কেঁপে উঠছে গলার স্বর। 'এরপর আমরা কী করব, ডিক?'

'অপেক্ষা,' শান্তস্বরে বলল ডিক। নিজের মনের ভাব বুড়োর

কাছে প্রকাশ করছে না ও; আসলে ও উদ্বেগ ভোগ করছে ভেতরে ভেতরে। এখানে এ-নির্জন কেবিনে ওর প্রতিরোধ ব্যবস্থা কতটা কাজ দেবে ঠিক বুঝতে পারছে না। একজন অসুস্থ বুড়ো আর মহিলাকে রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে সে। ওর হয়তো উচিত ছিল, এরকম ঝুঁকি না-নিয়ে ওদের নিয়ে শহরে চলে যাওয়া। কিন্তু ওখানেও সমস্যা আছে। ওখানে অহেতুক লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হত—এবং শেরিফ আর্থারকেও সন্দেহের খোরাক যোগানো হত। সেটা আরও বিব্রতকর। তারচে' এই ভাল।

সব উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলে কেবিনের দিকে চলল ও, রিংবুল অনুসরণ করল ওকে। রোডা অপেক্ষা করছিল। ডিক দেখল ওর মুখ শুকনো, ফ্যাকাসে হয়ে আছে। ওর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে মাথা ঝাঁকাল আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে। মুখে বলল, 'বাতি নিভিয়ে দাও। দূর থেকে কাউকে কেবিনটাকে টার্গেট করতে দেয়া ঠিক হবে না। আর,' ওর হাতের ছোট্ট পিস্তলটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওটা হাতের কাছেই রেখো।'

ও কী বলছে, সেদিকে তেমন মনোযোগী মনে হলো না রোডাকে। মেয়েটা যেন একধরনের ঘোরের মধ্যে আছে। নিষ্প্রাণ চোখে দেখছে সব কিছু, কিংবা কিছুই দেখছে না, তাকাচ্ছে শুধু। 'রোডা,' অসহিষ্ণুস্বরে ডাকল ডিক।

'বলো, শুনছি,' মৃদুস্বরে সাড়া দিল মেয়েটা।

'আমরা যখন বেরোব, তখন তুমি এখানে থাকবে। আমি আসার আগ পর্যন্ত নড়বে না এখান থেকে।' রোডাকে ওর দিকে তাকাতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি শুনেছ আমি কী বলেছি?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রোডা।

বাইরে নার্ভাস ভঙ্গিতে নিজের রাইফেল আঁকড়ে ধরে আছে রিংবুল।

'মাথা নিচু করে রাখো,' ওকে সতর্ক করে দিল ডিক। 'ওরা

যদি আসে, আগে কাঁটাতারের ওপর এসে পড়তে দাও। তারপর চালাবে গুলি। তার আগে নয় কিন্তু।'

'ডিক, আমার ভয় করছে।' নিজের মনের অবস্থা প্রকাশ করল রিংবুল।

'অবশ্যই,' ওর কাঁধ ছুঁয়ে দিল ডিক। 'আমারও সে অবস্থা।'

মিথ্যে বলছে না ডিক। সত্যিই ভয় পাচ্ছে ও, তবে ওর নিজের জন্যে নয়। একজন বুড়ো ভদ্রলোক এবং তার মেয়ের নিরাপত্তার জন্যে।

কেবিনের সামনের দিকে একটা মোটামুটি ঘন ঝোপের ছায়ায় রিংবুলকে বসিয়ে দিল ডিক, নিজে চলে গেল কেবিনের পেছনে। ওর ধারণা, আক্রমণটা সামনের চেয়ে পেছন থেকে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

শুয়ে পড়ল ও জায়গা বেছে নিয়ে। ভাবছে, ওরা যদি বেশি লোক এসে থাকে, তা হলে যে কোন দিক থেকে কেবিনে হামলা হতে পারে।

আচমকা দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল চারদিক। চাঁদের ওপর থেকে মেঘ সরে গেছে। খিস্তি আওড়াল ডিক, হতাশায় মুষড়ে পড়ল। চাঁদের নরম আলোয় রূপার মত চকচক করছে নতুন কাঁটাতার। পরিকল্পনাটা তা হলে বৃথা গেল! অন্ধকার ও আকস্মিকতার যে-সুবিধেটুকু সে পেতে চেয়েছিল, সেটুকু পাওয়া গেল না আর। প্রকৃতির বিরূপতার কারণে শত্রুরাই উল্টো লাভবান হতে যাচ্ছে।

দুমিনিট পরে মেঘ আবার একত্র হতে শুরু করল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডিক। একটুপর আবার আঁধার হয়ে গেল চারদিক।

সুনসান নীরবতা। কীটপতঙ্গ পর্যন্ত চুপচাপ। রাতের যে নিজস্ব শব্দ, তাও যেন বিলুপ্ত। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে জীবিত কোন প্রাণী, পাছে ভয়ানক কোন শোরগোল ওঠে।

টান টান হয়ে উঠেছে ডিকের শরীর, চেতনা। মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এখন, এ-মুহূর্তেই।

নিঃশব্দে এদিক ওদিক মাথা ঘোরাল ও। তীক্ষ্ণ চোখে রাতের আঁধার ভেদ করে দেখতে চাইছে। একটু পরে খুব আস্তে করে নিঃশ্বাস ফেলল। পাথরের সাথে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে ও। স্বস্তি বোধ করল অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে ভেবে। খুশি হলো নিজের অনুমান ভুল হয়নি দেখে।

খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। তারমানে এই নয় যে, ধাবমান ঘোড়া থেমে পড়েছে কোথাও। আসছে ওগুলো, নরম, পাতা বিছানো মাটিতে খুরের শব্দ খেয়ে যাচ্ছে বলে আওয়াজ হচ্ছে না। কান পাতল ও, খুরের শব্দ কিংবা জিনের খসখস আওয়াজ শোনার আশায়। কিন্তু কোন শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না। মাথা নাড়ল ও মনে মনে। শব্দ শুনতে পেলে হামলাকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেত।

মনে প্রাণে যে-শব্দটা শোনার আশায় উৎকর্ণ হয়ে আছে ও, সে-শব্দটা এল। তবে এত জোরে আর আচমকা যে, রীতিমত চমকে উঠল ও। ভয়ানক নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল একটা মরণ চিৎকার এবং আর্তকণ্ঠের খিস্তি খেউড়ে। চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দ করে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা, পেছনে ওকে অনুসরণ করল আরেকটা। ওদের সম্মিলিত আওয়াজ ওদের অবস্থানের হদিশ দিল ডিককে। সম্মিলিত চিৎকার আরও প্রকট হয়ে উঠল। ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছে, বুঝতে পারল ডিক। নীচে বিছিয়ে রাখা কাঁটাতারে জড়িয়ে গেছে ওগুলোর খুর আর পা। ভীত সন্ত্রস্ত প্রাণীগুলো যতই পা ছাড়িয়ে নিতে চাইছে, ততই জড়িয়ে যাচ্ছে ওগুলোর সাথে। অবোধ প্রাণীগুলোর জন্যে কষ্ট হতে লাগল ডিকের, ঠিক এ সময় আরোহীদের চিৎকার শুনল। পরমুহূর্তে কেবিনের সামনে থেকেও একই রকমের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল।

'জাইলস,' রিংবুলকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইল ও, লাফ দিয়ে উপুড় অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল। একটা ঘোড়া ছুটতে দেখা যাচ্ছে সামনে। রাইফেল ওঠাল ও, সাইটে চোখ রেখে ঘোড়ার পিঠে আরোহীর আবছা ছায়া দেখল। ট্রিগার টেনে দিল। গুড়ুম শব্দের সাথে কাঁধে বাঁটের ধাক্কা অনুভব করল ও, পরমুহূর্তে অশ্বারোহীর আকাশফাটা চিৎকারে কানে তালা লেগে গেল। ঘোড়াটা আরেক লাফ এগোতেই পিঠ থেকে সওয়ারীকে ছিটকে পড়তে দেখল সে।

কয়েক পা সামনে এগোল ডিক। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল। ভীত সন্ত্রস্ত আরেকজন রাইডারকে দেখল কাঁটাতারের সাথে পা জড়িয়ে যাওয়া বাহনকে ছাড়ানোর কাজে ব্যতিব্যস্ত। অবিরাম তাড়নায় শেষ পর্যন্ত সামনে ঝাঁপ দিল দিশেহারা প্রাণীটা। পায়ে আরও শক্ত হয়ে এঁটে গেল কাঁটাতার। ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ার এক সেকেন্ড আগে গুলি করল ডিক। ঘোড়ার পিঠ থেকে লুটিয়ে পড়ল হামলাকারী।

একটা ঘোড়াকে পড়ে থাকতে দেখল ডিক, আরেকটা পাগলের মত দাপাদাপি করছে কাঁটাতার থেকে পা ছাড়ানোর জন্যে। থেকে থেকে চেঁচাচ্ছে আর্তস্বরে। কেবিনের সামনে থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। ঘুরে ওদিকে ছুটল সে। চিৎকার করে ডাকল, 'নাইজেল।'

ও ভয় পাচ্ছে, পাচ্ছে রিংবুল ওর ছোটার শব্দে ভয় পেয়ে গুলি করে বসে। আবার ডাকল, 'নাইজেল, আমি আসছি।'

রিংবুলের কাছে গিয়ে পৌঁছল ডিক। দেখল, উত্তেজনায় রীতিমত খাবি খাচ্ছে বুড়ো। 'দুজন, ডিক।' আঙুলের কর গুনে দেখাল। 'একজনকে স্যাডল থেকে ফেলে দিয়েছি। আরেকজন ঘোড়াসহ ছিটকে পড়েছে ওখানে। গুলি করতে পারিনি। আহত হয়েছে বেচারা।' হাসল। 'শুনছে না ককাচ্ছে?'

নিচু স্বরে গোঙানি এবং সাথে অশ্রাব্য খিস্তি কানে এল

ডিকের। শারীরিক যন্ত্রণায় বেদিশা হয়ে গেছে আহত হামলাকারী। চুপচাপ পড়ে না-থেকে যেভাবে শব্দ করছে, তাতে যে প্রতিপক্ষের গুলির টার্গেট হতে পারে আবার, তাও ভুলে গেছে।

'দাঁড়াও, আমি ওকে দেখছি,' বলল ডিক। সামনে এগোল।

খিস্তি খেউড় বন্ধ হয়ে গেল, তবে ককানি চলছে সমানতালে। এমন সময় মেঘ সরে গেল, চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চাঁদের আলোয়। পুরো দৃশ্যটা দেখল ডিক।

নিখুঁত শট রিংবুলের। ঘোড়াটা মরে পড়ে আছে। কাঁটাতারে জড়ানো ওর চার পা। ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ওর মুখ, হাত রক্তাক্ত; কাঁটাতারের আঘাতে জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন। সারা গায়ে তার জড়িয়ে আছে ওর। নিজেকে ছাড়ানোর জন্যে প্রাণপাত করছে। কিন্তু একদিক ছাড়াতেই অন্যদিক জড়িয়ে যাচ্ছে ফের। আবার মুখ ছুটল ওর। একই সাথে *বেজন্মা* কাঁটাতার আর কাঁটাতারের ফাঁদ যে বসিয়েছে, সে *কুত্তার বাচ্চার* পিণ্ডি চটকাচ্ছে। ডিক চিনতে পারল লোকটাকে।

'গার্ট,' চেঁচিয়ে ডাকল ও।

ঝট করে ফিরতে চাইল লোকটা। পারল না। কাঁটাতারে আটকে যাওয়া শরীরে সমস্যা হচ্ছে। জান্তব আক্রোশে গুঙিয়ে উঠল। ডিককে চিনতে পেরেছে ও। মাথা নাড়ল, তারপর হাত বাড়াতে গেল পিস্তলের দিকে। তাও পারল না। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে ও। তবু চেষ্টা চালাতে লাগল হাত ছাড়ানোর জন্যে; অনেক কষ্টে বাঁটের কাছে হাত নিয়ে গেল।

এ-লোককে করুণা দেখানোর ন্যূনতম প্রয়োজন বোধ করল না ডিক। গুলি করল সে। সারাসরি বুক ভেদ করল গার্টের।

রিংবুলের কাছে এল ডিক। 'চারজন, নাইজেল। এবার যাও, রোডার কী অবস্থা দেখো। ওকে বলো, আর কোন সমস্যা নেই, সব মিটে গেছে।'

প্রায় নাচতে নাচতে কেবিনের দিকে চলল রিংবুল। ডিক ওকে অনুসরণ করল।

কেবিনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে জানালায় বাতির ছটা দেখল সে। এতক্ষণ ধরে গোলাগুলির শব্দে নিশ্চয় মুষড়ে পড়েছে মেয়েটি। কেবিনের পেছনে চলে গেল সে। ওখানে দুটো ঘোড়া পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। দুটো গুলি খরচ করে ঘোড়াদুটোকে চিরতরে যন্ত্রণামুক্ত করল ডিক। খারাপ লাগতে লাগল। অবোধ জন্তুগুলোর এরকম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু প্রাপ্য ছিল না। মালিকদের দুষ্কর্মের কারণেই ভুগতে হলো ওদের। ঝুঁকে লাশ দুটো দেখল সে, চিনতে পারল না কাউকে। চারজনের মধ্যে কেবল গার্টই ছিল ওর পরিচিত।

আবার কেবিনের সামনে চলে এল ও। উবু হয়ে বসে সিগারেট রোল করে ধরাল। বুক ভরে ধোঁয়া গিলল। বিস্বাদ লাগায় মুখ বিকৃত করল। আজকের রাতটা আসলেই এক অনিবার্য দুর্ভাগ্যের রাত। আজ রাতের হানাহানি গভীর দাগ কাটবে রোডার মনে। আরও বিতৃষ্ণা বোধ করবে ও। ডিকের সাথে ওর দূরত্ব আরও বেড়ে যাবে। চিন্তাটা ভীষণ পীড়া দিতে লাগল ওকে।

একটু পরে কেবিন থেকে রিংবুল বেরিয়ে এল। ওর পাশে এসে বসল। হাত বাড়িয়ে মেকিংস নিয়ে সিগারেট বানাতে বানাতে বলল, 'ও একদম স্বাভাবিক, ডিক। আমার মত ভয় পায়নি।' থুতু দিয়ে ভিজিয়ে সিগারেটের পেপারটা মুড়ে নিল। 'আমি একই সাথে ভীত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম।'

'চারজনের মধ্যে কাউকে চিনতে পেরেছ?' ডিক জানতে চাইল।

মাথা ঝাঁকাল রিংবুল। 'একজনকে, আজ বিকেলের ব্যর্থ অভিযানে ছিল লোকটা। তুমি ওকে গুলি করে মিস করেছিলে। রাতে শক্তি সঞ্চয় করে এসেছে। ওকে শেষ করেছি আমি। তুমি

শেষ করেছ গার্টকে। বাকি দুজনকে দেখিনি এখনও।'

হাতের টোকায় সিগারেটের গোড়া দূরে ছুঁড়ে দিল ডিক। 'যাও, ওদের দেখে এসো।'

রিংবুল উঠে যেতেই ভ্রূ কুঁচকাল ডিক। হিসেব মেলাতে পারছে না। গার্ট ওকে ঘৃণা করত। সে কারণে এখানে এসে হামলা চালাতে পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ওর জন্যে যে আরও দুটো নিরীহ মানুষ কষ্ট পেতে পারে, সে-চিন্তা করার মত বিবেক ওর নেই। বিকেলের ঘটনার সাথে যদি ওর সম্পর্ক না থাকে, তা হলে ধরে নেয়া যায়, ওকে খুন করার জন্যে গার্টের এই উন্মত্ত হামলা। কিন্তু ওদের তো জানার কথা নয় যে, আজ বিকেলে ডিক কেবিনে ছিল।

রিংবুল ফিরে এল। 'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল, 'জীবনে এদের কারও চেহারা দেখেছি বলেও মনে করতে পারছি না।...ডিক, রোডা তোমাকে দেখতে চায়।'

ও নিজেও তো দেখতে চায় রোডাকে। কিন্তু মেয়েটার মুখোমুখি হতে ভয় করছে ওর। মুখে বিতৃষ্ণা আর অসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে রোডা দেখছে ওকে, ভাবতেও খারাপ লাগছে।

উঠে কেবিনের দিকে চলল ডিক। মেয়েটার চোখের প্রথম চাউনিই ওকে বলে দেবে ব্যাপারটাকে সে কীভাবে নিয়েছে।

রিংবুল ওর সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'ডিক, দেখতেই পাচ্ছ, তোমাকে ছাড়া আমি কতটা অসহায়। তুমি না-থাকলে আজ...যাক সে কথা। তুমি আমার সাথে থেকে যাও। এ-জায়গাটার জন্যে যেরকম কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে, মনে হচ্ছে জায়গাটা সোনার চেয়ে দামী।'

ওর দিকে তাকাল ডিক, মনে মনে ওর কথাগুলো বিচার করছে। রিংবুলের ধারণানুযায়ী জায়গাটা যদি সোনার চেয়ে দামী হয়, তা হলে সে এখানে থেকে যেতে পারে। জায়গাটা দামী না-হবারও কোন কারণ নেই। চারদিকে তো মানুষ এখন মাটি খুঁড়ে

সোনা বের করছে। সুতরাং থেকে গেলে...

পরমুহূর্তে চিন্তাটাকে ঝাপ্টা মেরে একপাশে সরিয়ে দিল সে। নিরাসক্ত গলায় বলল, 'আমার অত সময় নেই, নাইজেল।'

কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা তার মনের কথা নয়। এখানে থেকে মানে সারাক্ষণ রোডার কাছাকাছি থাকা। কিন্তু রোডার সাথে ওর চিন্তা ও কাজের পাহাড় সমান অমিল। ওর থেকে যাওয়ার ব্যাপারটা কখনও ভাল চোখে দেখবে না। রিংবুলের হতাশ ভাব ওর চোখ এড়াল না। খারাপ লাগল বেচারার জন্যে। কিন্তু কী করতে পারে সে?

দরজার কাছেই ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল রোডা। ওর চোখে চোখ রাখল ডিক। কোন ভাব নেই ওখানে, নিরাসক্ত।

'রোডা, এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না,' বলল সে। এরপর চুপ করে গেল। হাত দুটো মেলে দিল দুদিকে। এরচে' বেশি বলার আর দরকার নেই।

'আমরা নিজেরা হলেও,' কথা বলল রোডা। 'হয়তো এরকমই করার চেষ্টা করতাম। আমি ঠিক কী বলতে চাইছি, বুঝতে পারছ, ডিক?'

জবাব দিল না ডিক। সে জানে, এটা একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস। ভয়াবহতার স্মৃতি যখন ফিকে হয়ে আসবে, তখন ওর মনে হবে, কাজটা এভাবে না-করলেও চলত। তখন এটা না হলে যা হত, তা যত ভয়ঙ্করই হোক, তার চেয়ে এটাকেই বেশি ভয়ানক মনে হবে। 'কিন্তু সে জন্যে তোমার কাছে আমার কোন ধন্যবাদ পাওনা নেই,' রুক্ষস্বরে বলল সে।

ওর মুখের দিকে চাইল রোডা; হঠাৎ এমন নিস্পৃহতা হতাশ করেছে ওকে।

'রোডা,' ডিক বলল। 'আমি চাই তুমি আর তোমার বাবা শহরে গিয়ে থাকো। এ-জায়গা বড্ড বেশি নির্জন। কী বলো?'

'ঠিক আছে, ডিক,' শক্ত মুখে জবাব দিল রোডা।

নিজের ভেতরে ক্ষরণ টের পেল ডিক। ওর ইচ্ছে হচ্ছে বিপর্যস্ত মেয়েটা বুকে টেনে নেয়, আশ্বস্ত করে ওকে, কিন্তু মেয়েটার এ আকস্মিক দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে না সে।

বারো

'কী!' রীতিমত চমকে উঠল শেরিফ আর্থার লিভিংস্টোন। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে না-পেরে শেষ পর্যন্ত মেরীর ছেলের শরণাপন্ন হলো। 'জেসাস!'

পরমুহূর্তে খেয়াল হলো ওর সামনে একজন ভদ্রমহিলাও আছেন, বিড়বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল, 'দুঃখিত, ম্যাম।' এরপর কড়া চোখে চাইল ডিকের দিকে। 'চারজন!'

'পাঁচজন,' ওর ভুল শুধরে দিল ডিক। 'বিকেলের একজনের কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি।' ক্লান্ত বোধ করছে ও, বিরক্তও।

'এবং ওদের কাউকেই তুমি চেন না?'

'গার্টের কথা তোমাকে বলেছি,' রুক্ষস্বরে বলল ডিক। 'বাকি চারজন অপরিচিত।'

'কিন্তু তুমি জানতে যে, ওরা আসবে,' গম্ভীর স্বরে বলল আর্থার। 'এবং সেজন্যে তৈরি হয়ে বসেছিলে।'

'আমরা হামলা ঠেকানোর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম।' লোকটার দিকে চাইতে ইচ্ছে করছে না ডিকের। শহরে ঢুকে প্রথমে ওর কাছে এসেছে ওরা, সবকিছু খুলে বলেছে; কিছুই গোপন করেনি। তারপরও লোকটা উল্টাপাল্টা বকতে শুরু করেছে। ধ্যাত্তেরি! ওর

সম্পর্কে যা খুশি ভাবুক গে মাথা মোটা শেরিফ, ওর কিচ্ছু আসে যায় না।

রোডার দিকে চাইল ও। মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে মেয়েটা, যেন কিছুই জানে না এ-ব্যাপারে। হতাশ বোধ করছে ডিক। বুঝতে পারছে না মেয়েটাকে। কিন্তু ওর এখন চুপ করে থাকার কথা নয়। পুরো ব্যাপারটায় ওরা আগাগোড়াই জড়িয়ে আছে। এখানে মানুষ খুন হয়েছে, এক দুজন নয়, পাঁচ পাচজন।

হঠাৎ রোডার গলা শুনল ও। 'আমাদের কি আত্মরক্ষার অধিকার নেই?'

স্বস্তিতে প্রায় হেসেই ফেলেছিল ডিক। মেয়েটা রেগে আছে এখনও। ওর দিকে চাইছে না পর্যন্ত।

শ্বাস টানল আর্থার। 'অবশ্যই আছে।' ডিকের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা কেউ এখন শহর ছেড়ে যাবে না। তোমাদের সাথে এ-ব্যাপারে আমি আরও কথা বলব।'

রাগের ঝিলিক দেখা গেল রোডার চোখে। শেরিফের আদেশের প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল ও, বাহুতে ডিকের হাতের ছোঁয়ায় থেমে গেল। ডিক বলল, 'একটা কথা, শেরিফ। নাইজেল আর রোডা রাতে ওদের কেবিনে ফিরতে পারবে না। রাত কাটানোর জন্যে ওদের একটা জায়গা দরকার।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল আর্থার, হ্যাটের কানা ছুঁলো। 'সম্ভবত মিসেস মিজনারের ওখানে জায়গা হবে। এখানে কাছেই, মোড়ের ওপাশে। আমি না-আসা পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে।'

অনুরোধ নয়, সুস্পষ্ট আদেশ। 'তুমি আমাকে গ্রেফতার করছ?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল ডিক।

'তুমি অপেক্ষা করো,' গম্ভীর স্বরে বলল আর্থার।

রিংবুল আর রোডাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল সে। বাইরে পা বাড়ানোর আগে ডিকের দিকে ঘাড় ফেরাল রোডা, ওর চোখে চোখ রাখল। শিউরে উঠল ডিক। মেয়েদের এরকম দৃষ্টির

মানে সে বোঝে না। এ-দৃষ্টির কোন ব্যাখ্যা নেই। এ-দৃষ্টি যা বোঝায়, তারচে' বেশি লুকোয়।

চোখ নামিয়ে নিল ও। বুঝতে পারছে, রিংবুলদের ব্যাপারে আর মাথা না-ঘামানোই ভাল হবে। একই ব্যাপার রেমির ক্ষেত্রেও। স্রেফ উধাও হয়ে গেছে ও। দুটো কাজেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ও।

মিনিট পনেরো পরে ফিরে এল আর্থার। 'ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছি,' বলল সে। এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, 'মেয়েটা চমৎকার।'

'হুঁ,' সংক্ষেপে সায় দিল ডিক।

নিজের চেয়ারে বসল শেরিফ। 'তোমার মুখের ওগুলো কী করে হলো, আমাকে বলোনি।'

শেরিফের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে তেতো হাসি হাসল ডিক। শেরিফকে দোষ দিচ্ছে না সে। শেরিফের জায়গায় ও নিজে হলেও তা-ই করত। 'গার্টের কাজ,' জবাব দিল সে। 'নিখুঁত, তাই না?' পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল প্রথম লড়াই থেকে।

চিন্তিত দেখাচ্ছে আর্থারকে। 'তা হলে ওই তোমাকে ঘাঁটিয়েছিল আগে। ওর স্বভাবের সাথে মেলে। গোঁয়ার, গাধা। রিংবুলরা মধ্য থেকে উলু খাগড়া। তা একজনের ব্যাপারে পরিষ্কার হওয়া গেল। কিন্তু বাকি চারজন? ওরা ওখানে কী করছিল?'

'ওরা গার্টের সাথে গিয়েছিল।'

'অতটা জনপ্রিয় ছিল না গার্ট,' তিক্তকণ্ঠে মন্তব্য করল আর্থার। সামনে ঝুঁকে কঠিন স্বরে বলল, 'তুমি এখানে কী করছ, সেটা বলবে?'

'ওটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার,' বিরক্তিতে মেঝেয় বুট ঠুকল ডিক। 'তুমি আমাকে গ্রেফতার করছ নাকি?'

'প্রথম দিন দেখেই তোমাকে আমার গোলমেলে লোক মনে হয়েছিল,' গম্ভীরস্বরে বলল আর্থার। 'না, তোমাকে গ্রেফতার করব

না। কিন্তু কাল সকালে আমার সাথে দেখা করবে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো ডিক। চলে যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াল। পা চলতে চাইছে না ওর, এতটাই ক্লান্ত লাগছে। দরজার বাইরে এসে মোড় না-ফেরা পর্যন্ত পিঠের ওপর শেরিফের অপলক দৃষ্টি অনুভব করল সে।

লিভারি স্ট্যাবলে গিয়ে নিজের বেডরোলটা নিল। তারপর সন্তোষজনক একটা জায়গা বাছাই করে শোয়ার আয়োজন করল। পাঁজরের কাছে ব্যান্ডেজের নীচে যন্ত্রণা হচ্ছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চোখ মেলে দিল ও। নিঃসীম আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ, ফাঁকে ফাঁকে মিটমিটে নক্ষত্র। রোডার মুখটা ভেসে উঠল ওর চোখে। চোখ বন্ধ করল ও, পাশ ফিরে শুতে গিয়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। রোডাকে ভাবতে চাইছে না সে, না-ভেবেও পারছে না। ভালই কষ্ট দিচ্ছে মেয়েটা। তবে রক্ষা এই যে, রাত শেষে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মুখ যেমন ফিকে হয়ে আসে, তেমনি সময়ের সাথে সাথে মানুষের মুখও বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায়।

সকালে সূর্যের আলোর ছটা ঘুম ভাঙাল ওর। চোখ মিটমিট করে আলো সয়ে নিল সে, তারপর উঠে বসল। বুটজোড়া পরে নিয়ে হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল।

সূর্য অনেক ওপরে উঠে গেছে। কাছাকাছি একটা রাস্তায় ওয়্যাগন চলার শব্দ। কড়া রোদ থেকে চোখ বাঁচানোর জন্যে হ্যাটটা টেনে দিল সামনের দিকে। রাস্তায় মানুষজনের সবার দিকে চোখ রেখে রেমিকে খুঁজছে।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে লিভারি স্ট্যাবলে গেল ডিক। তিনজন স্টেজড্রাইভারের সাথে কথা বলল। লাভ হলো না কিছু। কাজে লাগতে পারে এমন কোন তথ্য পাওয়া গেল না। চিন্তিত মুখে আর্থারের অফিসের উদ্দেশে হাঁটতে লাগল। যতটা সম্ভব খোঁজ

খবর করেছে ও রেমির দেয়া তথ্যানুযায়ী। কিন্তু এখন রেমিকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

ডেস্কের ওপর মাথা রেখে বসেছিল আর্থার। ডিকের সাড়া পেয়ে সোজা হয়ে বসল। ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন চোখে চাইল। 'সকালে নিয়ে এসেছি ওগুলো। ওয়্যাগন বোঝাই পাঁচ-পাঁচটা লাশ। চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মধ্যে।'

চুপ করে রইল ডিক, আর্থারকে বলার সুযোগ দিচ্ছে। 'কাঁটাতার থেকে ছাড়িয়ে আনতে জান বেরিয়ে গেছে আমাদের।' অভিযোগের সুরে বলল, 'তুমি ওদের জন্যেই পেতেছিলে ওই ফাঁদ।'

'তোমাকে সেটা বলা হয়েছে,' চাঁছাছোলা জবাব ডিকের।

'তুমি এখানে কেন এসেছ? কী করছ?' কর্কশ শোনাল শেরিফের গলা।

'তার সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে?'

'থাকতেও পারে।'

ডিক একবার ভাবল, শেরিফকে সবকিছু খুলে বলে। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। একজন আইনের মানুষের কাছে কাউকে খুন করতে আসার কথা কবুল করা যায় না।

'তোমার ভাইয়ের খোঁজ পেয়েছ?' শেরিফ এমনভাবে প্রশ্নটা করল যেন ডিকের আদতেই কোন ভাই আছে কি না এ ব্যাপারে সে যথেষ্ট সন্ধিহান।

জ্বলে উঠল ডিক। 'আবোলতাবোল প্রশ্ন করছ কেন? ওই লোকগুলো কে? কার হয়ে ওখানে গিয়েছিল ওরা?'

মুখ লাল হয়ে উঠল শেরিফের, রাগে। 'তুমি আমাকে কীভাবে কাজ করতে হবে শেখাচ্ছ নাকি?'

একটা কথা স্বীকার করতে চাইছে না সে। পাঁচজনের লাশের মধ্যে দুজন তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এদের সে কখনও দেখেনি পর্যন্ত। যাদের চেনে, তারা হলো গার্ট, প্যান আর ল্যুব। তবে গার্ট

পেগি গ্যাডিসের স্টেজ চালায়, এটা জানলেও বাকি দুজন কার কাজ করত জানত না।

'আমি জানি গার্ট কার কাজ করত।' ওর রাগকে পাত্তা দিল না ডিক।

'আমি এরমধ্যে এ নিয়ে মি. গ্যাডিসের সাথে কথা বলেছি। ও এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। ওর ধারণা, গার্ট আর তোমার বিরোধটা ব্যক্তিগত। সে নাকি বিরোধ মেটাবার চেষ্টাও করেছিল। তবু পুরো ঘটনার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করেছে ও।' থামল সে। কড়াচোখে তাকাল। 'এ-ব্যাপারে ওর মত মানুষকে টেনে আনার চেষ্টা করবে না।'

'কেন, খুব বড়লোক বুঝি?'

ডিকের ব্যঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখাল না শেরিফ। শান্তস্বরে বলল, 'পেগ কখনও বেআইনি কিছু করে না। পরিশ্রম করে ধনী হয়েছে ও; তুমি...' থেমে গেল আর্থার। কী বলবে খুঁজে না পেয়ে শেষে এত কথার জন্যে খেপে উঠল নিজের ওপর। 'আমি তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি এখন থেকে যে কোন ধরনের বড় ঝামেলার জন্যে আমরা তোমাকে দুষব।'

'অবশ্যই,' ঘুরে দাঁড়াল ও। শেরিফের সাথে কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। লোকটা ওকে এ-মুহূর্তে গ্রেফতার করছে না, কিন্তু ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে কোন সময় সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারে।

পাউডারের খালি কৌটোটা ঘরের কোণায় ছুঁড়ে দিল টিনা। গতরাতে ওর জন্যে পাউডার কিনে আনতে ভুলে গেছে গ্যাডিস। বিরক্ত হলো ও। লোকটা সবসময় ওকে সাজগোজ করা অবস্থায় পেতে চায়। কিন্তু সাজগোজের উপকরণ না-পেলে কী করে নিজেকে সুন্দর রাখবে টিনা? ওর মুখ থেকে তিল ওঠানোর জায়গায় যে-দাগটা পড়ে গেছে, সেটা ঢাকতে

হলে প্রচুর পাউডার দরকার।

মুখ দেখার জন্যে আয়নার দিকে ঝুঁকে বসল ও। পেগ বলে দাগটা নাকি এখন দেখা যায় না। কিন্তু ও জানে, ওটা ওখানে আছে। টিনা তিল পছন্দ করে, তিল মেয়েমানুষের সৌন্দর্য বাড়ায় পুরুষের নজর কাড়ে। এটা যতটা না কালো দাগ, তারচে' বেশি সৌন্দর্যবর্ধক।

ওকে চুলের ওপরও কাজ করতে হবে। চুলের গোড়ায় আবার আদি সোনালির রঙ উঁকি দিচ্ছে। ও কালো চুল পছন্দ করে না। কিন্তু গ্যাডিসের নির্দেশে এখন তা-ই করতে হচ্ছে। এ-সমস্যাটা কেটে যাবার পর পেগি যখন ওকে আবার সোনালি চুল রাখতে অনুমতি দেবে, তখন খুব খুশি হবে টিনা।

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের ওপর পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকাল সে। অপাঙ্গে চাইল সমালোচকের চোখে। একটা কথা জানার খুব ইচ্ছে হয় ওর। ডিক যদি ওকে এখন দেখে, চিনতে পারবে কি?'

ওর তা মনে হয় না। কারণ দু'বছর খুব কম সময় নয়। তা ছাড়া দু'বছর আগের টিনা সে এখন নয়। এখন ওর অনেক পরিবর্তন। ডিক তাকে চেনে সোনালি চুলের গালে কালো তিলঅলা মেয়ে হিসেবে। কিন্তু এখন তার মাথায় কালো চুল, গালে তিল নেই। সুতরাং এখন তাকে দেখে চট করে চিনে ফেলাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সেদিন পেগের মুখে সে এখানে এসেছে শুনেও তেমন কোন ভয় আসেনি তার মনে। কিন্তু পেগের সেই থেকে বাড়াবাড়ি রকমের সাবধানতা তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। ওকে ঘরের ভেতর অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। ঘরটাকে ওর কাছে মনে হচ্ছে এখন জেলখানার মত। বাইরে গিয়ে একটু মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার সুযোগও ওর জন্যে রাখেনি পেগ।

পেগের ব্যাপারে ওর মধ্যে রয়েছে মিশ্র অনুভূতি। পেগকে সে ভালবাসে না, এমন বলা যাবে না। তবে এর মধ্যে অন্য ধরনের

একটা অনুভূতি কাজ করে ওর ভেতর। মাঝে মাঝে ওকে প্রচণ্ড ভয় করে টিনা। কোন কোন সময় ওকে রীতিমত ঘৃণাই করে। কিন্তু একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, পেগ যখন ওকে স্পর্শ করে, তখন আর সব অনুভূতি দূরে সরে যায়। গ্যাডিসের প্রতি তখন ওর জেগে ওঠে প্রচণ্ড শারীরিক আকর্ষণ।

আজ বিকেলটা পেগের ওর সাথে কাটানোর কথা। বিকেল প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পেগের আসার কোন খবর নেই এখনও। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টিনা। পায়চারি করে করতে বিরক্তি প্রকাশ করল, 'ধ্যাত্তেরি!'

ছোট্ট ছেলেটা এসে তার রুমে ঢুকল। মাকে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর জানতে চাইল, 'মাম্মি, আচ্ছা আমি অন্যদের মত বাইরে গিয়ে খেলতে পারি না কেন?'

ওর দিকে ঘুরল টিনা, চেহারায় রাগের আভাস। 'পারো না। কারণ আমি নিষেধ করেছি, তাই।'

ম্লান, আশাহত দেখাল ছেলেটাকে। খারাপ লাগল টিনার। ওর এখন বন্ধুদের সাথে খেলার বয়স। ছেলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। 'শোনো, সোনা,' কাছে টানল ওকে, বুকে জড়িয়ে ধরল। একটুপর ছেলেটা ছটফট করে উঠতেই বলল, 'তুমি খুব শ্রীঘ্রই বাইরে যেতে পারবে, হানি। তবে এখন তোমার বাইরে খেলতে না-যাওয়াই ভাল।'

মার কথায় খুশি হলো না ছেলে। 'না, আমি এক্ষুনি বাইরে গিয়ে খেলব।'

ছেলের গোয়ার্তুমিতে আবার রাগ উঠল টিনার। তবে নিজেকে সামলাল। প্রচণ্ড জেদী হয়েছে ছেলেটা। একদম ডিকের মত। চেহারা-সুরতও প্রায় বাবার মত। দু'বছরে ববের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। উচ্চতায় দু'বছর আগে যা ছিল, তার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আর ছেলেটা এমনভাবে তাকায়, যেন ভেতরটাসহ দেখে নিচ্ছে। ডিকের তাকানোর ধরনও এরকম।

অন্যরকম আতঙ্ক জাগল ওর মনে। ববকেও কোনভাবেই হারাতে চায় না। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এখানে ভাল লাগে না, বব?'

একটা জিনিস অবশ্য বোঝে টিনা। গত দু'বছর ধরে পালিয়ে বেড়ানোর ব্যাপারটা গভীরভাবে দাগ কেটেছে ববের মনেও। আসলে একটা শিশুর প্রথমে যা দরকার, তা হলো তার অবস্থানগত স্থিতিশীলতা। নিরাপত্তা বোধও।

ওর প্রশ্নের জবাব দেবার আগে একটু চিন্তা করে নিল বব। তারপর গম্ভীরস্বরে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমি এখন বাইরে খেলতে চাই।'

টিনা হাসল, ছেলেকে বুকে টেনে নিল ফের। ববকে সে হারাতে পারবে না কখনও। পেগ নিজেও তার মত করে ভালবাসে। তবে একটা সমস্যা অবশ্য হয়। মাঝে মাঝে বব এমন আচরণ করে যে, ওরা দুজনেই বিব্রত করে। ছেলেকে একান্ত করে পাবার প্রবল ইচ্ছে হলো টিনার। সবলে আঁকড়ে ধরে রাখল ববকে।

মায়ের আদরে কিছুটা শান্ত হলো ববের মন। আগের চেয়ে সহজ স্বরে শুধাল, 'আমরা বাইরে যেতে পারি না কেন?'

ওকে বুকের সাথে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল টিনা। 'আমরা বাইরে যাব, বাবা। আমি আর তুই এখন দোকানে যাব, আবার এক্ষুনি চলে আসব।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল টিনা। দিনের আলো মিইয়ে এসেছে প্রায়, একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। ছেলেকে বলল, 'বব, আমরা যে বাইরে গেছি, সেটা তোমার ড্যাডকে বোলো না যেন।'

জবাবের আশায় ছেলের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে পড়ল টিনা। বব কি পেগকে বাবা বলে মনে করে? সে কি এখনও ডিকের কথা মনে করতে পারে?

'না, বলব না,' বব আশ্বস্ত করল মাকে। ওর চোখে মুখে

আনন্দের বান ডেকেছে। মায়ের কথায় ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে নিজের মুখে ওই রকমের একটা ভাব ফোটাতে চেষ্টা করল।

'বেশ, তা হলে হ্যাটটা পরে এসো।'

ধুপধাপ পা ফেলে পাশের ঘরে ঢুকল বব। হাসছে। সারাদিন শুধু ঘরের ভেতর বসে থাকা, একটুও খেলতে বের হতে না-পারা ভাল লাগছিল না ওর। এখন মাকে পর্যন্ত বেরোতে রাজি করতে পেরে খুশিতে ডগমগ করছে সে।

পাশের ঘরে ছেলের ব্যস্ত সমস্ত পা ফেলার শব্দ শুনতে শুনতে হাসল টিনা। আয়নার দিকে ফিরে মুখে কালো অবগুণ্ঠন পরল। তারপর হ্যাট চড়াল মাথায়। ডিক তাকে এ-অবস্থায় দেখলে জীবনেও চিনতে পারবে না। এমনকী, একই রাস্তায় পাশাপাশি হেঁটে গেলেও। কিন্তু ও কি তার ছেলেকে, ববকে চিনতে পারবে? ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল ও, পরমুহূর্তে ঝাপ্টা মেরে চিন্তাটাকে তাড়াল মন থেকে। অত কিছু চিন্তা করলে বেরোনো যাবে না ঘর থেকে। তা ছাড়া ববকে দেখে চেনার উপায় নেই। বব এখন আর দু'বছর আগের মত ছোট্টটি নেই। ওর চেহারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে।

রাস্তায় নেমে বড় করে শ্বাস টেনে নিজেকে যেন হালকা করে নিল টিনা। প্রতিটি পদক্ষেপে মনের ভয় কেটে সাহস বাড়ছে ওর। নেকাব পরা এক মহিলা আর বাচ্চা ছেলের প্রতি দুবার তাকাবার মত অলস কাউকে দেখা গেল না রাস্তায়। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত।

মিলারের দোকানের সামনে পৌঁছে গেল ও নির্বিঘ্নে। দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল। দোকানে খদ্দেরের ভীড়। এ সময় বাচ্চা সাথে দেখলে বিরক্ত হতে পারে মিলার।

দম ফেলার ফুরসত নেই মিলারের। একবার কাউন্টারে, একবার শেলফে, পরের বার টেবিলে, চরকির মত ঘুরছে। এক সাথেই জনা ছয়েক লোককে সামলাচ্ছে বেচারা। কাগজের মত

পাতলা শরীর, চোখের ভাব সারাক্ষণ ত্যক্ত বিরক্ত। হঠাৎ খারাপ লাগতে শুরু করল ওর ঝোঁকের মাথায় বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে। ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে এখন।

ছেলেকে ডেকে বলল, 'আমি না আসা পর্যন্ত এখানে পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকো, হানি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বব। এত ভীড়বাট্টা ওর নিজেরও ভাল লাগছে না।

দোকানে ঢুকে পাউডারের কৌটো বাছাই করে কাউন্টারে গেল টিনা। মিলারের অভিবাদনের জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে দাম পরিশোধ করল। আরও কিছু নেয়া যায় কিনা ভাবতে ভাবতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

জানালা দিয়ে পোর্চ দেখা যায়। একটা চোখ ওদিকে রেখে জিনিস দেখতে লাগল ও। দু'সেকেন্ড পরপর ছেলের দিকে তাকাচ্ছে। রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে বব। মানুষজন আর গাড়িঘোড়া দেখছে চুপচাপ। হঠাৎ মমতায় বুকের ভেতরটা টলে উঠল টিনার। ওর জন্যেও কিছু একটা নেয়া উচিত ভেবে এক বাক্স কান্ডি কিনল।

হঠাৎ চোখের কোণায় পোর্চের কাছাকাছি বিশাল এক লোককে হাঁটতে দেখল ও। পোর্চের দিকেই যাচ্ছে লোকটা। আচমকা দম বন্ধ হয়ে গেল ওর। বুকের ভেতরটা খামচে ধরেছে। লোকটার চোখ ববের দিকে। ওকে চিনতে মাত্র এক মুহূর্ত সময় লাগল ওর। 'ওহ গড! নো,' অস্ফুটস্বরে গুঙিয়ে উঠল সে।

ডিক উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। ওর চোখ এখনও ববের ওপর। আতঙ্কে জায়গায় জমে গেল টিনা। ওর চলার শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। একজন মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোকানের জিনিসপত্র দেখছিল ওর মতই। টিনার অবস্থা দেখে কাছে এসে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, বাছা। অসুস্থ বোধ করছ নাকি?'

গলায় কোমলতার লেশমাত্র নেই, মুখের চেহারাতেও। তবে

ওর জিজ্ঞাসার ধরনটা আন্তরিক।

ওর গলা শুনে আতঙ্ক খানিকটা কমল টিনার। পোর্চের দিকে তাকাল। ডিক এখন ববের কাছে পৌঁছে গেছে। তবে এখনও কথা শুরু করেনি ওর সাথে। ছেলেটা অন্যদিকে মগ্ন হয়ে থাকায় সময় নিচ্ছে কথা বলার আগে। ডিক ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ববকে সরিয়ে নিয়ে আসা যেত!

'পোর্চের ওই লোকটা,' আতঙ্কিত গলায় গুঙিয়ে উঠল টিনা, হাত দিয়ে দেখাল। 'লোকটাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি যদি দয়া করে আমার ছেলেটাকে...' থেমে গেল ও, কথা বলতে পারল না।

'শহরটা ভরে গেছে চোর-জোচ্চোরে!' খেদোক্তি করল মহিলা। 'ঠিক আছে, বাছা। আমি তোমার ছেলেকে এনে দিচ্ছি।' দরজার দিকে এগোল মহিলা, গটগট করে বেরিয়ে গেল।

ভারাক্রান্ত মনে পোর্চে হাঁটছিল ডিক। সম্ভাব্য সব জায়গায় ঢুঁ মেরেছে সে। কোথাও কাজ হয়নি। এরকম অর্থহীন সময়ক্ষেপণে বিরক্ত হয়ে পড়েছে। রেমি, ডেজার্ট কিংবা টিনা কারও খোঁজ পাবার মত সামান্যতম সূত্রও পায়নি। ভার্জিনিয়া সিটিতে ওর আর কোন আশা নেই। শহরটাকে এখন বন্ধ ঘরের মত মনে হচ্ছে ওর, যার সবগুলো দরজা বন্ধ। চারদিকে শক্ত দেয়াল।

জানালা দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে পোর্চে। আলো ধরে হাঁটছে ও। পোর্চের রেলিঙের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার ওপর চোখ পড়ল ওর। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। গলার ভেতর শুকনো দলা পাকানো মনে হলো। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। কে এটা? বব? দু'বছর আগের চেহারা ও গড়নের সাথে তার পরিবর্তনটা এরকমই হতে পারে।

সরাসরি ছেলেটার দিকে এগোল ডিক। অপলক তাকিয়ে আছে। ছেলেটা যদি বব হয়, তা হলে তাকে চিনতে পারবে কি?

পাঁচ বছর বয়সের একটা ছেলে কি তার তিন বছরের স্মৃতি ধরে রাখতে পারে?

ওর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে প্রত্যাশা আর সন্দেহে। 'এ যে, বাছা,' কোনক্রমে ডাকল ও ছেলেটাকে।

ঘাড় ফেরাল্ল বব, তাকাল লোকটার দিকে। গোটাকয়েক ভাঁজ ফুটল ওর কপালে।

এর দুটো অর্থ হতে পারে, ভাবল ডিক। হয়তো ওকে দেখে ছেলেটার চেনা চেনা মনে হচ্ছে, চেষ্টা করছে আসলে কে চেনার জন্যে। আবার এটা বিরক্তির চিহ্নও হতে পারে। অচেনা লোকের এতটা আন্তরিক সম্ভাষণ, পছন্দ করতে পারছে না।

ববের সামনে নিচু হলো ডিক হাঁটুতে দু'হাত রেখে। বুঝতে চেষ্টা করছে ছেলেটার মধ্যে আসলে কি দু'বছর আগে দেখা ববের আদল খুঁজে পাচ্ছে, নাকি পুরোটাই ওর কল্পনা।

'বাছা, তুমি কি অনেকদিন ধরে এখানে থাকো?' শেষে জিজ্ঞেস করল।

জবাব দেয়ার আগে একটু চিন্তা করল বব। ও আর মাম্মী এখানে এসেছে কতদিন হলো? ও তো এখন যে-বাড়িতে আছে, আগে এ-বাড়িতে থাকত না। একদিন মাম্মী নিয়ে আসে ওকে এখানে। তবে আগে কোথায় থাকত, তাও ওর মনে নেই। সেখানে ওদের সাথে মি. গ্যাডিস যে থাকত না এটা মনে আছে। আর এখানে ওরা এসেছে অনেকদিন।

'হ্যাঁ, অনেক দিন,' জবাব দিল ও।

হতাশায় ছেয়ে গেল ডিকের মন। অনেকদিন হলে তো এ বব হতে পারে না। ওকে ছেড়ে আসার পর থেকে যদি টিনা এক নাগাড়ে এখানেও থেকে থাকে, তা হলে সেটা দু'বছর মাত্র। দু'বছর কি অনেকদিন হতে পারে?

হঠাৎ আরেকটা কথা মনে হলো ওর। একটা বাচ্চা ছেলের সময়জ্ঞান কি বড়দের মত হয়? ওদের জন্যে দু'মাসও অনেক

লম্বা সময় হতে পারে।

'তোমার নাম কী, বাছা?' যুক্তিহীন এক প্রত্যাশায় আকুলিবিকুলি করে উঠল ওর মন। 'তুমি কি আমাকে চিনতে পারো?'

ছেলেটা জবাব দেবার আগেই ঝড়ের বেগে হাজির হলো মহিলা।-ববের এক হাত ধরল। 'এসো। আমার সাথে এসো তুমি।'

বব ওকেও চেনে না। কিন্তু সে কথা বলার অবকাশ পেল না। তার আগে মহিলা টানতে শুরু করল ওকে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওর সাথে হাঁটতে শুরু করল ও। দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফেরাল, ডিকের দিকে চাইল হতাশ চোখে। মহিলার তাড়া খেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নিল, ঢুকে গেল দোকানের ভেতরে।

জায়গায় বসে পড়ল ডিক। ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল, কোন কথা বলার সুযোগ পেল না সে। এক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো, মহিলা সম্ভবত ছেলেটার মা; তাই অমন ধমক দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল ছেলেটাকে। আর মহিলার চেহারা টিনার মত নয় মোটেও।

রেমির চিঠি পেয়ে বড় আশা নিয়ে ভার্জিনিয়া সিটিতে এসেছে সে। সোনার আশায় নয়, এসেছে যে লোক ওর সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, তার মর্যাদাকে অবমাননা করে তার স্ত্রী-পুত্রকে কেড়ে নিয়ে ওর পৌরুষকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, তার খোঁজে। কিন্তু আসার পর থেকে সব ব্যাপারে কেবল হতাশ হতে হয়েছে ওকে। এর তিক্ত স্বাদ ওর অজানা নয়। কিন্তু এখনকার এ-হতাশা ওর কাছে অন্যরকম লাগছে। ওর মনে হলো, ও যেন কিছু একটা পেতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুহূর্তের ভুলে হারিয়ে ফেলল তা। সে প্রথমেই ছেলেটার নাম জিজ্ঞেস করতে পারত। তা না করে শুধু শুধু সময় নষ্ট করল। কিন্তু কে জানত, মহিলা অমন চিলের মত ছুটে এসে ছেলেটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে।

ক্লান্তি লাগছে ওর, চরম ক্লান্তি। মানসিক হতাশা আর শারীরিক ক্লান্তি একটা মানুষকে শেষ করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল ডিক, পা বাড়াল। প্রতিটি পদক্ষেপ ওর কাছে পাথরের মত ভারী মনে হচ্ছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে মহিলা আর তার ছেলেকে খুঁজল। রাস্তায় নেই ওরা।

ও দেখতে পায়নি, ববকে নিয়ে মহিলা টিনার কাছে গেছে এবং টিনা ববকে নিয়ে দ্রুতবেগে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ডিক নিজেকে বোঝাল, ভুল করেছে সে। ওই ছেলে বব নয়। কিন্তু ওর মন তাতে সায় দিতে চাইল না। ওই মহিলা, যে ছেলেটাকে ওরকম করে টেনে নিয়ে গেছে, সে কখনও ছেলেটার মা নয়।

আবার হতাশ হতে পারে জেনেও বিশ্বাসটা আঁকড়ে ধরতে চাইল সে। দোকানঘরের দিকে এগোল আবার। দরজা দিয়ে বেগে ঢুকল। ওর ভয় হচ্ছে মহিলা হয়তো দোকানে নেই। কিন্তু এই প্রথম একটা ব্যাপারে খুশি হতে পারল ও। দোকানের ভেতর মহিলা আছে।

ও ঢুকতে দরজার কাছে এল মহিলা। একা। মহিলার কাছে চলে গেল ও। মহিলা ওকে দেখে কিছু বলতে পারার আগেই কথা বলল ও, 'ম্যাম, তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

ঘৃণা ও সন্দেহ নিয়ে ভুরু উঁচাল মহিলা। 'কী বলতে চাও?'

'ওই ছেলেটা কি তোমার?'

'আমার নয়,' খ্যাক করে উঠল মহিলা। 'তুমি নিজেই তা জান। এরপরও যদি ওর পিছু নাও, তা হলে কপালে খারাবি আছে তোমার।'

এখানে তার অনুভূতি ভুল বলেনি। আশা আকাশচুম্বী হয়ে উঠল ডিকের। মহিলার বাহু ধরে জানতে চাইল, 'ও কোথায়? ভেতরে?'

ওর হাতে মারল মহিলা। হিংস্র ভঙ্গিতে বলল, 'তোমাদের মত শয়তানদের জন্যে শহরে আইন আছে এখনও। তুমি ওকে একা থাকতে দাও।'

মিইয়ে গেল ডিক। একজন মহিলাকে এরপর আর কী বলা যায়? হতাশ হয়ে দোকানের ভেতরে তাকাল ও। টিনা আর বব হয়তো ওদিকেই আছে। সামনে এগোল সে। প্রত্যেকটা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। এদের কেউই টিনা কিংবা বব নয়।

ময়লা অ্যাপ্রন পরা লোকটার কাছে গেল ডিক। বাহুতে হাত রেখে বলল, 'মিস্টার, এইমাত্র একজন মহিলা আর একটা ছোট ছেলে ছিল ভেতরে। এখন নেই। ওরা কোথায় বলবে?'

'ধ্যাৎ!' খিঁচিয়ে উঠল দোকানদার। 'একগাদা মেয়েছেলে তাদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। কটার কথা মনে রাখতে পারব আমি?' ডিকের ওপর দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ফালতু প্যাঁচালের সময় নেই ওর।

ডিক আবার বলল, 'এই মাত্র, মিনিট দুয়েক আগেও ছিল ওরা...'

পাত্তা দিল না ওকে আর দোকানদার। 'আমি ব্যস্ত।' ছুটে গেল দোকানের আরেকদিকে।

পুরো দোকানে আরেকবার চোখ বুলাল ডিক। পেছনের দিকে দরজাটা দেখতে পেল। দৌড়ে ওদিকে গেল সে। দরজা খুলে বেরিয়ে একটা গলিতে পা রাখল। থমকে দাঁড়াল। দু'মুখো গলি। টিনা নিশ্চয় দোকান থেকে বেরিয়ে এখান দিয়ে গেছে। কিন্তু কোন দিকে গেছে? পশ্চিম নাকি পুব দিক দিয়ে?

পেছনে ধুপধাপ পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরাল ও, দোকানদারের রাগী মুখ দেখতে পেল। দরজার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। 'বেরোও তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল। 'বেরোও আমার দোকান থেকে।' পেছনে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল ও।

গলির পশ্চিম মুখে এগোল ডিক। একটু পরে যানবাহন আর লোকজনে গিজগিজ করা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। হতাশ হলো ও। এরকম জনাকীর্ণ রাস্তায় কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর কেউ যদি চায় হারিয়ে যেতে, তা হলে তো কথাই নেই। টিনা নিশ্চয় ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে। অপর দিকের গলিমুখটাও নিশ্চয় আরেকটা রাস্তার সাথে সংযুক্ত। তার মানে টিনা আর ববকে আজ রাতের জন্যে খোঁজাখুঁজি বন্ধ।

তবে ওদের না পেলেও ও নিঃসন্দেহ হলো যে ওরা মা-ছেলে এখানে, এই ভার্জিনিয়া সিটিতেই আছে। রেমির চিঠি ওকে ভুল খবর দেয়নি। নিঃশ্বাস ফেলল ডিক। দীর্ঘ রাস্তা তা হলে ভার্জিনিয়া সিটিতে এসেই শেষ হলো।

ডিক আজ ওদের পেয়েও হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সে জন্যে মোটেই হতাশ হচ্ছে না এখন। ববকে আবার খুঁজে পাওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার। বাচ্চাদের খোঁজ বাচ্চারাই রাখে। ভার্জিনিয়া সিটির সব বাচ্চাই রাস্তায় খেলাধুলা করে। ববও খেলে নিশ্চয়। বাচ্চাদের মধ্যে খোঁজ করলেই ববকে দেখতে পাবে ও, কিংবা ওর খবর পাবে। ওকে পাওয়া এখন আর কোন ব্যাপারই নয়।

কতদিন পর ববকে দেখল ও? পাক্কা দু'বছর। ববের মুখটা কল্পনা করতে করতে হাঁটতে শুরু করল সে।

তেরো

ডজনদুয়েক বাচ্চা দেখল ডিক পরদিন সন্ধে পর্যন্ত। সবাই একই সাইজের, এক বয়সী। সবগুলো বাচ্চাই দেখতে চমৎকার, সবারই চেহারায় রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তবে কারও সাথেই ববের চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া গেল না।

সবগুলো বাচ্চার সাথে কথা বলল ও। ওদের নাম জিজ্ঞেস করল। গত রাতে দেখা ববের সাইজ ও চেহারার যতটা সম্ভব বর্ণনা দিল, তারপর জানতে চাইল তাদের বন্ধুদের মধ্যে এরকম কেউ আছে কিনা। কারও কাছ থেকেই হ্যাঁ-সূচক জবাব পেল না ও। ববের সাথে সাইজ-চেহারায় মেলে এমন কোন বন্ধু বা খেলার সাথী নেই ওদের।

রেমির কথাও ভাবতে হচ্ছে ওকে। জলজ্যান্ত মানুষটা কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেছে। এতদিন হলো সে ভার্জিনিয়া সিটিতে এসেছে, আশ্চর্য, ওর সাথে দেখা হলো না এখনও! ব্যাপার উদ্বেগজনক মনে হচ্ছে ওর। তবে আপাতত রেমির কথা ভাবছে না ও। রেমি বেটাছেলে মানুষ, প্রাপ্তবয়স্ক। নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারে। ওর চিন্তা-চেতনার পুরোটাই ঘিরে আছে এখন বব। ববের ব্যাপারটা ভিন্ন। ওকে খুঁজে পাবার জন্যে প্রয়োজনে শহরের প্রতিটি ঘর সার্চ করবে সে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে মিসেস মিজনারের বোর্ডিং হাউসের কাছে চলে এসেছে খেয়ালই করেনি ডিক। খেয়াল হতেই দ্রুত পা

চালাল। রিংবুলদের কারও, বিশেষ করে রোডার সামনে পড়ার কোন ইচ্ছে নেই ওর। কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে রোডার গলাই শুনতে পেল। থামল সে। বিরক্ত মুখে ঘাড় ফেরাল পেছনে।

হাসিমুখে ওর কাছে এল রোডা। চোখ নামাল ডিক। রোডার হাসি ওর মনে অনেক কিছুই হারানোর অনুভূতি সৃষ্টি করছে।

'ডিক,' রোডা বলল। 'আজ সারাদিন শুধু তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'কেন?' কাঠখোট্টা গলায় জানতে চাইল ডিক।

উজ্জ্বল, হাসি হাসি মুখে ছায়া ঘনাল, তবে হাসি মিলিয়ে গেল না একদম। 'আজ রাতে তুমি আমাদের সাথে খাবে।'

'না,' সরাসরি অসম্মতি জানাল ডিক ওর প্রস্তাবে। ওর চিন্তাকে গুলিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা। ওকে দুর্বল, শক্তিহীন করে দিচ্ছে।

রোডার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। 'ঠিক আছে, ডিক। তোমার মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু কেবল ঘৃণা নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। আমি জানি, তুমি আঘাত পেয়েছ। কিন্তু সে এখন অতীতের ব্যাপার। সেটা নিয়ে আহাজারি করে কোন লাভ নেই। বুকের ভেতর শোকের আগুন নিয়ে কেউই বেঁচে থাকে না।' ওর কণ্ঠ তীর্যক হয়ে উঠল। 'তোমার কি ধারণা, দুনিয়ার সব দুঃখ কেবল তোমার? কেবল তুমিই আছ কষ্টে?'

'ও আমার সন্তানকে কেড়ে নিয়ে এসেছে,' অবুঝের মত মাথা ঝাঁকাল ডিক। 'এটা শুধু ঘৃণা নয়। এটা...তুমি বুঝবে না, রোডা। আমি আমার সন্তানকে ফেরত পেতে চাই।'

ওর আবেগকে পাত্তা দিল না রোডা। রূঢ়স্বরে মন্তব্য করল, 'ও হয়তো ওর মার কাছেই ভাল থাকবে।'

ডিকের দু'চোখ জ্বলে উঠল রাগে। এ মেয়েটা সব সময় নিজের মতামতকেই প্রাধান্য দিতে চায়। সামলাল নিজেকে। 'ভাল-মন্দের ও কী বোঝে এখনই?'

'আহ, ডিক!' অসহিষ্ণু স্বরে বলল রোডা। 'তুমি তা হলে

সারা জীবন ওদের খুঁজে মরো। গত দু'বছর ধরে খুঁজেও যেখানে...'

'গত রাতে আমি ওকে দেখেছি রোডা।'

চোখে অবিশ্বাস আর করুণা নিয়ে চাইল মেয়েটা।

'আমি ওকে দেখেছি,' আবার বলল ডিক।

'ও? ও কি তোমাকে চিনতে পেরেছে?'

'একটা মিনিটও কথা বলার সুযোগ পাইনি ওর সাথে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, ও বব।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রোডা। কোমল স্বরে বলল, 'তুমি আসলে ওকে দেখোনি ডিক। তুমি আসলে ওর কথা এত বেশি ভেবেছ যে...'

'ববের মত কাউকে দেখে সত্যি সত্যিই বব বলে কল্পনা করে বসে আছি, এই তো?'

জবাব দিল না রোডা। লোকটার জন্যে সত্যিই করুণা হচ্ছে ওর।

'তোমার কি ধারণা আমি শুধু কল্পনার বশেই আজ সারাদিন এ-এলাকার প্রত্যেকটা ছেলের সাথে কথা বলেছি? আমি পাগল নই, রোডা। নিজের কাজ ভাল বুঝি।'

'আমি তা জানি,' কোমল স্বরে বলল রোডা। 'গুড বাই, ডিক।'

হাঁটতে শুরু করল রোডা। ডিক তাকিয়ে রইল ওর দিকে। একবার ভাবল, ডাকবে। পরে মত পাল্টাল। মেয়েটা শুধু ঝামেলাই বাড়াচ্ছে। ববকে খুঁজে পাওয়া ছাড়া আর কোন ঝামেলায় জড়াতে চায় না সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাছের সেলুনের উদ্দেশে পা বাড়াল।

সেলুনের ভেতর দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গ্যাডিস। ওখান দিয়ে সেলুনের মূল ঘরে ঢুকতে হয়। সেলুনে ক্রেতার সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই নীচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে ও নার্ভাস

ভঙ্গিতে। এক সপ্তাহ আগেও এরকম জমজমাট ভীড় প্রচুর আনন্দ দিত ওকে। যত বেশি ভীড়, তত বেশি টাকা। কিন্তু এখন তাকে এসব কিছু হারানোর ভয়ে ধরেছে। হারামজাদা ডিক রিফেলই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে এ-ভয়। বেজন্মাটাকে থামানোর জন্যে কম চেষ্টা করেনি ও এ পর্যন্ত। কিন্তু কে শুনলে বিশ্বাস করবে যে, চার-চারজন তাগড়া লোক পাঠিয়েও কিছুই করা যায়নি ওর বিরুদ্ধে বিনিময়ে চার-চারটা লাশ ফেরত পেয়েছে ও। রিফেল একাই সবগুলোকে নিকেশ করে দিয়েছে। আর্থার তা-ই বলেছে।

এখন ওর পেছনে আর কাকে লাগানো যায়? শহরের লোকদের মধ্যে এখন রিফেল সম্পর্কে নানারকম গুঞ্জন। আর কাউকে ওর পেছনে পাঠাতে গেলে এখন অনেক টাকা লাগবে। তা ছাড়া যে-লোক ওকে খুন করবে, তার কাছে বাধা পড়ে যাবে সে। নিজের খেয়াল খুশিমত নাচাবে ওকে লোকটা। সুতরাং সে-ঝুঁকি নেয়া যাবে না। কিন্তু রিফেলকেও বেঁচে থাকতে দেয়া যাবে না। গ্যাডিস প্রমাদ গুনল। কী করবে বুঝতে পারছে না।

নিজের অক্ষমতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ও। এটা বুঝতে পারছে ডিক রিফেলের বিরুদ্ধে এবার ওর নিজেরই নামার সময় হয়েছে। কিন্তু সে জানে রিফেলের মুখোমুখি হবার সাহস ওর নেই। এমনকী, পেছন থেকে গুলি কিংবা অ্যামবুশ করার সাহসও ওর নেই। যদি মিস করে, যদি প্রথম গুলিতেই ওকে ঘায়েল করা না যায়! বাকিটা কল্পনা করতেও ভয় হচ্ছে ওর। চার চারটা লাশ। ঈশ্বর! চারজন খুনী ওর কিছুই করতে পারেনি নিজেরা লাশ হয়ে যাওয়া ছাড়া।

সামনের দরজার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে ও। আপাতত ওর একটাই করণীয়। কিছুতেই রিফেলের চোখে না-পড়া। ওকে সেলুনে ঢুকতে দেখলে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে সে।

স্যুয়িং ডোরের ওপর দিয়ে মাথা এবং কাঁধ দেখল গ্যাডিস। পাকস্থলীর ভেতর আচমকা যেন ঘুসি খেল। রিফেল! সেলুনে ঢুকছে। ও কি এমনি ঘুরতে ঘুরতে পান করার জন্যে আসছে? নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে···

হাঁ করে খুলে গেল স্যুয়িং ডোর। ডিক ভেতরে ঢুকল। কোনদিকে না-তাকিয়ে সোজা হেঁটে গেল বারের দিকে। সম্ভবত, ভাবল গ্যাডিস, কোন বদমতলব নেই হারামীটার। স্রেফ গলা ভেজাবার জন্যেই ঢুকেছে সেলুনে।

দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে ঘামে ভেজা মুখটা মুছল গ্যাডিস। শালা বেজন্মা ঘুঘু কোথাকার। খিস্তি আওড়াল বিড়বিড় করে। এটা হয়তো চালাকিও হতে পারে। ভাব দেখাচ্ছে যেন কিছুই জানে না। সেলুনে ঢুকেছে এমনি এমনি। ব্যাপারটা ঠিক তা-ই কিনা যাচাই করে দেখা উচিত। সবচে' ভাল হয়, ওর সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা ওকে চিনতে পারে কিনা। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই। তারচে' বরং···

দ্রুত বেরিয়ে গেল ও সেলুন থেকে পেছনের দরজা দিয়ে। ওপরে অফিসে গিয়ে ঢুকে তালা মেরে দিল ভেতর থেকে।

নিজের অফিসে বসে কানখাড়া করে রইল ও। নীচে সেলুন থেকে ক্রেতাদের হৈ চৈ, চিৎকার চেঁচামেচি আর হাসির আওয়াজ। নিত্যদিনকার মত একই রকম। তবে আজকের হৈ চৈ-এর শব্দগুলোকে আলাদা করে খেয়াল করছে গ্যাডিস। সেলুনের ভেতর ডিক রিফেল এখন কী করছে ভাবছে। ওকি চুপচাপ পান করছে নাকি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ওপরে অফিসের দিকে? সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনছে সে। ওকি এখন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে?

দরজায় নক হলো, চমকে উঠল ও। আবার নক হলো এবং একই সাথে পরিচিত গলার আওয়াজ শুনল, 'পেগি, আমাকে

ভেতরে ঢুকতে দাও।'

লুসির গলা। উঠে দরজা খুলে দিল ও। লুসি ভেতরে ঢুকল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে গ্যাডিস মেয়েটির দিকে। তবে গা করল না মেয়েটি।

'আমি এখন ব্যস্ত, লুসি,' অসন্তুষ্ট মুখে বলল গ্যাডিস।

ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে লুসি। গ্যাডিসের মনে হলো, মেয়েটা ওর ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

'তোমার কী হয়েছে, পেগি?' লুসি জিজ্ঞেস করল। 'বললে আমি হয়তো সাহায্য করতে পারি।'

রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে গ্যাডিসের। ইচ্ছে হচ্ছে, ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। তবে তা না-করে জোর করে হাসল। 'কিছুই হয়নি আমার, লুসি।'

এসে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল লুসি। 'তুমি চাইলে আমি তোমাকে শান্তি দিতে পারি, পেগ,' গাঢ়স্বরে বলল।

ওর হাত ধরে টেনে দরজার কাছে নিয়ে গেল গ্যাডিস। 'কথাটা আমার মনে থাকবে, লুসি। কিন্তু এখন ব্যবসার সময়। নীচে গিয়ে খদ্দেরদের দেখাশোনা করো গে।'

দরজা বন্ধ করার আগে মেয়েটার ঠাণ্ডা চোখদুটো দেখল গ্যাডিস। ওর গলা শুনল, 'একদিন আমাকে তোমার দরকার হবে, পেগি। একদিন।'

দরজায় তালা লাগিয়ে চিকন হাসল ও। মেয়েটার গলায় প্রচ্ছন্ন হুমকির সুর। রেমি সম্পর্কে যা জানে সে, সে হুমকি। ওর সাথে যদি কোনদিন রিফেলের দেখা হয়ে যায় তা হলে...বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকাল ও। চিন্তার করছে।

ডিক বারের কাছে গিয়ে বলল, 'হুইস্কি।'

বারটেন্ডার গ্লাস ভরে দিতেই বলল, 'বোতলটা রেখে যাও।' তারপর পুরো বোতলের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বোতল-গ্লাসসহ

একটা টেবিলে গিয়ে বসল। গ্লাসের পর গ্লাস মদ খেতে লাগল ও।

মদের নেশা নেই ডিকের। মাঝে মধ্যে এক আধ গ্লাস খায়। নতুবা কোল্ড ড্রিঙ্ক নেয়। এখন সে মদ খাচ্ছে, তবে মদের দিকে মন নেই ওর। ও ভাবছে রোডার কথা, ওর কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করছে। নিজেকে এখন স্রেফ গাধা ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। মেয়েটি ওকে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ও খুব রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে ওকে।

বোতলের তিনভাগের দু'ভাগ অবশিষ্ট থাকতেই ঠেলে ওটাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল। কপালে এসে পড়া হ্যাট ঠেলে দিল পেছন দিকে। উঠে দরজার দিকে চলল। বেরিয়ে যাবে।

প্রথম পদক্ষেপে টলে উঠল ও। পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলাল। মদের প্রভাব, বুঝতে পারল ও। দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, সুস্থির হলো। পা বাড়াল আবার।

বাইরে গিয়ে রাস্তায় হাঁটতে লাগল ডিক। রাস্তায় প্রচুর গাড়িঘোড়া, লোকজন। এত লোক চারপাশে, তবু সে একা আর নিঃসঙ্গ, এরকম বোধে আক্রান্ত হলো। বুকের ভেতর খালি খালি লাগছে। ও জানে, এ ধরনের অনুভূতি মানুষকে মনের দিক থেকে দুর্বল করে দেয়। মনের দুর্বলতা না-কাটলে চলার পথে নানা সমস্যা পোহাতে হয় মানুষকে।

ঘোঁৎ করে অসন্তোষ প্রকাশ করল ডিক। নিজের ওপর। ও খুঁজছে একজন লোককে যে বিনা কারণে ওর শান্তি বিনষ্ট করেছে। ওর পৌরুষকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ওর আত্মজকে ওর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। ও খুঁজছে এক মহিলাকে, যে ওর বিশ্বাস আর নির্ভরতার আশ্রয় হয়েও নিজের মর্যাদা বুঝতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত ওকে চূড়ান্ত অপমান করেছে। ওই লোক আর ওই মহিলাকে ওর চাই-ই। ওদের সাথে বোঝাপড়ার ব্যাপার রয়েছে ডিকের। ও যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে নিজের

ওপর শ্রদ্ধা ও ভরসা দুটোই হারাবে। সুতরাং এ-ব্যাপারে ওর মধ্যে কোন রকম দুর্বলতা থাকলে চলবে না।

দ্রুত হাঁটতে লাগল ডিক সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। হঠাৎ পেছন থেকে কাঁধে কারও হাতের ছোঁয়া পেতেই ঘুরে দাঁড়াল মারমুখো ভঙ্গিতে। মেয়েটার দিকে চোখ পড়তে মারমুখো ভাব অন্তর্হিত হলো। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো মেয়েটা বুঝি রোডা, বুকের ভেতরটা লাফ দিয়ে উঠল ওর। পরমুহূর্তে ভুল ভাঙল। রোডা নয়, তবে মেয়েটাকে চিনতে পারল ও। মেয়েটার নাম মার্থা কী যেন...।

'অ, তুমি!' বিরক্ত হলো ডিক।

মৃদু হাসল মার্থা। 'সম্ভাষণের ধরন দেখে মনে হয় না আমাকে দেখে খুশি হয়েছ।'

পাশ দিয়ে তিনজন লোক হেঁটে গেল। তাদের একজনকে দেখল ডিক বারবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে। ডিক চেনে না লোকটাকে, তবে লোকটা চিনে গেছে ওকে। শহরে সে এখন একদম অপরিচিত নয়।

মার্থা মৃদুস্বরে বলল, 'মদ খেয়েছ তুমি। মাতাল হয়েছ, না?' ডিকের হাত ধরে টান দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাঁটতে লাগল ডিক ওর সাথে। সামনে বিল্ডিংটার ভেতর ঢুকল ওরা।

'মাতালের চেয়ে খারাপ,' মন্তব্য করল ডিক তিক্তস্বরে।

'ভাল বলেছ,' হাসল মার্থা। 'এসো, তারচে' আরেকটু বেশি খারাপ হওয়া যায় কিনা দেখি।' ওর বাহু ধরে আকর্ষণ করল। ওর পিছু পিছু বড় একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল ডিক।

আলোয় ভাসছে ঘরটা। বড় দু'তিনটে ল্যাম্প জ্বলছে। চোখ পিট পিট করে আলো সয়ে নিল ডিক। ওর বুটের নীচে নরম পুরু কার্পেট, পুরো ঘর জুড়ে বিছানো। মখমলের সুদৃশ্য গদিঅলা সোফার সারি দেয়াল ঘেঁষে। দেখলে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। দেয়ালে টাঙানো একটা বড় আয়নার সামনে বসে জনাছয়েক

মেয়ে প্রসাধনে ব্যস্ত।

'সন্ধে শুরু হয়নি এখনও,' বলল মার্থা ওর দিকে তাকিয়ে, ওর মুখে এক চিলতে হাসি।

সবগুলো মেয়ে আয়নার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে ঘাড় ফেরাল ওর দিকে। সচেতন হলো ডিক। সুসজ্জিত ঘরে সুন্দরী মেয়েগুলোর সামনে ময়লা পোশাক পরা নিজেকে কিম্ভূত মনে হচ্ছে ওর। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল সে, বাঁ হাতে চোয়াল ঘষল। দাড়িতে খসখস করছে মুখ।

একটা মেয়ে উঠে দু'পা এগোল ওর দিকে।

'প্রুশি!' তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল ওকে মার্থা।

থেমে গেল মেয়েটা। 'কেন, ওর কি পছন্দ হবে না আমাকে?' মার্থার চোখে চোখ রাখল প্রুশি।

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মার্থা। কয়েক মুহূর্ত দু'জন অপলক তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। তারপর চোখ নামাল প্রুশি। 'ঠিক আছে, মার্থা,' গোমড়া মুখে বিড়বিড় করল। 'ঠিক আছে।' নিজের জায়গায় ফিরে গেল ফের।

ডিকের দিকে তাকিয়ে হাসল মার্থা, তবে ওর চোখে এখনও রাগের ঝিলিক। 'মাঝে মাঝে মেয়েদের সামলানো ভারী শক্ত, বুঝলে?'

ঘরের বিপরীত দিকের দেয়ালে আরেকটা দরজা। সেদিকে গেল মার্থা, দরজাটা খুলল। পেছন ফিরে দেখল সবগুলো মেয়ে অবাক হয়ে দেখছে ওকে। ডিকের দিকে চাইল ও, চোখ টিপল। 'ওরা ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। এ রকম প্রায় হয় না কিনা...' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল। এক মুহূর্ত মেয়েদের একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশ, ওদের সামলাও কিছুক্ষণের জন্যে। এখান থেকে নিয়ে যাও।'

দুপাশের দরজার করিডর ধরে হেঁটে চলল ও ডিককে নিয়ে। শেষ মাথায় গিয়ে একটা দরজার সামনে থামল। 'এসো, ডিক,'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ডাকল।

ভেতরে ঢুকল ডিক, বিছানার পেতে রাখা একটা ইজি চেয়ারে বসে পা দুটো ছড়িয়ে দিল সামনের দিকে। নিজের বুটজোড়ার দিকে তাকাল। ওর ওপর থেকে হুইস্কির প্রভাব কাটেনি এখনও, তবে পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর টনটনে জ্ঞান আছে।

'কী ব্যাপার, মার্থা?' জানতে চাইল সে।

আবার শ্রাগ করল মার্থা। ওর লো কাট গাউনের ওপর পরিষ্কার সাদা কাঁধ, পেলব মসৃণ পুরুষ্টু। মোলায়েম চুলের ওপর আলো চিক চিক করছে; মুখ কোমল, দ্যুতিময়। ডিকের প্রশ্নের জবাবে চুপ করে রইল ও।

আসলে ও নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা কী? ও এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করছে ডিকের প্রতি। সে-রাতে ও লড়াইয়ের পর পরিশ্রান্ত ডিকের গায়ে হাত রেখেছিল, তখনও ও একই রকম আকর্ষণ অনুভব করেছিল।

এটুকু জীবনে কতগুলো লোকের সংস্পর্শে এসেছে ও? নিজেকে প্রশ্ন করল মার্থা। এর জবাব ওর কাছে নেই। ওদের সংখ্যা মনে রাখেনি ও। কারও কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যও নয়। এ সংখ্যা অগণিত। অগণিত নাম চেহারাবিহীন মানুষের ভীড় ওর স্মৃতিতে।

তবে এদের মধ্যে সামান্য যে কয়জনের কথা ওর মনে আছে বিশেষভাবে, তাদের মধ্যে ডিকের কথা সবার আগে বলতে হবে। এ-লোকটার মুখ ওর মনে চিরদিনের জন্যে খোদাই হয়ে গেছে। প্রথম যেদিন ডিককে দেখেছে মার্থা, ওইদিনই ওর মনে আলোড়ন জেগেছে। বিষণ্ণ, ক্লান্ত চেহারার একজন মানুষ; সুদর্শন কিন্তু চোখ জুড়ে নিঃসঙ্গতার আভাস। অস্থির চাউনি। ওর মনে প্রচণ্ড দাগ কাটে ডিকের চেহারা।

'আমি একা, ডিক,' মৃদুস্বরে, প্রায় গুঞ্জনের মত শব্দ তুলে বলল মার্থা। 'আমার কথা বলার জন্যে কাউকে চাই।' ডিকের

বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ভাবছ, এতগুলো মেয়ে এখানে, তবু আমি কীভাবে একা, না? একদঙ্গল ছেলের সাথে থাকনি কখনও? থাকনি? থাকলে বুঝতে পারতে এক ঝাঁক মেয়ের সাথে থেকেও কেন আমি নিঃসঙ্গ।'

হাসল ডিক। ভাল লাগছে ওর এখানে। মার্থা মেয়ে হিসেবে খারাপ নয়। কথা বলতে জানে। মেয়েটা দেখতে সুন্দরীও; উগ্র নয়, কোমল।

টেবিলের কাছে এসে বসল মার্থা। ছোট্ট দুটো গ্লাসে ব্রান্ডি ঢালল বোতল থেকে। উঠে এল ডিকের কাছে, একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল হাতে। 'খাও,' নিজের গ্লাস মুখের কাছে নিয়ে গেল। 'ভাল ব্রান্ডি।'

ছোট্ট করে এক ঢোক পান করল ডিক। উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল ধীরে ধীরে ওর শরীরে। হুইস্কির সাথে ব্রান্ডি মিলে দারুণ আমেজের সৃষ্টি হলো। অনবরত পান করতে লাগল ও।

বারবার ওর গ্লাস ভর্তি করে দিল মার্থা। অনর্গল কথা বলতে শুরু করল ডিক। একসময় বুঝতে পারল কথা জড়িয়ে আসছে। বারবার খেই হারিয়ে ফেলছে, কী বলছে ভুলে যাচ্ছে, কথা হাতড়াচ্ছে মনে মনে। 'কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ, রিংবুল...উঁহুঁ রোডা...হ্যাঁ রোডা...উঁহুঁ মার্থা, বুঝলে...? বুঝলে...খুব ভাল মেয়ে তুমি। তুমি আছ...তুমি আছ আমার খুব ভাল লাগছে।...আর কেউ আমাকে এভাবে...বুঝলে আমাকে...এভাবে...'

এক নাগাড়ে গ্লাস পূর্ণ করে দিচ্ছে ওকে মার্থা, বড় বড় চোখ মেলে ওর দিকে চেয়ে আছে।

ডিকের চোখে কুয়াশা নামছে। কমতে শুরু করেছে ঘরের আলো। 'মার্থা,' মাথা নাড়ল ও, 'বাতি নিভিয়ে দিয়েছ তুমি?'

ওর মুখের ওপর ঝুঁকে বসল মার্থা। ওর নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগল ডিকের মুখে। 'তুমি নেশাতুর হয়ে পড়েছ, ডিক,' হাসল সে, 'তুমি বরং ঘুমোও।'

ডিক জানে না কখন কীভাবে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে, কীভাবে তার পা থেকে বুট জোড়া খসিয়ে নেয়া হয়েছে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে রইল ডিক। কোথায় শুয়ে আছে মনে করতে বেশ কিছুটা সময় লাগল ওর।

সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে টের পেল শয্যায় সে একা নয়। আরেকজন আছে পাশে। খুব আস্তে আস্তে, সন্তর্পণে মাথা ঘুরিয়ে চাইল ও। ওর দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। গায়ে ফিনফিনে একটা চাদরমাত্র। কাপড়ের আড়ালে ওর বুকের ভাঁজটা স্পষ্ট হয়ে আছে।

নড়ে উঠল ও। 'ধ্যাত্তেরি, মার্থা। আমি···' ওর জিহ্বা জড়িয়ে গেল, কথা শেষ করতে পারল না।

ডিকের মনে নেই, তবে মার্থা ওর পাশে শুয়ে সারা রাত ওর অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনেছে। এমনকী ও ঘুমিয়ে যাবার পরও মার্থা অনেকক্ষণ জেগেছিল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। ওর প্রলাপ থেমে জোড়াতালি দিয়ে যা পেয়েছে, তাতে ডিকের জীবনবৃত্তান্ত কিছুটা হলেও জানতে পেরেছে ও। তাতে আরও জানার কৌতূহল বেড়েছে তার, কিন্তু ও বুদ্ধিমতী, জানে এসব ব্যাপারে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে অযাচিত নাক গলাতে নেই।

উঠে বসল মার্থা, গা থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে দূরে ফেলে দিল। ওর সাদা বুক আর পেট উন্মুক্ত হলো ডিকের চোখে। ঝুঁকে ওকে চুম্বন করল মার্থা। পেছনে সরে বসল। চাদর গায়ে জড়ানোর ঝামেলায় গেল না আর।

'লজ্জা কোরো না তো,' বলল সে। অবশ্য সে তা আশাও করছে না। মুখ টিপে হাসল। 'সময়টা ভালই বলতে হবে। রাত কেটে গেছে বৃথাই।'

চেয়ারের পিঠে ঝোলানো নিজের প্যান্ট দেখল ডিক, টেনে নিল ওটা। উঠে দাঁড়াল। 'তুমি চাও আমি নিজেকে বোকা বোঝাই?'

প্রবল আপত্তিতে মাথা নাড়ল মার্থা, রাগে চোখ জ্বলে উঠল। এমন একটা মুহূর্তকে বৃথা যেতে দেবে? পরমুহূর্তে নিজেকে সামলাল। 'সারা রাত তুমি কথা বলেছ,' বলল। 'তুমি কেন ভার্জিনিয়া এসেছ, আমি জানি।'

রাগে লাল মুখে ওর দিকে চাইল ডিক।

'তুমি ডেজার্ট, টিনা আর ববের কথা বলেছ। তুমি রেমির কথাও বলেছ।' রোডার কথাও বলেছে ডিক, তবে মার্থা সেটা বলল না।

শার্ট গায়ে জড়িয়ে বোতাম লাগাল ডিক। ওর মুখ গম্ভীর। 'ওরা সবাই এখানেই আছে। রেমির কী হয়েছে জানি না। তবে ববকে দেখেছি গত রাতে।' স্বস্তিবোধ করল রোডার প্রসঙ্গ না-ওঠায়। সম্ভবত মদের ঘোরে প্রলাপ বকার সময় রোডার নাম বলেনি।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মার্থা। 'এখন তা হলে কী করতে চাও, তুমি?' জানতে চাইল।

'ভার্জিনিয়া সিটির প্রতিটা শিশুর মুখ দেখতে চাই,' রুক্ষ স্বরে বলল ডিক। 'তাদের মধ্যে কেউ না কেউ অবশ্যই বব। আমার ছেলে।' আমার ছেলে কথাটার ওপর জোর দিল।

'তারচে' বরং টিনাকে খুঁজে বের করো। সেটাই ভাল হবে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ডিক। তারপর মাথা ঝাঁকাল। সত্যি কথা। টিনাকে পাওয়া গেলে ববকেও পাওয়া যাবে।

'আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারব ওকে খোঁজার ব্যাপারে,' বলল মার্থা।

বিছানার কিনারায় বসল ডিক, পায়ে বুট গলাল। 'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল। গলার স্বরে বোঝা যাচ্ছে, পাত্তা দিচ্ছে না খুব

একটা মার্থার কথায়।

সাহায্যের ছুতায় ডিককে বারবার এখানে আনা যায় কিনা ভাবল মার্থা। পরে মত পাল্টাল। সেটি ঠিক হবে না। ডিককে ও সাহায্য করবে, তবে কোন কিছুর বিনিময়ে নয়।

হাসল ও। বলল, 'আমার কথা শুনে তুমি হয়তো হাসবে। তবে একজন মেয়ে হিসেবে মেয়েদের সম্পর্কে আমি যা জানি, তুমি তা কখনও জানবে না। আমার বুদ্ধিতে কাজ হবে। আমি কিছু জানতে পেলে তোমাকে জানাব। তবে তার আগে টিনা সম্পর্কে আমাকে বলো, যেন ওকে সহজে চিনতে পারি।'

টিনার চেহারা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল ওকে ডিক। অবাক হলো মার্থা। যে ওকে এভাবে আঘাত দিয়েছে, তার সম্পর্কে এতটা খুঁটিনাটি মনে রাখল কীভাবে ডিক! আসলে, ভাবল সে, মানুষ বোধ হয় প্রিয়জনের চেয়ে অপ্রিয়জনের কথাই বেশি ভাবে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। অপছন্দের ব্যক্তিই বারবার নিজের অস্তিত্ব জানান দেয় মানুষের মনে।

ডিকের বর্ণনা থেকে টিনার অনেক কিছুই জেনে গেল মার্থা। টিনা যদি এখনও ভার্জিনিয়া সিটিতে থেকে থাকে, তা হলে গর্ত থেকে টেনে বের করে আনা যাবে।

ডিক ধন্যবাদ জানাল মার্থাকে, নিচু হয়ে চুমু খেল ওর কপালে। মার্থা অনুভব করল, এটা শুধুই চুমু, সাদামাঠা চুমু। আর কিছু নয়।

আঙুল দিয়ে মেয়েটার চিবুক ছুঁয়ে দিল ডিক আলগোছে, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চোদ্দ

দ্বিতীয় দিনের শেষে ডিক বুঝতে পারল, দুটো দিন স্রেফ পণ্ডশ্রম করেছে ও। এ দুদিন ও যা পেয়েছে, তা কেবল সন্দেহ, মুখঝামটা আর শত্রুতা।

শহরের বাসিন্দাদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দরজা এক করা, মহিলাদের ডেকে তাদের ঘরে কোন বাচ্চা ছেলে আছে কি না জানতে চাওয়া এবং থাকলে তাকে দেখার জন্যে আবদার জুড়ে দেয়ার কাজটা আর যা-ই হোক, কারও মাথার সুস্থতার লক্ষণ যে নয়, তা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি ওর।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও হতাশ ডিকের ইচ্ছে হলো কারও সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করার জন্যে। রোডার কথা ভাবল, পরে মনে হলো, এ ব্যাপারে রোডার কাছে কোন সহানুভূতি পাবে না ও। মার্থাকে অবশ্য বলা যায়, মার্থা ওর কথা শুনবে, কিন্তু মার্থার ওখানে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না ওর।

সবচে' কাছের সেলুনটার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। ভার্জিনিয়া সিটিতে আসা অবধি যেসব সেলুনে ঢুকেছে ও, এটাও সেগুলোর মত একটি। ড্রিঙ্কের চেয়ে বেশি যা এখন ওর দরকার, তা হলো কারও সঙ্গ পাওয়া।

দরজার মুখে দাড়িঅলা একটা লোককে উঁকি মারতে দেখল ও। ওর চোখে চোখ পড়ামাত্র পিছিয়ে গেল লোকটা। ওর নড়াচড়ায় তাড়াহুড়ার ভাব লক্ষ করল ডিক। চট করে পেছনের

একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল দাঁড়িঅলা। লোকটার ভাবগতিক দেখে অবাক হলো ডিক। পরমুহূর্তে মন থেকে বাতিল করে দিল ওর কথা।

খদ্দেরের ভীড় সেলুনে। মাতাল, কাউবয়, জুয়াড়ী, স্বর্ণসন্ধানী আর ভবঘুরে মিলে গিজগিজ করছে। দু'হাতে ভীড় ঠেলে বারের কাছে চলে গেল ডিক।

বদ্ধ দমবন্ধ পরিবেশ। চারপাশের লোকজন এক নাগাড়ে কথা বলছে, হাসছে, খিস্তি ওগড়াচ্ছে। কান পেতে রইল সে। সবার কথা শুনছে, তবে কারও দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে না।

নিজের ওপর কারও দৃষ্টি অনুভব করল ডিক, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। একটা মেয়ে লোক, বিগত যৌবনা প্রায়, দেখছে ওকে। পোশাকআশাক দেখে মনে হচ্ছে সেলুনের কর্মচারীই। মেয়েটার চোখ দেখে মনে হলো, ডিক একটু আগ্রহ দেখালেই এসে ঝুলে পড়বে। কিন্তু আমন্ত্রণ জানানোর কোন উৎসাহ দেখাল না ডিক। চোখ ফিরিয়ে নিতেই আয়নার ওপর চোখ গেল ওর। মেয়েটাকে দেখল ফের আয়নায়।

আসন দখলে রাখার জন্যে হুইস্কির অর্ডার দিল ও। গ্লাসটা হাতে নিয়ে বিতৃষ্ণ চোখে তাকাল তরল পদার্থটুকুর দিকে। জিনিসটা ভাল নয়, সস্তা, বিস্বাদ। ওর এখানে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। কিন্তু এখান থেকে চলে যেতেও ইচ্ছে হচ্ছে না।

হন্তদন্ত হয়ে বারের কাছে ছুটে এল শেরিফ আর্থার লিভিংস্টোন। ডিকের পাশের খালি জায়গাটা দখল করে ঘোঁৎ করে উঠল, 'তোমার সাথে কথা আছে, রিফেল।'

চোখ টেরে চাইল ডিক শেরিফের দিকে। 'বলে ফেলো।'

'আধা ডজনেরও বেশি অভিযোগ পেয়েছি তোমার বিরুদ্ধে,' খেঁকিয়ে উঠল শেরিফ। 'বিকেল থেকেই। কী শুরু করেছ তুমি এসব?'

'কারা অভিযোগ করেছে?' কারা অভিযোগ করেছে সেটা

অনুমান করতে কষ্ট হয় না ডিকের। আজ বিকেলে রগচটা কিছু মা শুধু মারতে বাকি রেখেছিল ওকে।

'কারা অভিযোগ করেছে, সেটা তুমি নিজেও জানো। কী করছ তুমি এখানে, রিফেল?'

চড়া গলায় কথা বলছে আর্থার, ডিকও সমান গলা চড়াল। 'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, শেরিফ। তোমাকে আগেও বলেছি একবার।'

'ভাল কথা,' তিক্তস্বরে বলল শেরিফ, 'কিন্তু সে জন্যে তুমি এখানে সবাইকে জ্বালিয়ে মারতে পারো না। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি কোন অভিযোগ শুনি তোমার বিরুদ্ধে, স্রেফ গরাদে ঢুকিয়ে দেব।'

'কোন অপরাধে?' জানতে চাইল ডিক। লক্ষ করল, ওদের চড়া গলার কথা চারপাশের লোকগুলো ঘাড় ফেরাতে শুরু করেছে।

'শান্তি নষ্ট করার অভিযোগে!' আগুনের মত টকটকে লাল হয়ে উঠল আর্থারের চোখ।

'ঠিক আছে, শেরিফ,' গলা নামাল ডিক। 'কথাটা আমার মনে থাকবে।'

উঠে দাঁড়াল ও, চারপাশের কৌতূহলী চোখগুলোকে পাত্তা না-দিয়ে ভীড় ঠেলে দরজার দিকে এগোল। নিজের ভেতর উন্মত্ত ক্রোধের উপস্থিতি টের পাচ্ছে ও। সবগুলো দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এখন ওর সামনে।

প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে অফিসের সিঁড়ি বেয়ে উঠল গ্যাডিস। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। হাঁফাচ্ছে সে, পা দুটো কাঁপছে। দুদিন ধরে সেলুনে যায়নি ও, আজ যখনই গিয়ে ঢুকেছে, অমনি প্রায় সাথে সাথে রিফেলও এসে হাজির হয়েছে। এর অর্থ কী? নাকি অর্থহীন কাকতাল মাত্র?

ডেস্কের পাশে গিয়ে বসল ও। পা কাঁপছে এখনও, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে ঠক ঠক করে। চারদিকে ওর সবকিছু ভেঙে পড়ছে। এর জন্যে দায়ী কেবল ওই একটা লোকই। এমনকী, গত দুদিন ধরে টিনার আচরণ পর্যন্ত পাল্টে গেছে। এমন আচরণ দেখাচ্ছে যেন ভয়ানক কিছু ঘটে গেছে ওর মধ্যে। গ্যাডিস ওকে প্রশ্ন করেছে বার বার, কিন্তু জবাব পায়নি।

টিনা বারবার ভার্জিনিয়া সিটি ছেড়ে চলে যাবার কথা বলছে। কিন্তু গ্যাডিস জানে, মুহূর্তের নোটিশে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে যাওয়া যায় না। এসব বিষয়-সম্পদ ফ্যালনা নয়। এসব কিছুর বিলি-ব্যবস্থা কিংবা বেচা বিক্রি করার জন্যেও সময় দরকার।

দরজায় নক হলো, চমকে উঠল ও, অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। পিস্তল আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে বসে তাক করল দরজার দিকে। সাবধানে আওয়াজ দিল, 'কে ওখানে?'

'লুসি,' ওপাশ থেকে জবাব এল। 'দরজা খোলো।'

রাগে মুখ খিঁচাল গ্যাডিস। ও চায় না মেয়েটা এখন ভেতরে এসে ওকে বিরক্ত করুক। চেঁচিয়ে উঠে ওকে 'এক্ষুনি দূর হয়ে যাও' বলতে যাচ্ছিল, পরে একটা কথা মনে পড়তে মুখ বন্ধ করল। মেয়েটা সেলুনে ছিল এতক্ষণ, ওর কাছ থেকে খবর নেয়া যায় ডিক রিফেল এখনও ওখানে আছে কিনা।

পিস্তল টেবিলে রেখে দরজা খুলে দিতে গেল ও। তালা খুলে লুসি ঢুকতে পারে মত জায়গা ফাঁক করল পাল্লা দুটো, ও ঢুকতেই বন্ধ করে দিল ফের। ফিরে দাঁড়াল মেয়েটার দিকে। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল প্রাণপণে।

চোরা চোখে ওকে দেখছে লুসি। ডেস্কের ওপর রাখা পিস্তলটা দেখে হাসল। 'তোমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে। আকর্ষণীয় সেটা বলা যাবে না। পেগ, আমি তোমার পরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিলাম. কিন্তু তুমি তা হওনি। এবার মনে হয় হবে।'

'চুপ করো, লুসি!' খেঁকিয়ে উঠল গ্যাডিস।

ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে চাইল লুসি। 'ধমক দিও না, পেগ। এখন আমি বলব আর তুমি শুনবে। তোমার দয়া ভিক্ষে করার দরকার আর আমার নেই। একটুও না। তুমিই বরং আমার কাছে দয়া ভিক্ষে চাইবে।'

গলা সপ্তমে চড়াল গ্যাডিস। 'কেন? কেন রে মূর্খ মেয়েলোক?' বেগে লুসির কাছে চলে এল ও, ঠাস করে চড় লাগাল; গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল লুসির।

চেঁচাল না লুসি, ঠোঁট কামড়াল বার কয়েক, তারপর দরজার দিকে ঘুরল। ঘাড় ফেরাল গ্যাডিসের দিকে। 'বেশ। তোমার কাছে কেবল এটাই আমার জানার দরকার ছিল। তোমাকে আমি ভালবাসতে পারতাম, সুখ দিতে পারতাম। কিন্তু তুমি আমাকে কখনও পাত্তা দাওনি। এখন তুমি পস্তাবে,' বিকৃত মুখে কথাগুলো থুতুর মত ছড়িয়ে দিল গ্যাডিসের মুখের ওপর।

'বেরিয়ে যা,' চেঁচাল গ্যাডিস। 'বেরিয়ে যা, কুত্তী! দূর হ!'

রাগে দু'ঠোঁট কাঁপছে লুসির থরথর করে। 'তুমি একটা ভীতুর ডিম, গ্যাডিস, কাপুরুষ! একটা কুত্তার সাহসও তোমার ভেতরে নেই। আমি জানি কার ভয়ে তুমি ইঁদুর হয়ে আছ। ওই বিশালদেহী লোকটা, কিছুক্ষণ আগে যে সেলুনে এসে ঢুকেছে, তুমি ওকে যমের মত ভয় পাও।

'ওকে দেখে তোমার মুখের কী অবস্থা হয়েছিল আমি দেখেছি। দুবার তুমি লেজ গুটিয়ে ভেগেছ ওকে সেলুনে ঢুকতে দেখে। এ-ঘরে তুমি যাকে খুন করেছিলে, এ লোক ওর বন্ধু, তাই না? গার্ট আমাকে বলেছে, তোমার কাছ থেকে পাওয়া সব টাকা দেখিয়েছিল আমাকে। বিশালদেহীকে খুন করার জন্যে ওই টাকা তুমিই ওকে দিয়েছিলে। তাই না? ওই লোক গার্টকে খুন করেছে, তোমাকেও করবে।'

জায়গায় জমে গিয়ে ওর সব কথা শুনল গ্যাডিস। ধীরে ধীরে উন্মাদের দৃষ্টি ফুটল ওর চোখে। মুখ বিকৃত দেখাল। 'লুসি,'

ডাকল সে মেয়েটাকে। 'এদিকে আসো।'

মেয়েটার রাগে লাল মুখ হঠাৎ রঙ হারিয়ে মোমের মত সাদা হয়ে গেল। আতঙ্ক ভর করেছে মনে। বুঝতে পারছে, এতক্ষণ ধরে যে-কথাগুলো বলেছে, এগুলো বলা একদম উচিত হয়নি। এগুলো ওর জন্যে মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে।

দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, খুলে দৌড় দিল পড়ি কি মরি করে। ওর হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে বিষম বেগে, মনে হচ্ছে গলার কাছে এসে আটকে গেছে দম। পেছনে বুটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওকে তাড়া করে আসছে উন্মাদ হয়ে ওঠা লোকটা।

সেলুনভর্তি লোকের সামনে মেয়েটাকে কিছু করার সাহস নেই গ্যাডিসের। সিঁড়ির অর্ধেকটা নামতেই নিজেকে সামলাল সে; ধীর স্বাভাবিক গতিতে নামল বাকি পথ।

সেলুনটা তার, লোকগুলো তার খদ্দের, তবু ওদের সামনে কোন মহিলার দিকে একটা আঙুল উঁচালেও ওকে ছেড়ে কথা কইবে না ওরা। সুতরাং এখানে কিছু করা যাবে না ওকে। ওর মনে পড়ল, পিস্তলটা ওর টেবিলের ওপর রয়ে গেছে। কিন্তু এখন ওটার জন্যে ফিরে গেলে দেরি হয়ে যাবে। মেয়েটা পালিয়ে যাবে ততক্ষণে। কিন্তু ওকে চোখে চোখে রাখা চাই। কোমরে হাত দিয়ে ছুরিটার অস্তিত্ব টের পেল ও। ওই মেয়েকে শেষ করার জন্যে এটাই যথেষ্ট, মনে মনে ভাবল ও।

সিঁড়ির শেষ ধাপে যখন পৌছল, তখন ওর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। চুপচাপ বারের শেষ প্রান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় বারটেন্ডার কথা বলল, 'লুসির কী যেন হয়েছে। এইমাত্র এখান দিয়ে ছুটে গেল এমনভাবে, যেন কেউ ওকে পিস্তলহাতে তাড়া করছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্যাডিস, যেন বোঝাতে চাইল, ওসব মেয়েদের খেয়াল। মেয়েরা কখন কী করে, কার সাধ্য তা বোঝে।

সেলুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেল ও, ধীরে সুস্থে। অনেক

কষ্টে দৌড় দেয়ার লোভ সামলাল। ওর ভয় হচ্ছে সামান্য একটু সময় পেলে ওই মেয়ে হারিয়ে যায় ওর দৃষ্টি থেকে। তা হলে কিন্তু চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে ওর। ওই মেয়ে যদি রিফেলের সাথে মিলিত হতে পারে, তা হলে যা জানে, সব কিছুই ওকে বলে দেবে। এমনকী ওর সাথে যাতে আর্থারের সাথেও দেখা না-হয়, গ্যাডিসকে সে-ব্যবস্থা করতে হবে।

সেলুন থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল ও। রাস্তায় অগণিত মানুষ। মানুষের ভীড়ে দেখা যাচ্ছে না লুসিকে। আরও কিছুক্ষণ তাকাতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রাস্তায় লুসির ছুটন্ত অবয়ব দেখা যাচ্ছে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও। আতঙ্কে ছোটাছুটি না-করে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলে বোঝাই যেত না যে, ওটা লুসি।

রাস্তায় নামল ও, চোখে চোখে রাখছে মেয়েটাকে। প্রায় আধ ব্লক সামনে এখন লুসি। গ্যাডিস জানে, মানুষজনের সামনে কিছুই করতে পারবে না ও ওকে।

রাস্তাটুকু ওকে অনুসরণ করে গেল সে। আচমকা থেমে গেল। সামনে একদল লোকের ভীড়ে রিফেলকে দেখা যাচ্ছে। কথা বলছে বেজন্মাটা ওদের সাথে। মেয়েটাও দেখেছে ওকে, সোজা ওর দিকে যাচ্ছে। বুকের ভেতর ধক করে উঠল ওর, নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড় হলো। এ-মুহূর্তে ওর দরকার একটা আগ্নেয়াস্ত্র। তা হলে দূর থেকেই দফা রফা করে দেয়া যেত রিফেল কিংবা হারামজাদী মেয়েটার। কিন্তু ওর কাছে একটা পিস্তলও নেই। দ্রুত সরে গিয়ে একপাশে দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল সে। মেয়েটা যদি এখন রিফেলকে ওর দিকে একটা আঙুল তুলেও দেখাতে পারে, তা হলে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে ওর কাছে। জেনে যাবে কাকে খুঁজছে সে।

পনেরো

সেলুন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শেরিফ আর্থারের কথাগুলো ভাবছিল ডিক। আর্থার ওকে যা বলেছে, এরপর তা করেই ছাড়বে। ছাড় দেবে না আর। ডিক জানে, ওর পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে এখন। চারদিক থেকে হতাশা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। কোনদিক থেকেই কোনরকম সাহায্য পাচ্ছে না সে।

সামনে রাস্তার পাশে তিনজন লোককে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখল। ওদের একজন এসে ওর সামনে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে ক্ষমা চেয়ে ওর কাছে দেশলাই আছে কিনা জিজ্ঞেস করল। 'আমাদের তিনজনের কারও কাছেই নেই,' কৈফিয়ত দিল।

দেশলাই বের করে ওকে দিল ডিক। মেকিংস বের করে নিজের জন্যেও সিগারেট রোল করল। খুশি হয়েছে লোকগুলোর সাথে দেখা হওয়ায়। কথা বলে আপাতত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কপাল ভাল হলে হয়তো কোন খোঁজ খবরও পাওয়া যেতে পারে।

লোকগুলোর মধ্যে একজন সাদা চুলের, বলল, 'তোমাকে ঠিক মাইনার বলে মনে হচ্ছে না।'

'স্বাভাবিক। কারণ আমি মাইনার নই।' বিরক্তির সুর ডিকের গলায়। আলাপের শুরুটা পছন্দ হয়নি, এরপর কোনদিকে মোড় নেয়, কে জানে। 'মাইনিং কান্ট্রির চেয়ে আমার কাছে ক্যাটল

টাউনই বেশী ভাল লাগে।'

'তা ঠিক,' মাথা দোলাল সাদা চুল। 'কেউ যখন মাইনিংয়ে সুবিধে করতে না-পারে, তখন এরকমই বলে থাকে। তুমি কখনও মাইনিংয়ের কথা ভাবো না?'

'না।' বলেই থমকাল ডিক। রিংবুলের দেয়া প্রস্তাবটার কথা মনে পড়ল। দুম করে 'না' বলে ফেলাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। ওর যদি প্রচুর টাকা থাকত এবং করার মত অন্য কোন কাজ না-থাকত, তা হলে সম্ভবত মাইনিংয়ের প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখত। তবে ওর ঝোঁক বেশি র‍্যাঞ্চিংয়ের দিকেই। র‍্যাঞ্চিং মাইনিংয়ের মত জুয়া খেলা নয়, প্রচুর খাটলে ফায়দা উঠতে বাধ্য। ওদিকে মাইনিংয়ের ব্যাপারে ওর অনাপত্তির কারণ বোধ হয় রোডা রিংবুলই। মেয়েটার সাথে আস্তে আস্তে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ছে ডিক। 'এটা অনেক বড় দেশ,' মৃদুস্বরে নীরবতা ভাঙল ও। 'করতে চাইলে অনেক কাজ।'

'ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল সাদা চুল। ডিকের কথা পছন্দ হয়েছে ওর

ছুটতে ছুটতে পিছু ফিরে তাকাচ্ছে লুসি। পেছনে গ্যাডিসকে না-দেখে আস্তে আস্তে আতঙ্ক কাটছে ওর। জাহান্নামে যাক গ্যাডিস! ওকে এ জন্যে অবশ্যই ভুগতে হবে। আর ও নিজে একটা আস্ত গাধা। গ্যাডিসের কাছে ওর কিছুই পাওয়ার নেই। তবু ওর পেছনে হেঁটেছে ও এতদিন। এখন সে আর কখনও আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারবে না। মাথা নাড়ল মনে মনে। সে আর তা চায়ও না। ভার্জিনিয়া সিটি বিশাল জায়গা। কিন্তু এখানে তার আর কিছুই চাওয়ার নেই। একঘেয়ে, ক্লান্তিকর ঠেকছে জায়গাটা এখন ওর কাছে। সে অন্য কোথাও চলে যেতে চায়। তবে তার আগে গ্যাডিসের মত পাষণ্ডকে উচিত শিক্ষা দিয়ে যাবে।

গ্যাডিসের বিরুদ্ধে যা জানে, খতিয়ে দেখল ও। হতাশ হলো। গ্যাডিসকে ফাঁসানোর মত জোরাল কোন প্রমাণ নেই ওর হাতে। ওর মত ধুরন্ধর লোককে অত সহজে ধরা যাবে না। ওর মুখে আতঙ্কের চিহ্ন বা ইতস্তত ভাব দেখেছে ও বিশালদেহী মানুষটাকে সেলুনে ঢুকতে দেখে। কিন্তু এতে তেমন কিছু প্রমাণিত হয় না।

হাঁটতে হাঁটতে ভুরু কুঁচকাল সে। কিছু একটা ব্যাপার আছে গ্যাডিস আর বিশালদেহী ওই লোকটার মধ্যে। সে যখন গ্যাডিসকে বিশালদেহীর কথা বলছিল, তখনও ওর মুখে আতঙ্ক আর আক্রোশের চিহ্ন দেখেছে। বিশালদেহী লোকটা আসলে কে, তা যদি জানা যেত! কিন্তু সে জন্যে আগে ওকে খুঁজে পেতে হবে। কোথায় থাকে লোকটা?

হঠাৎই লোকটাকে দেখল লুসি। সামনে রাস্তার পাশে কয়েকজনের সাথে কথা বলছে। পা চালাল ও। 'এবার তোমাকে দেখব আমি, পেগি গ্যাডিস,' মনে মনে বলল।

ওর বাহু ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দেয়ার আগ পর্যন্ত মেয়েলোকটাকে খেয়াল করল না ডিক। ঘাড় ফেরাতেই মেয়েটা বলল, 'তোমার সাথে আমি কথা বলতে পারি, মিস্টার?'

ওর দিকে চাইল ডিক। কপালে ভাঁজ পড়ল। মেয়েলোকটাকে আগে কোথাও দেখেছে, কিন্তু কোথায় সেটা মনে করতে পারল না। মেয়েটা মনে হচ্ছে ড্যান্স হল গার্ল। তা হলে সম্ভবত সেলুনগুলোর কোন একটায় দেখে থাকবে। মাথা নেড়ে হ্যাটের ব্রিম ছুঁলো সে। 'হ্যাঁ, ম্যাম। অবশ্যই।'

ইতস্তত করছে লুসি। বিশালদেহীর সাথের লোকগুলোর সামনে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে। ওর কথাগুলো জরুরি এবং গোপন। এজন্যে একটু নিরিবিলি চাই। এদের সবার সামনে বলাটা নিরাপদ হবে না, বুঝতে পারছে সে।

ডিক অপেক্ষা করছে ভুরু কুঁচকে।

'তুমি,' মরিয়া হয়ে উঠছে লুসি, 'তুমি কি আমার ঘরে আসবে একটু?'

ডিকের সাথের লোকগুলোর মুখের নোংরা হাসি স্পর্শ করল ওকে। পাত্তা দিল না সে। ডিকের মুখে প্রত্যাখ্যানের ভাব ফুটে উঠতে দেখে একগুঁয়ে স্বরে বলল, 'আমি যা বলতে চাইছি, তা তোমার জন্যে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ। তুমি তো এখানে কিছু একটা খুঁজতে এসেছ, তাই না?'

চোখ সরু হয়ে উঠল ডিকের। 'হ্যাঁ।' মাথা দুলিয়ে সায় দিল মেয়েটির কথায়, তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল, 'কী জানো তুমি সে-সম্পর্কে?' মেয়েটাকে ঠিক কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করছে ও, পারছে না। সাধারণ, অনাকর্ষণীয় চেহারা মেয়েটার। প্রথমবার চোখ পড়ার পর দ্বিতীয়বার তাকানোর গরজ বোধ করবে না কেউ।

'মিলারের দোকানের পেছনে আমার ঘর। আমি তোমার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করব।' চলতে শুরু করল লুসি।

'আরে আরে, থামো।' ওকে থামানোর জন্যে একটা হাত বাড়াল ডিক।

চলতে চলতে ঘাড় ফেরাল লুসি। 'কী বলতে চাই, শোনার আগ্রহ থাকলে তুমি যেয়ো আমার ওখানে।'

দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গেল সে। তারপর মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ফের পেছনে। ওকে দেখছে ডিক, ওর কপাল কুঁচকে আছে এখনও। কী করবে বুঝতে পারছে না। তবে মেয়েটার কথায় রহস্যের গন্ধ পেয়েছে ও, ও কী বলতে চায় জানতে আগ্রহ হচ্ছে। ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, যাবে ওখানে।

বিজয়ীর হাসি হাসল লুসি। *ঠিক আছে, পেগি গ্যাডিস। এবার তোমার বারোটা বাজাব আমি।*

ওর কথাগুলো মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখছে ডিক। মেয়েটা

কি সত্যি সত্যিই কিছু বলতে চায় ওকে? নাকি এটা নতুন ধরনের কোন ফাঁদ?

সাদা চুলের লোকটার কথায় চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল ওর। 'নাহ্, ব্যাপারটায় দেখছি নতুনত্ব আছে,' চোখ মটকে বলল সাদা চুল। 'কোন মেয়ে এসে আমাকে কখনও বলেনি যে, আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজছি এবং সে তা জানে। আরে, ও তো ঠিকই বলেছে। ও নিজেই তো গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত,' দুঃখী চোখে চাইল ডিকের দিকে, 'ছিল একসময়।'

বাকি দুজন মজা পেয়ে হেসে উঠল। ওদের চোখের অশ্লীল দৃষ্টি নজর এড়াল না ডিকের।

ওদের হাসি-ঠাট্টায় কান দিল না ডিক। মুখেও কোন ভাব ফুটে উঠতে দিল না। ওর মাথায় চিন্তার ঝড় চলছে। মেয়েটার কথাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছে না ও। তবে সিদ্ধান্ত নিল এক্ষুনি ওর বাসায় যাবে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে এখানে। এদের বুঝতে দেয়া যাবে না যে, মেয়েলোকটার আমন্ত্রণে সে প্রলোভিত হয়েছে।

লোকগুলোকে দেখে থামল গ্যাডিস। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কী করবে এখন। লুসিকে ডিকের সাথে কথা বলতে দেখে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল ওর। সাথে সাথে কৌতূহলে মরে যাবার মত অবস্থা হলো। মেয়েটা কী বলছে তা জানার জন্যে এ-মুহূর্তে এক হাজার ডলার খরচ করতে রাজি ও।

তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। ডিককে ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল আবার মেয়েটা। এত কম সময়ে কী বলতে পারে ও? স্বস্তির ভাব ফুটল ওর মুখে। মেয়েটা হয়তো তেমন কিছু বলতে পারেনি রিফেলকে। তবে এমনও হতে পারে, মেয়েটা হয়তো এখানে কোন কথা না-বলে ডিককে ওর সাথে অন্য কোথাও দেখা করতে বলেছে।

তবে মেয়েটা যা-ই বলুক, তাতে মনে হয় কান দেয়নি

রিফেল। ও আবার কথা বলতে শুরু করেছে সাথের লোকদের সাথে। ওর আচরণে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। সহজ আয়েশী ভঙ্গিতে গল্প করছে সে।

মিলারের দোকানের পেছনে লুসিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল গ্যাডিস। মেয়েটার বাসা ওদিকে। আচমকা উদ্বেগ ফুটল ওর চোখে। এই তা হলে ব্যাপার? মেয়েটা রিফেলকে ওর বাসায় যেতে বলেছে! লোকগুলোর সামনে কথা বলতে চায়নি।

আবার লোকগুলোর দিকে চাইল গ্যাডিস। কতক্ষণ কথা বলবে ওরা? কাজটা সারার জন্যে কতক্ষণ সময় পাবে ও?

ঘুরে পিছিয়ে এল ও, ব্লকের পাশ ঘুরে সাইড স্ট্রীট ধরে ছুটল ফের। ভয় আর উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে। রাস্তাটা লুসির ঘরের সামনে দিয়ে গেছে। ডিক রিফেল যদি লুসির কথা শুনতে আসে, তা হলে বিপরীত রাস্তা ধরে আসবে। ওদিকে তাকাল ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পুরো রাস্তা জনমানবশূন্য, একটা কুকুর পর্যন্ত নেই।

আস্তে আস্তে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল গ্যাডিস। নক করল। নিশ্চিন্ত বোধ করছে সে। লুসির ঘরে ঢোকার পর বিপদের আশঙ্কা করছে না। সে অবস্থায় যদি ডিক রিফেল এসেও পড়ে, চুপচাপ বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘরের পেছন দিকের ছোট্ট জানালাটা ব্যবহার করতে পারবে ও। লুসিও দরজা খুলতে সঙ্কোচ করবে না। কারণ মেয়েটা ডিক রিফেলের নক শোনার অপেক্ষায় আছে। ভুলেও কিছু সন্দেহ করবে না। শান্ত ভঙ্গিতে কোমর থেকে ছুরিটা বের করে ডান হাতে নিল সে।

লুসির হালকা পায়ের শব্দ কানে এল। একটু পরে সামান্য শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল লুসি ঘরের ভেতর। লাথি মেরে দরজা বন্ধ করে দিল গ্যাডিস।

পড়ি কি মরি করে উঠে দাঁড়াল লুসি। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে তাকাল অনুপ্রবেশকারীর দিকে। আঁতকে উঠে ভয়ার্ত গলায় বলল, 'পে-পেগ, আমি ওকে কিছুই বলিনি। আমি···পেগ···প্লিজ, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো···'

এক লাফে ওর কাছে ভিড়ে গেল গ্যাডিস। বাঁ হাতে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরে মাথায় চাপ দিল। হিসহিসে গলায় বলল, 'তুমি বলেছ, লুসি। তুমি অনেকক্ষণ সময় পেয়েছ।'

আতঙ্কে ঠিকরে প্রায় বেরিয়ে আসা লুসির দু'চোখে চোখ রেখে ছুরি উঁচাল ও। মূর্তিমান যমদূতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যুঝছে মেয়েটা, গ্যাডিসের পক্ষে ওকে এক হাতে ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে। দুহাতে খামচি বসাচ্ছে লুসি, ওর নখের আঁচড়ে গালে, চিবুকে জ্বালা ধরে গেছে ওর। শরীর বাঁকিয়ে ওর কবল থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে লুসি। দাঁতে দাঁত চেপে গাল বকল গ্যাডিস, 'শালী কুত্তি!'

ওর খামচিকে উপেক্ষা করে বাঁ হাতের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ওকে কাছে টেনে নিয়ে গেল ও, ডান হাতে ধরা ছুরিটা বসিয়ে দিল বুকে। মরণ আর্তনাদ ছাড়ল মেয়েটা; প্রবল বিক্ষেপে শরীর মোচড়াচ্ছে। দুহাতে ওকে ধরে রাখল গ্যাডিস ওর শরীর নিথর হয়ে না-আসা পর্যন্ত।

লাশটাকে মেঝেয় নামিয়ে রেখে সোজা হলো গ্যাডিস। হাঁফাচ্ছে জিভ বের করে। রক্তে লাল হয়ে ওঠা হাত দুটো মুছল মেয়েটার পোশাকে। ওর মরা মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্যে ভাবান্তর ঘটল ওর। এক মুহূর্ত আগেও জ্যান্ত ছিল মেয়েটা। দু'হাতে খামচি মেরেছে ওর মুখে, দুই পায়ে লাথি মারার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখন সে মড়া। সম্মোহিতের মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গ্যাডিস। নড়তে পারছে না যেন।

দরজায় নক হতেই ঘোর কাটল ওর। তাড়া খাওয়া বেড়ালের

মত দরজার দিকে তাকাল একবার, তারপর জানালার দিকে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল ওর। তবে সাথে সাথে স্বস্তিও বোধ করল। যে-ই আসুক, মেয়েটাকে এভাবে দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না। লুসি মরে গেছে, কথা বলবে না আর।

চুপি চুপি জানালা গলে বেরিয়ে গেল গ্যাডিস। ছুটল পড়ি কি মরি করে।

দরজায় নক করছে ডিক রিফেল। কোন সাড়া পাচ্ছে না ভেতর থেকে। হঠাৎ কিছু একটা পতনের হালকা শব্দ কানে এল ওর। পেছনের জানালা থেকে এসেছে শব্দটা।

আবার নক করল ডিক। কোন সাড়া পেল না। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর দরজার নবে হাত দিয়ে ঘোরাল।

ঘুরল নবটা। ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো নয়। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ডিক, তারপর ঠেলা দিল পাল্লায়। মেয়েটা যদি না-থাকে, চলে যাবে ও।

হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা দুটো। ভেতরে ছোট্ট একটা বাতি জ্বলছে। প্রথম দেখায় ওর মনে হলো, কেউ নেই ঘরটায়। ঘরটা ছোট, সস্তা আসবাবপত্রে সাজানো; কোনমতে বাসোপযোগী করার চেষ্টা করা হয়েছে। কম দামী পারফিউমের কড়া গন্ধে ভারী ভেতরের বাতাস, গুমোট ধরা।

আচমকা মেয়েটার ওপর নজর গেল ওর। বিস্ময়ে ফুঁপিয়ে উঠল সে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেয়েটি, বুকে আমূল গাঁথা ছুরিটা। রক্তে ভেসে গেছে বুক, পোশাক, মেঝেয় জমাট বাঁধতে শুরু করেছে টকটকে লাল তরল। না ছুঁয়েই বুঝতে পারছে ডিক মেয়েটা মারা গেছে। তবু ওর প্রাণহীন শরীরের ওপর ঝুঁকল সে, বাহু ছুঁলো। শরীর এখনও গরম। তার মানে দু'মিনিটও হয়নি খুন হয়েছে মেয়েটা।

সোজা হলো ডিক। জানালার দিকে তাকাল। পিস্তল বের করে ওদিকে ছুটে গেল। দরজায় নক করার পর তা হলে এ-

জানালাটাই খোলার আওয়াজ শুনেছিল ও। ওর সাড়া পেয়েই জানালা দিয়ে পালিয়েছে খুনী। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে তীক্ষ্ণ চোখে। কারও নড়াচড়ার আভাস পেল না। সময় মতই পালাতে পেরেছে আততায়ী।

পুরানো সে-হতাশা আর শূন্যতা ফের নতুন করে পেয়ে বসল ওকে। মেয়েটার কাছে হয়তো এমন কোন তথ্য ছিল, যা ওর কাজে লাগত। এমন কোন তথ্য, যা কোন একজনের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার মত বিপজ্জনক। তাই মেয়েটাকে খুন করতে দ্বিধা বোধ করেনি সে। দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে কাজটা সেরেছে। মেয়েটাকে খুন করে ডিকের সাথে কথা বলা থেকে বিরত রেখেছে। কাজটা নিশ্চয় ডেজার্টের অথবা ওর ভাড়াটে কোন লোকের।

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লাশের দিকে তাকাল ডিক। মেয়েটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে ওর। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। সে যদি আর এক মিনিট আগেও রওনা দিত, তা হলে হয়তো বেঁচে যেত মেয়েটি। তা ছাড়া ওর কাছ থেকে হয়তো এমন কোন তথ্য পেত, যা ওকে...

হতাশায় মাথা নাড়ল ও। মেয়েটার জন্যে দুঃখবোধ ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই।

মেয়েটার খুন হওয়ার কথা আইনকে জানানো উচিত ওর। দায়িত্বশীল কোন নাগরিক ঠিক তা-ই করবে। কিন্তু ও জানে, এ-খুনের কথা ও বলতে পারবে না আর্থারকে। বলা দূরে থাক, সে যে এখানে এসেছিল, সেটাও জানতে দেয়া চলবে না ওর ওপর খেপে আগুন হয়ে থাকা শেরিফকে। জানতে পারলে আর্থার আর দ্বিতীয় চিন্তা করবে না। সোজা ওকে ধরে নিয়ে গারদে ঢুকিয়ে দেবে।

দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় তীক্ষ্ণ নজর বুলাল ডিক। রাস্তা খালি। আগামী কাল কেউ না কেউ নিশ্চয় লাশটা আবিষ্কার করবে। সে

পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মেয়েটার লাশ আবিষ্কারের পর কিছুটা হৈচৈ হবে। সেখানে কান পাতলে হয়তো কিছু আভাস মিলতে পারে।

রাস্তায় নামল ও দরজা বন্ধ করে দিয়ে।

ষোলো

পরদিন দুপুর পর্যন্ত শহরের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততায় অস্বাভাবিক কোন চাঞ্চল্যের আভাস পেল না ডিক। সম্ভবত মেয়েটার লাশ চোখে পড়েনি কারও। ওরকম হলে শহরের বাসিন্দাদের মনোযোগ আকর্ষণ করত ব্যাপারটা। এখানে সেখানে আলোচনা চলত। দুপুর পর্যন্ত বারকয়েক শেরিফ অফিসের কাছে ঘুরঘুর করল ও। শেরিফকে দেখল কয়েকবার। আর্থারের মধ্যে উদ্বেগ বা ব্যস্ততার ভাব দেখল না একবারও।

যে-বাড়িটায় মেয়েটার লাশ পড়ে আছে, তার কাছাকাছি কিছুক্ষণ কাটাল ডিক। অস্বাভাবিক কোন কৌতূহল নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল না কেউ। তবে বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সাহস পেল না। মেয়েটার লাশ আবিষ্কৃত হবার পর হঠাৎ কারও যদি মনে পড়ে যায়, ওকে বাড়িটার কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে, তা হলে সন্দেহভাজন হিসেবে ওকে ধরে আটকে ফেলতে পারে আর্থার লিভিংস্টোন।

বিরক্ত হয়ে বাড়ির ওপর নজরদারি করা বাদ দিল ডিক। সবকিছু বিতৃষ্ণ ঠেকছে ওর কাছে। দু'দুটো দিন কেটে গেছে

ছেলেটাকে খোঁজার চেষ্টায়, কোন লাভ হয়নি। এখন সে কী করবে? ও কি এখন মেয়েটার খুনী কে, তা জানার চেষ্টা করবে? খুনীর খোঁজ পেলে হয়তো নতুন কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু চিন্তাটা তেমন উৎসাহ যোগাল না ওর মনে। মাথা নাড়ল ও। সামনে কোন পথই খোলা দেখতে পাচ্ছে না।

রাস্তার পাশে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রোডাকে দেখতে পেল ডিক। হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছে মেয়েটা। জুতোজোড়া ধুলোয় ধূসর, মুখেও হালকা প্রলেপ। দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় হাঁটছে মেয়েটা। অবাক হলো ডিক। কোথায় যাচ্ছে রোডা?

ওকে দেখতে পেল রোডা, মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। 'ডিক,' ডাকল দূর থেকে। দ্রুত হেঁটে আসল ওর দিকে। তবে কাছে এসে ওর গম্ভীর মুখ দেখে উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল মেয়েটার। 'ডিক,' আবার ডাকল সে। 'বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিনি—কিংবা এটাও মনে করিনি যে, তুমি পাগলামি করছ...'

'বেশ তো,' ঘোঁৎ করে উঠল ডিক। 'তা তুমি আমাকে কী করতে বলো?'

গভীর নিঃশ্বাস ফেলল রোডা, ম্লান সুরে বলল, 'তুমি আর খোঁজাখুঁজি করতে যেয়ো না, ডিক। বাদ দাও। আমার মনে হয় না, তুমি ওদের খুঁজে পাবে।'

চুপ করে রইল ডিক। বিরক্তি লাগছে ওর। মেয়েটা এ-সময় কেন এসেছে? বুকের ভেতর বরফ গলার আভাস পেল ও।

'ডিক,' উদ্বিগ্নস্বরে ফের ডাকল রোডা। 'ডিক, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'পারছি, রোডা,' গম্ভীর স্বরে বলল ডিক। 'কিন্তু আমার কিছুই করার নেই।' বুকের ভেতর বরফগলার শব্দ উপেক্ষা করার চেষ্টা করছে।

মেয়েটার দু'চোখ নিষ্প্রভ হয়ে যেতে দেখল ও। কাঁধ ঝুলে পড়েছে।

বুকের ভেতর টের পাচ্ছে ডিক সে-আশ্চর্য শূন্যতা। বাঁধ ভেঙে গেল আবেগের। 'রোডা,' বলল সে। 'রোডা, আমি তোমাকে ভালবাসি। সেই প্রথম দেখার পর থেকেই তা টের পেয়েছি।'

চোখের দীপ্তি ফিরে এল আবার রোডার। ওর চোখের দীপ্তি শান্তি আর তৃপ্তির পরশ বুলাল ডিকের বুকে। ও চাইল, এ-দীপ্তি অটুট থাক। কিন্তু ও জানে, ও এখন যা বলতে যাচ্ছে, তাতে মেয়েটা আবার কষ্ট পাবে। কিন্তু তারপরেও ওকে কথাটা বলতে হবে। 'রোডা,' বলল ও। 'তুমি নিশ্চয় জানো আমি এখনও বিবাহিত। টিনা আমাকে ছেড়ে চলে এলেও ওর সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়নি।'

'আমি জানি, ডিক।' দ্রুত নিঃশ্বাস টানল রোডা। 'আমি সে-ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলছি না। আমি কেবল তোমার এসব পা...মানে, আমি বলতে চাইছি...' থেমে গেল ও।

কী বলতে চাইছে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ডিকের। 'রোডা,' কাছে ভিড়ে গিয়ে মেয়েটার হাত ধরল ও, রুক্ষস্বরে বলল, 'ওই রাতে আমি সম্ভবত ভুল করেছি। হতে পারে ববকে আমি দেখিইনি। কাকে দেখেছি ও হয়তো অন্য কোন ছেলে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এখানে যদি ওদের না-পাই, তা হলে আর কোথাও খুঁজতে যাব না।'

ওর হাত আঁকড়ে ধরল রোডা, নরম পেলব হাতের স্পর্শে শিউরে উঠল ডিক। ভীষণ দুর্বল মনে হলো নিজেকে। মনে হচ্ছে ওই হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ক্ষমতা ওর নেই। রোডা বলল, 'না, ডিক, আমি ঠিক তা বলছি না। আসলে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছিল তুমি হয়তো আবার চলে যাবে এখান থেকে। কিন্তু এখন আমি যা চাইছি, তা হলো তুমি যা ঠিক মনে

করবে, তা-ই করবে।'

একজন পুরুষ তার ভালবাসার নারীর কাছ থেকে ঠিক এরকমই চায়, ভাবল ডিক। এরকম বোঝাপড়া এবং সমর্থন। ও নিজেও আঁকড়ে ধরল রোডার হাত। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, রাস্তাটা এখন যদি জনশূন্য হত! একজন মানুষও না থাকত কোথাও!

এক মুহূর্ত পরে নিজের হাতটা আলতো করে টেনে নিল রোডা। 'আমি চাই কাজটা তুমি করো,' বলল। 'ওদের খোঁজার কাজে আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি কী?'

আর্থারের হুঁশিয়ারির কথা মনে পড়ল ডিকের। 'ছেলেটাকে খোঁজার কাজটা তুমি করতে পারো, রোডা।' ওইদিন সন্ধেয় দেখা ছেলেটার চেহারার বর্ণনা দিল সে। 'একে যদি কোথাও দেখতে পাও, তা হলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে।'

ওর চোখে চোখ রাখল রোডা। 'আর কিছু, ডিক? শুধু এটাই?'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না, রোডা।' গতরাতের ঘটনা পুরোটা খুলে বলল সে। 'মেয়েটাকে খুন করা হয়েছে, যেন সে আমার সাথে কথা বলতে না-পারে। যদি জানতে পারতাম কে খুন করেছে মেয়েটাকে, তা হলে...' চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল ওর।

'আর্থারের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না?' জানতে চাইল রোডা।

মাথা নাড়ল ডিক। 'আর্থারের কাছে যাওয়ার উপায় নেই আমার। লোকটা এখানে অপ্রীতিকর যা কিছু ঘটছে, সবকিছুর জন্যে আমাকে দায়ী ভাবছে। যদি জানতে পারে মেয়েটা খুন হওয়ার সাথে আমার সামান্যতম সংশ্রব থাকার সম্ভাবনাও আছে, সোজা ধরে নিয়ে জেলে পুরে দেবে আমাকে। কিন্তু ওকে সে জন্যে কোনরকম দোষ দেয়া যাবে না। তারপর যদ্দিন না সে

আসল খুনীর সন্ধান পায়, তদ্দিন জেলে পচতে হবে আমাকে।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রোডা। একটু ভেবে বলল, 'তুমি কাকে খুঁজছ, মেয়েটা তা জানত?'

'সম্ভবত। ওই লোক নিশ্চয় আমার সাথে মেয়েটাকে কথা বলতে দেখেছিল। তাই ওকে খুন না-করে উপায় ছিল না ওর। মাত্র মিনিট দুয়েক আগেও যদি পৌঁছতাম আমি,' তিক্ত শোনাল ডিকের গলা, 'তা হলে লোকটাকে দেখতে পেতাম। আমি দরজা নক করার সাথে সাথেই পেছনের জানালা দিয়ে পালিয়েছে। আমি আওয়াজ পেয়েছি।'

'ডিক,' গলা প্রায় বুজে এল রোডার, 'শুধু একটা কথাই বলতে চাই তোমাকে। দয়া করে তুমি সাবধানে থেকো।'

'অবশ্যই, রোডা,' মৃদু স্বরে সম্মতি দিল ডিক। 'আমি সাবধানে থাকব।' পিছু ফিরে হাঁটতে শুরু করল। কয়েক পা গিয়ে ঘাড় ফেরাল। দাঁড়িয়ে আছে রোডা একই জায়গায়। ওকে দেখছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিক। ওর নিজেরও ইচ্ছে মেয়েটাকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। কিন্তু মেয়েটা ওর যতটা কাছে, তারচে বেশি দূরে। এ-দূরত্ব যোজন মাইলের।

হ্যান্ডবিলটা আবার হাতে নিল টিনা, পড়ল। তারপর রেখে দিল একপাশে। এ পর্যন্ত দশ-বারোবার পড়েছে ও কাগজটা। ওর ইচ্ছে হচ্ছে কাগজে লেখা বিক্রি উৎসবে যোগ দেয়ার জন্যে। কিন্তু জানে, সেটা উচিত হবে না। অথচ এরপরও মনকে বাগ মানাতে পারছে না। এ-বাড়ির চার দেয়াল দম বন্ধ করে রেখেছে ওর। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে দিনের পর দিন চার দেয়ালে বন্দী থাকতে থাকতে।

দু'দিন আগে দোকানে গিয়ে ডিক রিফেলের সামনে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে ও। আরেকটু হলেই ববকে চিনে ফেলত লোকটা। অল্পের জন্যে রক্ষা। তবে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠেছিল

ও। আতঙ্ক এখন কিছু কমেছে, তবে কথাটা মনে হলে ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসে ওর। ও গ্যাডিসকে বলেছিল ভার্জিনিয়া সিটি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে। কিন্তু গ্যাডিস তাতে রাজি হয়নি। আচ্ছা, ও কি চায় টিনা এখানে সারা জীবন চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকুক?

হ্যান্ডবিলটা আবার তুলে নিল ও। বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছে লেখাটার ওপর। এরকম বিক্রি উৎসবের কথা আর কখনও শোনেনি ও। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছে ওখানে যেতে। সেটা কি খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে? মনে হয় না, যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করতে চাইল ও। ওখানে তো কেবল মেয়েরা আসবে। পোশাক ও অলঙ্কার প্রদর্শনীতে পুরুষ আসবে না। সুতরাং ক্ষতি কী সেও যদি যায়?

বব ঘরে ঢুকল। 'মাম্মি, ওই লোকটার সাথে কি আর দেখা হবে?'

এ পর্যন্ত অসংখ্যবার প্রশ্নটা করেছে বব মাকে। প্রত্যেকবারই মনে মনে প্রচণ্ড বিরক্তিবোধ করেছে টিনা। তবে ছেলের কাছে তা প্রকাশ করেনি। এবারও যথাসম্ভব কোমল স্বরে বলল, 'বব, তোমাকে আমি ওই লোকটার কথা ভুলে যেতে বলিনি? এরপরও কেন ওর কথা জিজ্ঞেস করছ?'

টিনার ভয় কোন সময় না গ্যাডিসের উপস্থিতিতে ওর কথা বলে বসে বব। গ্যাডিস যদি জানতে পারে ব্যাপারটা তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ও জেনে যাবে টিনা ওর অনুপস্থিতিতে বাইরে গিয়েছিল। সুতরাং ববকে এ-প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখতেই হবে। ছেলেকে কাছে টেনে ওর মাথার ওপর হাত বুলাল সে। 'বব, ওই লোকটা কেউ না। আমাদের সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। তুমি আমাকে কথা দাও, ওর কথা আর কখনও বলবে না?'

একগুঁয়ে ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বব। ভঙ্গিটা টিনার চেনা। অবিকল ডিকের মত। বাপের মতই একগুঁয়ে হয়েছে ছেলেটা।

'মাম্মি, আমি কি ওই লোকটাকে চিনি?'

জবাব দিল না টিনা। হ্যান্ডবিলটার কথা ভাবছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, যাবে ওখানে।

মুখে অবগুণ্ঠন পরল সে, তার ওপর হ্যাট চড়াল। ছেলেকে বলল, 'বব, আমি কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরে থাকবে, কেমন?'

জবাব দিচ্ছে না বব, চেয়ে আছে মার দিকে। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে টিনার। সবক্ষেত্রে এরকম হুবহু বাবার স্বভাব পেয়ে যাওয়া ছেলে আর দেখেনি সে। ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল জোরে। 'তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল বব। 'ঠিক আছে, থাকব।'

ছেলেটার মুখে পরিষ্কার বিরাগ। মাকে পছন্দ করছে না। জেদ চেপে যাচ্ছে টিনার। ডিক রিফেল একটা অশুভ ছায়ার মত ঘুরছে ওর পেছন পেছন। গ্যাডিসের উচিত ওকে খুন করা। তা-ই করতে হবে ওকে। নইলে ওর অশুভ উপস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই।

'আমি যাব আর আসব, বব,' শান্তস্বরে ছেলেকে আশ্বস্ত করল ও।

দরজার কাছে গিয়ে পেছনে ঘাড় ফেরাল। বব দেখছে ওকে। ওর চোখে এখনও সেই বিতৃষ্ণা।

শহরের বিজনেস সেকশনে ফিরে এল ডিক। গতরাতের ঘটনার ব্যাপারে কোথাও কিছু শোনা যায় কি না সেজন্যে কান পেতে রইল। দুপুরের পর গরম আরও বেড়েছে। সবাই কড়া রোদ থেকে বাঁচার জন্যে নিজ নিজ বাড়িঘর কিংবা দোকানপাটে আশ্রয় নিয়েছে। রাস্তায় জনমনুষ্য নেই বললেই চলে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে আসছে। চোখ-কান খোলা রেখেও

শহরের দৈনন্দিনতায় ছেদ পড়ে, এমন কোন কিছুর আভাস পেল না ডিক।

সূর্য পাটে বসেছে, এমন সময় ওয়েলস ফার্গো স্টেশনের কাছে মার্থার সাথে দেখা হয়ে গেল ডিকের। গরম এবং সম্ভবত ভেতরগত কোন উত্তেজনায় লাল মেয়েটার মুখ। ডিককে দেখে বলল, 'সারাদিন তোমাকে খুঁজছি, ডিক।'

ওই রাতের কথা মনে পড়ে গেল ডিকের। অস্বস্তি বোধ করল। 'কেন?'

ওর নিস্তেজভাব খেয়াল করল না মার্থা। একটা হ্যান্ডবিল বের করে ডিকের নাকের সামনে ধরল। 'দেখো।'

কাগজে ছাপানো বড় বড় অক্ষরের লেখাগুলো পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকাল ডিক। মেয়েদের পোশাক আশাক ও টুপি বিক্রির বিজ্ঞপ্তি ওটা। প্রতিটি আইটেমের নাম এবং পাশে মূল্য লেখা।

হ্যান্ডবিলটা ফিরিয়ে দিল ও। এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি পোশাকপাগল মেয়েদের আকৃষ্ট করবে—একজন পুরুষের তাতে উৎসাহিত হবার কিছু নেই। অস্বস্তির সাথে মাথা নাড়ল সে। 'মার্থা, আমি ঠিক...'

অসহিষ্ণু দেখাল মার্থাকে। 'এর বেশির ভাগ পোশাক আমার নিজের। কিছু কিনেছি আমার মেয়েদের থেকে। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না, ডিক? এ ধরনের পোশাক প্রদর্শনী ও বিক্রি সৌখীন মেয়েদের নজর কাড়বে। আমি আশা করেছিলাম শহরের সব মহিলা একবার হলেও ঘুরে যাবে মেলা থেকে।'

ওর দিকে চেয়ে আছে ডিক। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে মাথা ঝাঁকাল মার্থা। আত্মতুষ্টির হাসি হাসল মার্থা। 'ভদ্র মেয়েরা আমাদের সাথে মেশে না। ঘেন্না করে। কিন্তু আমাদের দামী এবং বিলাসী কাপড় চোপড়ের ওদের ওপর ষোলো আনা লোভই রয়েছে। ডিক, ও এসেছিল। ওর মুখে অবগুণ্ঠন ছিল। একটা টুপি মাথায় ঠিকমত হবে কিনা দেখার জন্যে মাথায় পরে আসা টুপিটা

খুলেছিল সে। ওর চুল এখন সোনালি নয়, মুখে তিলও নেই। কিন্তু তবু সে নিজেকে লুকোতে পারেনি।'

তেমন উৎসাহের চিহ্ন দেখা গেল না ডিকের মুখে। 'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। ওটা সে নাও হতে পারে। মার্থা, আমি তোমাকে বলতে চাই...'

হেসে উঠল মার্থা। 'তুমি কী বলতে চাও, আমি তা জানি, ডিক। ওর মুখে এখন তিল নেই, কিন্তু তিলের দাগটা রয়ে গেছে। ওর চুলের গোড়ায় সোনালি আভাস দেখেছি আমি। রঙ করা চুল মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। ওরা তা দেখে মাত্র বুঝতে পারে।'

কথা বের হতে চাইছে না ডিকের মুখ দিয়ে। উত্তেজনা বোধ করছে সে। যখন কথা বলল, কর্কশ শোনাল ওর গলা, 'তুমি নিশ্চিত, মার্থা? ভুল হচ্ছে না তো কোথাও?'

'একদম নিশ্চিত। ভুল হবার কোন কারণই নেই।'

'ও কোথায় গিয়েছে তুমি জানো?'

'জানি। ওকে আমি অনুসরণ করেছিলাম।'

শেষ পর্যন্ত এই তা হলে ব্যাপার! দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল ডিক। কিন্তু সে জন্যে এ-মেয়েটার কাছেই ঋণী হয়ে গেল! মার্থার দিকে চাইল সে। 'তুমি কী করেছ, তা তুমি জানো, মার্থা? বছরের পর বছর আমি ঘুরছিলাম এর পেছনে। তুমি আমাকেও ওদের খোঁজ পাইয়ে দিলে। তুমি কী চাও, মার্থা, আমার কাছে? তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল মার্থার। এক মুহূর্তের জন্যে ওর মন চাইল সামনের লোকটাকে টেনে নিজের বুকের ভেতর নিয়ে নেয়। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলাল। ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। জানে এর কোন মানে নেই। এতে করে এ-লোকটাকে পাওয়া হবে না। চুপ করে রইল সে।

'ও কোথায়, মার্থা?' মৃদুস্বরে জানতে চাইল ডিক।

ওর চোখে চোখ রাখল মার্থা। 'তুমি জানতে চাও?'

'হ্যাঁ, মার্থা। জানতে চাই।' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ডিক।

ওর জীবনে টিনার আর কোন প্রয়োজন নেই। টিনা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ওর পথ বেছে নিয়েছে। টিনার জন্যে ও একটুও আগ্রহী নয়। তা ছাড়া টিনার জায়গায় এখন রোডা এসেছে। কিন্তু ও ওর ছেলেকে চায়, ওর ভাই রেমির খবর জানতে চায়। ওর মনে হচ্ছে, রেমির নিখোঁজ হবার পেছনে টিনার ব্যাপারটাই দায়ী।

ওকে পথ বাতলাল মার্থা, 'শহরের বাইরে বিরাট একটা সাদা বাড়িতে থাকে ও। রাস্তার শেষ মাথায় ওই একটাই বাড়ি।'

মার্থাকে পেছনে রেখে হাঁটতে শুরু করল ডিক। জায়গায় দাঁড়িয়ে ওর বিশাল দুই কাঁধ আর পিঠের দিকে তাকিয়ে রইল মার্থা। ডিকের জন্যে আশ্চর্যরকমের অনুভূতি জাগছে ওর মনে। প্রচণ্ড আগ্রহ অনুভব করছে ও লোকটার প্রতি। কিন্তু ও জানে, ওর এ-আগ্রহ মেটার নয়। তবু ডিককে সাহায্য করতে পেরে খুশি ও।

ডিকের চিন্তায় এখন টিনা, বব আর রেমি ছাড়া আর কিছু নেই। টিনার প্রতি পুরানো সে-ঘৃণা এখন আবার নতুন করে অনুভব করছে সে। ও সাদা বাড়িটায় যাচ্ছে টিনার জন্যে নয়, ওর ছেলের জন্যেই। টিনার কাছ থেকে ববকে নিয়ে আসবে ও। ওর কাছে রেমির খবরও জানতে চাইবে। ব্যস, এটুকুই। টিনার কী হবে, তা নিয়ে ওর একটুও মাথাব্যথা নেই।

একটা বাঁক ঘুরল সে। লম্বা দাড়িঅলা একজনকে দেখল বিপরীত দিক থেকে আসছে। ওর কাছাকাছি এসে হঠাৎ থেমে গেল লোকটা, মাথা নিচু করে ভেস্টের পকেটে কিছু একটা খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ডিক তাকাল লোকটার দিকে। ভেস্টের পকেট হাতড়ে একটা সিগার বের করে লাইটার জ্বেলে দু'হাত মুখের কাছে নিয়ে গেল লোকটা। অর্ধেকটা মুখ

আড়াল হয়ে গেল ওর।

একদৃষ্টে চেয়ে রইল ডিক লোকটার দিকে। লোকটার ভাবভঙ্গিতে এমন কিছুর আভাস, যা ওর পছন্দ হচ্ছে না। তবে সেটা কী, তাও বুঝতে পারছে না। হঠাৎ ওর মনে হলো লোকটা ব্যক্তিত্বহীন। এমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব দূরের কথা, পরিচিত হতেও ইচ্ছে হবে না ওর। পা বাড়াল ও সামনের দিকে।

সিগার ধরিয়ে ধীরে ধীরে মাথা সোজা করল গ্যাডিস। ওর দু'হাত কাঁপছে, টের পাচ্ছে ও। তবে সে সাথে দারুণ স্বস্তিও অনুভব করল সে। ডিক রিফেল ওকে প্রকাশ্য দিবালোকে দেখেও চিনতে পারেনি। তার মানে সে এখন বিপন্ন নয়, পুরোপুরি বিপন্মুক্ত। ভার্জিনিয়া সিটিতে কেবল একজনই তার অতীত সম্পর্কে জানে। কিন্তু সে কখনও মুখ খুলবে না। সে ওকে বারবার চাপ দিচ্ছে এখান থেকে চলে যাবার জন্যে। ওর চাপে পড়ে গ্যাডিসও তা ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু এখন আর তার দরকার নেই। ওর ইচ্ছে হলো এক দৌড়ে বাকি পথটুকু পেরিয়ে সাদা বাড়িটায় পৌঁছে টিনাকে বলে যে, ডিক রিফেল ওকে চিনতে পারেনি। ওর থেকে ভয় পাবার কিছু নেই।

ধীরে ধীরে ভাটি রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে ডিক। গতি বাড়াচ্ছে না। হঠাৎ একটা গলা শুনে থামল সে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে সেদিকে চলল।

আর্থারের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল সে। তবে আর্থারের মধ্যে বিরূপ ভাব দেখতে পেল না। ওর সাথে কথা বলার জন্যে দাঁড়াল সে। যে-কাজে যাচ্ছে, তাতে দু'মিনিট পরে গেলেও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না কিছু।

সতেরো

হেঁটে নয়, রীতিমত পাখির মত উড়তে উড়তে নিজের বাড়ির দিকে চলল গ্যাডিস। ওর সব দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটেছে এইমাত্র। এরপর থেকে ডিক রিফেলকে দেখে ইঁদুরের মত গর্তের খোঁজে ছুটোছুটি করতে হবে না ওকে। বুক ফুলিয়ে চলতে পারবে ওর সামনে দিয়ে। রিফেল কখনও ওর পরিচয় জানতে পারবে না। এক সময় ক্লান্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি ছেড়ে দেবে ও, ভার্জিনিয়া সিটি থেকে চলে যাবে। কত দিন থাকবে ও আর? অনুমান করার চেষ্টা করল গ্যাডিস। হপ্তা দুয়েক? মাস খানেক? ততদিন গ্যাডিসকে যা করতে হবে তা হলো টিনা আর তার ছেলেকে লুকিয়ে রাখা। এ সময়ের মধ্যে ওরা যেন কোনভাবেই রাস্তায় না-বেরোয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

সন্তুষ্টির সাথে নিজের চারদিকের সবকিছুর ওপর চোখ বুলাচ্ছে ও। এটা তার শহর। অথচ কী আশ্চর্য! মাত্র মিনিট দুয়েক আগেও এক উটকো লোকের হাতে সর্বস্ব খোয়ানোর ভয়ে অস্থির ছিল সে।

বাড়িতে পৌঁছে সামনের দরজা খুলল ও। ফুরফুরে মন নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ডিক রিফেলের ভয়ে এতদিন ইঁদুর হয়ে থাকার কারণে অসন্তোষ বোধ করছে ও নিজের ওপর। নাহ্, আসলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মনের জোর কমে যাচ্ছে ওর। ঘটনার আগেই কী ঘটতে পারে, সেটা নিয়ে আবোলতাবোল চিন্তা করে

নিজেকে কেঁচো বানিয়ে ফেলাটা উচিত হয়নি ওর। পুরো ঘরটায় চোখ বুলাল সে। এই তার ঘর। এখানে রয়েছে তার পছন্দের মেয়েমানুষ। তার খাইখরচা মেটাচ্ছে সে। বিনিময়ে মিটিয়ে নিচ্ছে একজন সক্ষম পুরুষ হিসেবে নিজের সমস্ত দাবি।

ববকে দেখল ও। হাসিমুখে কুশল জিজ্ঞেস করল ওর। জানতে চাইল, 'তোমার মাম্মি কোথায়, বাছা?'

'নিজের ঘরে,' গোমড়ামুখে জবাব দিল বব।

ভুরু কুঁচকাল গ্যাডিস। গত দুদিন ধরে ছেলেটাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে। ছেলেটা মনে হয় সহ্য করতে পারছে না ওকে। মনে মনে বিরক্ত হলো ও। বেডরুমের দরজায় ঠেলা দিল।

দৌড়ে এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল টিনা। মুখ নিচু করে ওর বুকে নাক ডোবাল গ্যাডিস। ওর শরীরের গন্ধ নিচ্ছে। সময় নিয়ে নিবিড়ভাবে চুমু খাচ্ছে টিনা, নিজের বুকের ওপর ওর নরম বুকের চাপ অনুভব করছে গ্যাডিস।

বুভুক্ষুর মত ওকে চুমু খাচ্ছে টিনা। আত্মপ্রসাদে ভুগছে গ্যাডিস। এটা ওর মেয়েমানুষ। ওকে ভালবাসে পাগলের মত। সেও নিবিড়ভাবে চায় ওকে। পায়ও।

গত কয়েকটা দিন ওর দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারেনি সে। একান্ত মুহূর্তেও ওর মনে পড়ত ডিকের কথা। মনের মধ্যে সূক্ষ্ম কাঁটার মত খচ করে বিঁধত লোকটার উপস্থিতির কথা। শয়নে স্বপনে স্বস্তি পাচ্ছিল না ও। আতঙ্ক সারাক্ষণ তাড়া করছিল ওকে। কিন্তু এখন সে তা থেকে মুক্ত।

সুসংবাদটা টিনাকে জানাবার তাগিদ বোধ করল সে। তার আগে তাকে নিবিড় একটা চুমু খাবার প্রস্তুতি নিল। মাথা নিচু করতে গিয়ে চোখের কোণায় রঙের ঝিলিক দেখতে পেয়ে তাকাল সেদিকে।

টিনার পোশাক ওর চেনা। ও নিজেই পছন্দ করে কিনেছে সবগুলো পোশাক। কিন্তু এ-পোশাক আর টুপি কখনও দেখেনি।

টকটকে লাল ভেলভেটের বিলাসবহুল পোশাক। একই কাপড়ে তৈরি হ্যাটটাও। অস্ট্রিচের পালক আঁকা জমিনে।

টিনার বাহু থেকে সরে এল ওর হাত। বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল ওর কবজি। কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এসব পোশাক কোথায় পেয়েছ?'

ওর রুক্ষ মূর্তি দেখে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল টিনার। 'পেগ,' হাসার চেষ্টা করল ও, 'আমি জানি তুমি আমার পোশাক আশাক সব নিজেই পছন্দ করে কিনতে ভালবাস। তবে ওখানে একটা পোশাক প্রদর্শনী হয়েছিল। আমি ওখানে যাবার ঝোঁক সামলাতে পারিনি।'

গ্যাডিসের মুষ্টি আরও চেপে বসল। 'কোথায়?'

'পেগ,' ককিয়ে উঠল টিনা। 'তুমি আমাকে ব্যথা দিচ্ছ!'

গ্যাডিসের চোখে বুনোভাব আরও প্রকট হয়ে উঠল। ওর মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। ওর মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করল টিনা। 'পেগ, দেখো পোশাকগুলো আমার গায়ের রঙের সাথে ম্যাচ করে কিনেছি। ওগুলোর দাম কত জানো?'

'টিনা,' গর্জে উঠল গ্যাডিস।

ওর মুষ্টি থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল টিনা। গ্যাডিস ঝাঁকুনি মেরে সোজা করে দিল ওকে।

'ডাউন টাউনে,' স্বীকার করল অবশেষে। ঠোঁট কামড়ে ব্যথা সইছে। 'ওখানে একটা প্রদর্শনী...'

বাঁ হাতে প্রচণ্ড চড় কষাল গ্যাডিস ওর গালে। ওর কাছ থেকে সরে যাবার আগে আরেকটা। ছিটকে বিছানার ওপর গিয়ে পড়ল টিনা।

রক্ত জমে লাল হয়ে ওঠা গালে হাত বুলাল টিনা, ওর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। ঘাড় ধরে ওকে নীচের দিকে ঠেসে ধরল গ্যাডিস।

'পেগি!' আর্তস্বরে চেঁচাল টিনা। হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছ

থেকে সরে যাবার চেষ্টা করছে।

ঘাড় ছেড়ে এবার ওর বাহু খামচে ধরল গ্যাডিস। 'জাহান্নামে যা, কুত্তি কোথাকার! তোকে না এই বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলাম! তোকে বলিনি ডিক রিফেল এখনও এ-শহরে আছে?'

মুখ ছাই হয়ে গেছে টিনার। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। গ্যাডিসের দিকে চাইল ও। রিফেলের কথা শুনে ভয়ে কান্না বন্ধ হয়ে গেছে। 'পেগ,' অস্পষ্ট স্বরে বলল ও। 'কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। আমার মুখে ভারী অবগুণ্ঠন ছিল, আর প্রদর্শনীতে কোন পুরুষ ছিল না। শুধু মেয়েরাই গিয়েছিল ওখানে।'

ওর কথায় কান দিল না গ্যাডিস। ওর মাথায় শুধু একটাই চিন্তা, টিনা ওর অনুমতি ছাড়া বাইরে গেছে। ডিক রিফেল ওর মুখ দেখতে না-পেলেও ওর হাঁটার ভঙ্গি কিংবা অন্য কোন অভ্যাস কিংবা আচরণ থেকে ওকে চিনে ফেলতে পারে।

আবার মারার জন্যে হাত তুলল গ্যাডিস, হঠাৎ বাঁ পায়ে খামচি অনুভব করে তাকাল সেদিকে। বব।

'তুমি আমার মাকে ছেড়ে দাও। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।' দুহাতে ঘুসি চালাচ্ছে বব ওর পায়ে।

যে-হাত টিনাকে মারার জন্যে তুলেছিল, সে-হাতে ববকে মারল গ্যাডিস। মুখে এবং বুকে শক্ত হাতের মার সইতে পারল না বব। সরে যেতে চাইল, ওর ঘাড় ধরে জোরে ধাক্কা দিল গ্যাডিস। দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল বব। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে নীরব হয়ে গেল।

'উঠে দাঁড়াও!' ছেলেটার কাছে গিয়ে ধমকে উঠল গ্যাডিস।

কোন সাড়া দিল না বব। আবার মারল ওকে গ্যাডিস। আগের চেয়ে জোরে। তবে নিথর হয়ে রইল বালকের ছোট্ট শরীরটি। একটুও নড়ল না। কিছুটা হতভম্ব হয়ে থেমে গেল গ্যাডিস। আবার মারতে ওঠা ওর হাত নেমে এল আস্তে আস্তে।

বিছানা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নামল টিনা। পাগলের মত ছুটে

গেল ছেলের কাছে। হাঁটু গেড়ে বসল ওর পাশে, দু'বাহু একত্র করে কোলে তুলে নিল। ডাকল, 'বব, বব...'

বারবার ছেলের নাম ধরে ডাকল টিনা; ঝাঁকুনি দিল। সাড়া দিল না বব।

থেমে গেল টিনা, মাথা নিচু করে দেখল ছেলের মুখ। কোল থেকে নামিয়ে রাখল ছেলেকে। তারপর মুখ তুলল গ্যাডিসের দিকে। 'মরে গেছে ও,' ডুকরে উঠল। 'আমার ছেলে মরে গেছে।'

'আরে না, মরেনি ও,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল গ্যাডিস। তবে ওর গলায় জোর পাওয়া গেল না। 'আমি ওকে তেমন জোরে মারিনি।'

আচমকা সোজা হয়ে দাঁড়াল টিনা, ওর চোখ জোড়া ভীষণ হয়ে উঠল। 'তুমি, তুমি খুন করেছ ওকে!' চেঁচিয়ে উঠে ঝাঁপ দিল ওর দিকে দু'হাতে খামচি মারার ভঙ্গিতে।

ওর একটা হাত ধরে ফেলল গ্যাডিস, বাকিটা ধরার আগে খামচি খেল মুখে। বড় বড় নখের আঁচড়ে জ্বালা করে উঠল ওর মুখ। তবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না ও। টিনাকে বোঝাতে চাইল, 'টিনা...শোনো। আমার কথা শোনো টিনা।'

ঝাঁকি দিয়ে বাকি হাতটা ছাড়িয়ে নিল টিনা। ঝাঁকুনির ফলে মাথার চুল খুলে ছড়িয়ে পড়ল মুখের ওপর। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ও গ্যাডিসের দিকে। উন্মাদিনীর মত দেখাচ্ছে ওকে। খ্যাপাটে গলায় চেঁচাল আবার, 'তুমি ওকে খুন করেছ। আমি যাচ্ছি। এক্ষুনি। ডিক রিফেলকে খুঁজে বের করে সব কথা বলে দেব।'

ওর চোখে গ্যাডিসের প্রতি অনুরাগের চিহ্নমাত্র নেই। হিংস্র বাঘিনীর দৃষ্টি তাতে। দু'ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে। ওকে সামলানো সম্ভব নয় আর, বুঝতে পারল গ্যাডিস। বিপদের এ-নতুন দিকটা দিশেহারা করে ফেলল ওকে।

ছুটে বেরিয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে ঘুরল টিনা। গ্যাডিস

ডাকল তীব্রস্বরে, 'টিনা!'

থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরাল টিনা। ভেস্টের পকেটে হাত ঢোকাল গ্যাডিস। ছোট্ট একটা ডেরিঞ্জার উঠে এল ওর হাতে। ছেলের শোকে উন্মাদিনী মেয়েটি তা দেখেও দেখল না। বন্যতা ভর করেছে এখন ওর ওপর।

ছোট্ট শুকনো ডালভাঙার শব্দের মত কেশে উঠল ডেরিঞ্জার। ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল টিনার। মনে হলো, গ্যাডিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, এক পা বাড়াতে পারল ও, দ্বিতীয় পা তোলার আগে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। ওর খোলা চুল এসে পড়ল মুখের ওপর, চেহারা ঢেকে দিল।

ওর মুখ ঢেকে যাওয়ায় এক ধরনের স্বস্তি বোধ করল গ্যাডিস। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে, কোন সাড়া পাওয়া গেল না টিনার শরীরে।

বেরিয়ে এল গ্যাডিস, দরজা বন্ধ করে দিল পেছনে। মা ও ছেলের লাশ দেখতে অস্বস্তি হচ্ছে ওর। বিশেষ করে টিনার মুখের দিকে চাইতে পারছে না। যে-নারীকে এত বেশি ভালবাসত সে, যার শরীরের প্রতি ছিল তার এত বেশি আকর্ষণ, সে এখন পড়ে আছে লাশ হয়ে। ওর জন্যে শোক করার সময়ও নেই এখন। আগে ওকে নিজের পিঠ বাঁচানোর চিন্তা করতে হবে। ঝামেলা থেকে বাঁচার উপায় বের করতে হবে।

প্রথমে জানাজানি হবার আগে লাশদুটো সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজটা সহজ হবে না। মাথা ঘামাতে হবে। ওদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করলে বলা যাবে, এখানে থাকতে টিনার মন চাইছিল না, তাই ছেলেসহ ওকে সানফ্রান্সিসকো কিংবা অন্য কোন শহরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে আশার কথা হলো, এখানে প্রচুর লোক, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অন্যের ব্যাপারে খুব বেশি মাথা ঘামাবে না কেউ। তা ছাড়া

ও এখানে প্রভাবশালী লোক। ওর কথা অবিশ্বাস করার সাহস পাবে না কেউ। এমনকী, শেরিফ আর্থারও তা চোখ বুজে বিশ্বাস করবে।

ভাবতে ভাবতে ঘরময় পায়চারি করছে গ্যাডিস। লাশগুলো পার করার উপায় ঠাউরাচ্ছে। লাশ সরাবার জন্যে একটা স্টেজ ব্যবহার করা যায়। সন্ধের পরে লাশ নিয়ে স্টেজ শহর ছাড়বে। ভাড়া করা স্টেজ হলে অবশ্য দু'কান হবার আশঙ্কা থাকত। কিন্তু ওর নিজের স্টেজ। ওর স্টেজ ওর মাল নিয়ে শহর ছাড়বে, কখন ছাড়বে না ছাড়বে, সেটা তার ব্যাপার। এতে কার কী বলার আছে?

সন্ধের অন্ধকারে লাশ নিয়ে স্টেজ মাউন্টিন রোড ধরে যাবে। তারপর পথে সুবিধেমত জায়গা বেছে নিয়ে গায়েব করে ফেলবে। পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিলে কারও চোখে পড়ার কথা নয়।

সামনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল গ্যাডিস। নীচে রাস্তার দিকে তাকাল। একটা লোক আসছে রাস্তা বেয়ে। লোকটা কাছে আসতেই ধক করে উঠল ওর বুক। জায়গায় জমে গেল ও। জিভ শুকিয়ে হাত-পা অবশ হয়ে এল। মাত্র দশ-বারো গজ দূরে ডিক রিফেলের বাড়ি থেকে।

ধীর নিশ্চিত পায়ে হেঁটে আসছে লোকটা। সামনের বাড়িটাই ওর লক্ষ্য। যেন জানে, বাড়িটায় কে আছে এবং ওকে কী করতে হবে।

ঝট করে ঘুরে গেল গ্যাডিস। জানালা ছেড়ে পেছনের দুয়ারের দিকে ছুটল। জাহান্নামে যাক সব। ওর প্ল্যান ভেস্তে গেছে। লাশ দুটো সরিয়ে ফেলতে পারলে কাজ হত, কিন্তু এখন আর তার সময় নেই। তবে ওকে ধরতে পারবে না লোকটা। ঘরে ঢুকে লাশ দেখে প্রথমেই হতভম্ব হয়ে যাবে। স্ত্রী ও ছেলের মৃত্যু শোকে নিশ্চল হয়ে পড়বে। শোকের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে

উঠতে যেটুকু সময় লাগবে, গ্যাডিসের জন্যে সেটুকুই যথেষ্ট। ওর সাথে ঘটনার সম্পর্ক আছে বুঝতে গিয়েও অনেক সময় লাগবে ওদের। এর মধ্যে নিজের অফিসে গিয়ে নগদ সব টাকা-পয়সা নিয়ে পগাড় পার হয়ে যাবে ও সবার চোখের সামনে দিয়ে। ভার্জিনিয়া সিটিতে জাঁকিয়ে বসেছিল ও ব্যবসা-বাণিজ্য আর প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন সবকিছুই হারিয়েছে। চুলোয় যাক সব। সাথে যে-টাকা-পয়সা নিয়ে যাবে, তা দিয়ে অন্য কোথাও, অন্য কোন শহরে আবার নতুন করে সব শুরু করবে ও।

মরা মেয়েমানুষটার প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ আর ঘৃণা বোধ করছে গ্যাডিস। ওর এ-দুর্ভাগ্যের জন্যে ওই দায়ী। মেয়েমানুষটার সীমাহীন লোভ আর নির্বুদ্ধিতাই ওর এ-সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ডিক রিফেলের প্রতিও ঘৃণা বোধ করছে ও। মড়াখেকো নেকড়ের মত লেগে আছে লোকটা ওর পেছনে। জাহান্নামে যাক ওরা, দুজনেই।

পেছনের দুয়ার খুলে বেরিয়ে পড়ল গ্যাডিস। লঘু পায়ে উঠান পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

আঠারো

জরুরি কোন প্রয়োজনে ডাকেনি আর্থার ডিককে। ডিক কাছে যেতে দু'একটা কথা বলে চলে গেল নিজের কাজে। স্রেফ রুটিন ওয়ার্ক, হাসল ডিক, ল'ম্যান হিসেবে দায়িত্বপালন। এর মাধ্যমে

ডিককে বুঝিয়ে দেয়া হলো, ওর ব্যাপারে সতর্কতায় সামান্যতম ঢিলও দেয়নি শেরিফ। তবে শেরিফ যদি জানত, ডিকের মুখের হাসি চওড়া হলো আরেকটু, ডিক এখন কোথায়, কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, তা হলে সাথে সাথে হাতকড়া পরিয়ে দিত।

সাদা বাড়িটার পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে দাঁড়াল সে। তাকাল ওটার দিকে। মার্থার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে ওখানেই আছে ওর জীবনের শান্তি হরণকারী টিনা। আর বব, ওর সন্তান। কী বলবে সে যখন ওদের মুখোমুখি হবে? মাসখানেক আগেও ওর মনে একটাই প্রতিজ্ঞা ছিল দেখামাত্র খুন করবে টিনা আর ডেজার্টকে। তবে এখন, অবাক হয়ে দেখল, ওর মনে সে-প্রতিহিংসা আর নেই। না, মাথা নাড়ল ডিক, ও শুধু ওর ছেলেকে চায়। ববকে পেলেই ও খুশি। টিনার ব্যাপারে ওর আর কোন আগ্রহ নেই। ও যেখানে যাক, যার সাথে থাকুক, তাতে তার কিছুই যায় আসে না। তবে ববকে না-পেলে ওদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে সে।

আবার এগোল ও বাড়িটার দিকে। কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ক্ষীণ একটা আওয়াজ শুনেছে। অভিজ্ঞ কানে ছোট্ট ডেরিঞ্জারের শব্দ চিনতে অসুবিধে হলো না ওর। অপেক্ষা করল। তারপর আর কোন শব্দ শোনা গেল না। বিভ্রান্ত দেখাল ওকে। শব্দটা বাড়ির ভেতর থেকে না অন্য কোথাও থেকে এসেছে, বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ একটা চিন্তার উদয় হলো ওর মনে। ও ববকে আনার জন্যেই ওই বাড়িতে যাচ্ছে। টিনার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবে ও ওর ছেলেকে। কিন্তু বব কীভাবে নেবে ব্যাপারটাকে? বব ওকে চেনে না। সেদিন সন্ধেয় সেটা বোঝা গেছে। ওকে একজন অচেনা লোক হিসেবে ধরে নেবে ছেলেটা। ডিক ওকে নিয়ে আসতে চাইলে ও যদি মাকে ছেড়ে আসতে না-চায়? সেটাই স্বাভাবিক। কী করবে ডিক তখন?

ওকে আমি নিয়ে আসবই। জোর করে হলেও। কিছুদিন আমার সাথে থাকলে ও ঠিকই বুঝে নেবে, কে ওর আপনজন। আমি ওকে ভালবাসি। ভাবল ডিক।

জানালা দিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখতে চাইল ও। চোখ তীক্ষ্ণ করল। ভেতরে কারও কোন নড়াচড়া দেখল না। খোলা জানালাগুলোকে উল্টো নিঃসঙ্গ বাড়িটার অতিকায় অপলক চোখের মত মনে হলো ওর। ওরাও যেন দেখছে ওকে। বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল ও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে না-থেকে বাড়ির ভেতর ঢোকাই ভাল।

বাকি পথটুকু পেরিয়ে এসে পোর্চের ওপর উঠল সে। দরজা নক করল। নিস্তব্ধ বাড়িতে জোরাল শোনাল করাঘাতের শব্দ। কোন সাড়া না-পেয়ে আবার নক করল ও, আরও জোরে। এবারও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

ডোরনবে হাত রেখে ঘোরাল ডিক। ঘুরে গেল ওটা। দরজা খোলার আগে আশপাশ দেখে নিল সতর্ক চোখে। কেউ ওকে লক্ষ করছে না। পুরো রাস্তা জনশূন্য। নিশ্চিন্ত হয়ে পাল্লায় ঠেলা দিল ডিক। ব্যাপারটা ওর খারাপ লাগছে। পরের বাড়িতে বিনানুমতিতে ঢোকা। কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না আর।

ভেতরে পা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল ও। সারা বাড়িতে এক অদ্ভুত নীরবতা।

'হ্যালো,' সতর্ক গলায় ডাকল ও।

সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনি তুলল ওর গলা, তারপর মিলিয়ে গেল।

পারলারের আরও ভেতরে চলে গেল ডিক। সুসজ্জিত বিলাসবহুল ঘর। কেউ যদি না-থাকে, অপেক্ষা করবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। হঠাৎ ভুরু কুঁচকাল। মার্থা কোথাও ভুল করেনি তো?

ঝট করে ডান দিকে ঘুরে গেল ও। ওদিকের ঘর থেকে নারীকণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। স্বাভাবিক আওয়াজ

নয়; অস্পষ্ট, ক্লিষ্ট। গা শিরশির করে উঠল ডিকের।

দরজার দিকে এগোল ও, সন্তর্পণে। প্রতিটি স্নায়ু সজাগ হয়ে উঠেছে। দরজার সামনে গিয়ে থামল একটু, তারপর আস্তে আস্তে ঠেলা দিল পাল্লায়। ভেতরে তাকাতেই জায়গায় জমে গেল।

একটা মেয়েলোক চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। মুখের অর্ধেকের চেয়ে বেশি অংশ চুলে ঢাকা। বুকের কাছে পোশাকের একপাশ রক্তে ভেজা। মেঝেয় জমাট বেঁধে গেছে। মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো, ভুল করেছে মার্থা—এবং তাতে সে স্বস্তি পেল। আস্তে করে মেয়েলোকটার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিল। পরমুহূর্তে বুকের ভেতর তীব্র মোচড় অনুভব করল ও।

মেয়েলোকটার চুল কালো, মুখে তিল নেই—তবু টিনাকে চিনতে মুহূর্তের বেশি সময় লাগেনি ওর। টিনার চোখ বোজা, মুখ ফ্যাকাসে। ডিকের মনে হলো, মারা গেছে ও। পর মুহূর্তে দু'ঠোঁট নড়ে উঠল ওর। ক্ষীণ, অস্পষ্ট স্বর শুনল ডিক, বুঝতে পারল না কিছু।

মিশ্র অনুভূতি হলো ডিকের ওর মুখের দিকে চেয়ে। কত দ্রুতই না তাদের বিয়ের পর কয়েকটি আনন্দময় মাস কেটে গিয়েছিল। এরপর ববের জন্মের পর থেকে টিনা আস্তে আস্তে বদলে যেতে শুরু করে। সম্পর্কের উষ্ণতা কমতে কমতে একসময় একদম শীতল হয়ে পড়ে। তারপর একদিন ডেজার্টের সাথে পালিয়ে আসে ববকে নিয়ে। ডিকের জন্যে রেখে আসে একরাশ হতাশা, নিঃসঙ্গতা আর অপমানের জ্বালা। তবে টিনার এ-পরিণতি ওকে উল্লসিত করল না। ওর সাথে কাটানো সুখ আর ভালবাসার স্মৃতিগুলোই এখন বেশি করে মনে পড়ছে। আবার শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হলো ডিক। যে-হতাশা ও ক্রোধ ওকে একদিন পথে নামিয়েছিল, সে-পথ শেষ হয়েছে। সে জানত, পথের শেষে রক্তপাত অনিবার্য।

কিন্তু তবুও এখন তা তাকে ব্যথিত করছে।

টিনার একটা হাত তুলে নিল ও নিজের হাতে। সামান্য চমকাল। এখনও গরম হাতটা। বেঁচে আছে! ডাকল, 'টিনা।'

একটু কেঁপে উঠে দু'চোখ খুলে গেল টিনার। ডিকের দিকে তাকাল। প্রথমে মনে হলো না ওকে চিনতে পেরেছে। পরমুহূর্তে চোখের মণি নড়ে উঠল। 'ডিক,' আস্তে আস্তে, ক্ষীণস্বরে ডাকল। 'আমার সবসময় ভয় ছিল, তুমি আমদের খুঁজে বের করবেই।'

ডিকের হাতের মধ্যে ওর হাত। চোখ বুজল টিনা। ডিক যখন প্রায় নিশ্চিত হলো, মারা গেছে ও, তখুনি আবার চোখের পাতা কেঁপে উঠে খুলে গেল। অনিশ্চিত চোখে চাইল ও।

'টিনা,' কোমলস্বরে ডাকল ডিক। 'দাঁড়াও, আমি এখুনি ডাক্তার নিয়ে আসছি। কোন ভয় নেই, তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

মাথা নাড়ল টিনা। 'না, ডিক। তার আর দরকার নেই।' ওর চোখের পাতা কাঁপল ঘন ঘন। আগের চেয়ে পষ্ট গলায় বলল, 'ওকে খুঁজে বের করো। ডেজার্টকে। খুন করো ওকে। দেখো ও ববকে কী করেছে?'

আচমকা নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো ডিকের। 'কী করেছে ববকে?' অনেক কষ্টে ওর মুখ দিয়ে বের হলো প্রশ্নটা।

বেদনার্ত দেখাল টিনার চোখদুটো। 'ডিক,' ডুকরে উঠল ও। 'ও ববকে মেরে ফেলেছে। ডেজার্ট আমাকে আঘাত করায় ওকে থামাতে গিয়েছিল বব। ডেজার্ট ওকে তুলে দেয়ালে আছড়ে ফেলেছে। ডিক, ওকে পালাতে দিয়ো না, প্লিজ।'

সব কিছু অর্থহীন মনে হলো ডিকের কাছে। মনে হচ্ছে আর কিছুরই দরকার নেই এখন। নিজেকে প্রচণ্ড ক্লান্ত আর পরাজিত মনে হচ্ছে। রোডাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভাবল ও। ও বলেছিল, ও আর কাউকে খোঁজাখুঁজি করবে না। কিন্তু এরপর কি আর সে-প্রতিশ্রুতি রাখা যাবে? নিষ্পাপ একটা বাচ্চাকে হত্যার দায়ে ডেজার্টকে কিছুতেই ক্ষমা করা যাবে না। ডিকের নিজের

বাচ্চা বলেই শুধু নয়, যে কোন বাচ্চার ক্ষেত্রেই ওকে তা-ই করতে হত। এখন ডেজার্ট যদি শহর ছেড়ে পালায়, ডিককে ওর পিছু নিতেই হবে।

'ও নিজেকে এখানে গ্যাডিস নামে পরিচয় দেয়, ডিক।'

গ্যাডিস! এ-লোকটাই তো এখানকার স্টেজ লাইনের মালিক। শহরের সবচে' বড় সেলুনটা ও-ই চালায়। ডিকের কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে গেল এসব কিছুর সাথে কেন গার্টের সম্পর্ক ছিল। যে-মেয়েটা এর আগে খুন হয়েছে, তাকেও চিনতে পারল সে। গ্যাডিসের সেলুনেই দেখেছিল ও মেয়েটাকে। মেয়েটা ওখানকার ড্যান্সহল-গার্ল ছিল।

'গ্যাডিস তোমাকে গুলি করেছে?'

অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল টিনা। তারপর অতিকষ্টে বলল, 'আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। ও ববকে খুন করেছে তা বলার জন্যে।' নিস্তেজ হয়ে এল ওর গলা। 'ও আমাকে গুলি করেছে। ও রেমিকেও হত্যা করেছে। ওই বলেছে আমাকে।'

দু'চোখ বুজে গেল ওর, মুখ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য। ওর ঘাড়ের নীচে বাম হাত ঢুকিয়ে মাথাটা উঁচু করল ডিক, নিঃশ্বাসের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। বুঝতে পারল না, শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কি না।

'ডিক,' আবার কথা বলার চেষ্টা করল টিনা। 'ববকে...আমি চেষ্টা করেছি...আমি...আমি...' ওর চোখ খুলে গেল আবার। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডিকের দিকে। ওর চোখের উজ্জ্বলতা ফিরে এল কিছুটা। তবে হাঁকাতে লাগল প্রচণ্ডভাবে। ঠোঁট কেঁপে উঠল বারবার। যেন অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু ভয় পাচ্ছে শেষ করতে পারবে কিনা। তাই সময় ফুরিয়ে যাবার আগে প্রাণপণ চেষ্টা করছে শেষ করার জন্যে।

'ডিক,' আবার বলল টিনা। 'তুমি সারাক্ষণ শুধু কাজ নিয়ে থাকতে। আর কিছু বুঝতে চাইতে না। দিনের বেশির ভাগ সময় কাজ করে ক্লান্ত হয়ে যেতে তুমি, বাকি সময় কথা বলার মেজাজে

থাকতে না। আমাকে সময় দিতে পারতে না। আমি...আমি...' ওর গলা বুজে এল আবার।

মুখের কাছে কান নিয়ে ওর কথা শুনতে চাইল ডিক। শোনা গেল না আর। ওর দিকে তাকাল। স্মৃতিগুলো স্থিরচিত্রের মত একে একে ভেসে যেতে লাগল ওর চোখের সামনে দিয়ে। বিয়ের সময় অসম্ভব প্রাণবন্ত ছিল টিনা। সারাক্ষণই উচ্ছ্বসিত, প্রগলভ। এক নাগাড়ে কথা বলত ও। জীবনটাকে উপভোগের হাজারটা স্বপ্ন দেখত। ওকে বলতও। শহরে থাকতে পছন্দ করত টিনা। র‍্যাঞ্চের কঠোর পরিশ্রম আর নিঃসঙ্গতা অসহ্য মনে হত ওর। এ নিয়ে ডিকের সাথে কত মান-অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি। কিন্তু বাস্তববাদী ডিক ওর কথায় সায় দিত না। নিজের ছোট্ট র‍্যাঞ্চটাকে গড়ে তোলাই ছিল ওর একমাত্র স্বপ্ন, সাধনা। বেদনায় আক্রান্ত হলো ডিক। ওদের কারও স্বপ্নই সার্থক হলো না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টিনার দিকে চাইল ডিক। 'সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে, টিনা,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

মুহূর্তের জন্যে ম্লান চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল টিনার। ডিকের হাত আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। পরমুহূর্তে মুখ বিকৃত করল ব্যথায়। চোখের ঝিলিক মিলিয়ে গেল। 'ডিক,' ক্লিষ্ট স্বরে বলল, 'ড্রয়ারে টাকা আছে। বেশিরভাগই তোমার টাকা। আমরা চুরি করে এনেছিলাম।'

যে-প্রশ্নটা এতক্ষণ ভয়ে করেনি, অবশেষে সেটাই করতে হলো ডিককে, 'বব কোথায়, টিনা?'

অবাক দেখাল টিনাকে। 'কেন? এখানেই তো। আমার সাথে!'

ডিকের হাতের ওপর থেকে সামান্য আলগা হয়ে গেল টিনার মাথা। পরক্ষণেই ঝপ করে পড়ল ওটা হাতের ওপর। চোখের আলো নিভে গেল। অপলক তাকিয়ে রইল ডিক ওর দিকে। মারা গেছে টিনা।

মাথাটা আস্তে করে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডিক। অপলক চেয়ে রইল টিনার দিকে। তারপর ঘাড় ফেরাতেই বিছানার ওপাশে দেয়ালের কাছে দেখতে পেল ববকে। নিঃসাড় পড়ে আছে ছেলেটার লাশ, বেমক্কা ভঙ্গিতে।

ধীর, স্খলিত পায়ে ওদিকে গেল ডিক। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল নতমুখে। অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসল লাশের পাশে। কচি একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে।

'বব,' মৃদু খসখসে শোনাল ওর গলা। সাথে সাথে চোখ জ্বালা করে উঠল ওর। বুক থেকে দলা পাকিয়ে উঠে গরম কী একটা যেন গলায় গিয়ে আটকে গেল। ছেলেকে দেখার জন্যে কতদিন ধরে আকুল হয়ে আছে ও! নিশিদিন অপমানের জ্বালা আর দেখার তৃষ্ণায় জ্বলেছে। আর এখন যখন দেখা পেল, জ্বালা তো মিটলই না—বরং শতগুণ বেড়ে গেল। 'বব,' আবার ডাকল ও।

কতক্ষণ সেভাবে বসেছিল, জানে না সে। তবে যখন উঠে দাঁড়াল, তখন দু'চোখ শুকনো ওর। অশ্রু মিলিয়ে গেছে। শোকের বেগ কমে ক্রোধের আগুনে জ্বলছে ধিক ধিক করে। ডেজার্ট ওকে শুধু অপমানই করেনি, ওর বুক ফেড়ে কলজে উপড়ে নিয়ে গেছে।

সামনের দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল ডিক, টাকার কথা মনে হতেই ঘুরল ফের। ডেজার্ট ওরফে গ্যাডিস যদি ভার্জিনিয়া সিটি ছেড়ে পালায়, তা হলে ওর পিছু নেবে ও। টাকার দরকার হবে।

ড্রয়ারে কাপড়ের থলেয় মোড়ানো টাকাগুলো পাওয়া গেল। ওখান থেকে দু'হাজার ডলার গুণে নিয়ে বাকিটা রেখে দিল। এ দু'হাজার ডলার ওর। গ্যাডিস আর টিনা পালিয়ে আসার সময় চুরি করে এনেছিল। থলের বাকি টাকাটা রেখে দিল ও। পরের টাকা ছোঁয়ার প্রবৃত্তি ওর নেই।

দোরের কাছে আবার থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে

তাকাল ফের টিনা আর ববের লাশের দিকে। তারপর আস্তে করে বেরিয়ে সাবধানে দরজা এঁটে দিল। টিনা আর বব ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। ও এদের পরে দেখবে। কিন্তু সবার আগে দেখবে ডেজার্টকে। ওকে খুঁজে পেতে হবে। কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে ওর পাওনা।

রাস্তায় নামল ডিক। থমথমে, কঠিন মুখে হাঁটতে শুরু করল। ওর চেহারা দেখে পথচারীরা তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দিল ওকে। ডিক ভ্রূক্ষেপও করছে না কারও দিকে। এ-মুহূর্তে ওর মাথায় কোন চিন্তা নেই, মনে কোন অনুভূতি নেই। দমদেয়া পুতুলের মত কেবল হাঁটছে সে সামনের দিকে।

আর্থারের অফিসের কাছে আসতে রোডা ওকে দেখল। দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে ওর কাছে এল মেয়েটা। হাত ধরল। ডিক তাকাল ওর দিকে, মনে হলো না চিনতে পেরেছে।

'ডিক,' রোডা বলল। 'আমি আর্থারের অফিসে এসেছিলাম তোমার খবর নিতে। জানতে এসেছিলাম মেয়েলোকটার খোঁজ পেয়েছ কি না।'

কথা বলল না ডিক। মনে হলো রোডার কথা ওর কানেও ঢোকেনি। হাঁটছে সে কোন দিকে না-তাকিয়ে। ভ্রূ কুঁচকাল রোডা। 'ডিক, কী হয়েছে তোমার? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?'

নিরাসক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল ডিক। উদাস স্বরে বলল, 'আমি ওদের পেয়েছি, রোডা। বব আর ওই মেয়েলোক, মানে আমার স্ত্রীর খোঁজ।'

কোন ভাব ফুটল না রোডার মুখে। 'তাই?' কোন পরিবর্তন ধরা পড়ল না গলার স্বরে।

'ওদের লাশ,' আবার বলল ডিক। 'ডেজার্ট খুন করেছে ওদের।'

ম্লান হয়ে গেল রোডার মুখ। সত্যিকারের কষ্ট ফুটে উঠতে দেখল ডিক ওর চোখে। একটু পর জানতে চাইল মেয়েটি, 'ও কি

শহরে আছে এখনও?'

'আমার ধারণা, আছে। দ্রুত পালানো সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। ও ভবঘুরে নয়। এখানে ওর বিষয় সম্পদ আছে। পালাবার আগে যতটা সম্ভব হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করবে সে। তাতে কিছুটা সময় ওকে নষ্ট করতেই হবে।'

হাঁটতে শুরু করল ডিক আবার। রোডা ওর হাত ছাড়ল না। 'দাঁড়াও, ডিক।'

গম্ভীর মুখে ওর দিকে চাইল ডিক। 'কী?' রুক্ষ স্বরে বলল।

'ব্যাপারটা আর্থারকে বলা উচিত তোমার। ডিক, সবকিছু মিটে যাবার পর তো তুমি এখানেই থাকবে, তাই না? আর্থার ব্যাপারটা না-জানলে পরে...'

কথাগুলো ভেবে দেখতে লাগল ডিক। তবে সেই সাথে বিরক্তিও লাগছে ওর। দেরি হয়ে যাচ্ছে। রোডার মুখের দিকে চাইল। মেয়েটার মুখের ভাব পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। ও চাইছে ডিক ভার্জিনিয়া সিটিতে থাকুক। সেও যে তা চায় না এমন নয়। ও চায় রিংবুলকে তার ক্লেইমের ব্যাপারে সাহায্য করতে, সত্যি বলতে কি, ও রোডার পাশে থাকতে চায়। কিন্তু সব কিছুর আগে গ্যাডিসকে চায় ওর।

সেক্ষেত্রে গ্যাডিসকে হত্যা করার আগে সবকিছু খুলে বলা উচিত আর্থারকে। নইলে আইনের চোখে খুনী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে ও।

'আর্থার হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে, হয়তো করবে না,' মৃদু স্বরে রোডাকে বলল ও। 'যা-ই হোক, ডেজার্টকে আমি খুন করবই।'

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রোডা। তারপর শেরিফ অফিসের দিকে হাঁটতে লাগল ডিকের সাথে।

ডেস্কের ওপর বুটসুদ্ধ দু'পা তুলে বসেছিল আর্থার, ওদের দেখে ভুরু কুঁচকে পা নামাল। দু'হাতে টেবিলের প্রান্ত আঁকড়ে

ধরে শুধাল, 'কী ব্যাপার?'

নিরাসক্ত স্বরে ওকে সব কিছু খুলে বলল ডিক। 'তুমি এর আগে জানতে চেয়েছিলে আমি কেন এখানে ঘুর ঘুর করছি? এই কারণে। লোকটাকে আমি এখানে পেয়েছি। গত রাতে সে একটা মেয়েকে খুন করেছে। আজ খুন করেছে আমার স্ত্রী আর সন্তানকে। নিজের অপকর্মের সাক্ষ্য না-রাখার জন্যে এই কাজ করেছে লোকটা। ওর নাম পেগি গ্যাডিস।'

'কী!' আপাদমস্তক কেঁপে উঠল আর্থার বিস্ময়ের ধাক্কায়। 'কী বলছ তুমি? মি. গ্যাডিস? খোদা! নিজেকে তুমি কী ভেবেছ বলো তো? ভেবেছ তুমি এখানে এসে একজনের নামে একটা কিছু বলবে, আর আমরা তা-ই বিশ্বাস করে বসে থাকব?'

ওর চোখ থেকে চোখ সরাল না ডিক। 'আমি ওকে খুন করতে যাচ্ছি, শেরিফ। তুমি চাইলে আমার সাথে আসতে পারো। মরার আগে ও হয়তো কথা বলতে পারে। আর,' লোহার ওপর হাতুড়ির বাড়ির মত শোনাল ওর গলা, 'দয়া করে আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না।'

আর্থারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রোডা। 'ওর সাথে যাও, শেরিফ।'

সরু চোখে চাইল শেরিফ ওর দিকে। চিন্তা করছে। রোডার আচরণে কিংবা ডিকের গলায় এমন কিছু আবিষ্কার করল ও, যা ওকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। টেবিলের ওপর থেকে হ্যাটটা তুলে নিল ও, মাথায় পরল। গম্ভীর স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, চলো। তবে আমি জানি, এসব কিছুর জন্যে তুমি দায়ী।'

রোডাও ওদের সাথে হাঁটা ধরল। মাথা নাড়ল ডিক। 'না, রোডা। তুমি এখানে থাকো।'

ম্লান হয়ে গেল রোডার মুখ। দাঁড়াল তবুও। ওকে অনেক কথা বলার আছে ডিকের। বর্তমানের সুখ-দুঃখের কথা,

ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার। কিন্তু এখন সে-সময় নেই। কেবল মৃদুস্বরে বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, রোডা। তুমি দেখো...' থেমে গেল ও, বাকি কথা পরে বলা যাবে।

আর্থারের সাথে সাথে চলল সে। কেউ কথা বলছে না। আর্থারের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ডিক। ফুঁসছে লোকটা, রাগে। ডিক ওর চোখে একটা উটকো আপদ। তার ওপর এমন এক অভিযোগ এনেছে, এমন এক লোকের বিরুদ্ধে, যা তার পক্ষে বিশ্বাস করাই অসম্ভব। অথচ তারপরও ওকে যেতে হচ্ছে ওই আপদটার সাথে ওর উদ্ভট দাবির সত্যতা পরখ করার জন্যে।

সেলুনে গিয়ে ঢুকল ওরা। সান্ধ্যকালীন ধুম বেচাকেনা চলছে। একজন ফ্লোরম্যান খেয়াল করল ওদের। মুখ দেখে গুরুতর কিছু একটা আন্দাজ করে কাছে চলে এল।

'এখানে দাঁড়াও!' ধমকে উঠল আর্থার। 'খেয়াল রাখবে একটা লোকও যেন,' সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল, 'ওপরে যেতে না পারে।'

সিঁড়ির দিকের দরজায় চোখ রেখেছে ডিক। লক্ষ করছে, সবাই দেখছে ওকে চুপচাপ। ভাগ্যিস, শেরিফকে সাথে করে নিয়ে এসেছে, নইলে এদের সবার সাথে লড়াই করতে হত ওকে। এক মিনিটও টিকতে পারত না।

ধীর, দৃঢ়পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠল সে। ওর পিছু পিছু আর্থার। সঙ্কীর্ণ পথটুকুতে আর্থারের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দকে ঝড়ো বাতাসের মত মনে হচ্ছে ডিকের।

হলের শেষ প্রান্তে একটা দরজা। ওদিকে এগোল ওরা, দরজার সামনে গিয়ে থামল ডিক। তারপর কান পাতল।

ভেতরে ব্যস্ত নড়াচড়ার আভাস। দেরাজ খোলা আর বন্ধ করার আওয়াজ, কাগজপত্র ঘাঁটার খসখসে শব্দ।

শেরিফের দিকে চাইল ও। 'এখানে দাঁড়াও,' ফিসফিসে

গলায় বলল। অস্ত্র বের করে বামহাত দরজার নবে রাখল। ওর মুখ পাথরের মত শক্ত, কোন ভাব নেই তাতে। ওর দীর্ঘ পথচলা আজ এখানে শেষ হতে চলেছে: এ-মুহূর্তে ওর আর কিছুই করার নেই, কেবল যা করার তা ছাড়া। এবং সে তা করতেই যাচ্ছে।

নব ঘুরিয়ে দুয়ার খুলল সে, নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। দু'পা এগোল সামনে। টেবিলের সামনে বসে কাজে মগ্ন লোকটার মনোনিবেশে একটুও চিড় ধরল না। টাকা-পয়সা নিয়ে মহা ব্যস্ত সে।

'ডেজার্ট,' ডাকল ডিক।

চমকে উঠে তাকাল ডেজার্ট। বিশালদেহী লোকটাকে দেখল। মাত্র হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান যমদূতের মত। ওর হাতে কাগজপত্র আর টাকা-পয়সা। টেবিলের ওপর রাখা মুখ খোলা একটি থলেয় ঢোকাচ্ছিল সব। থলের ওপর স্থির হয়ে গেল ওর হাত।

ডেস্ক এবং মেঝেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাগজপত্র। তাড়াহুড়ার চিহ্ন চারদিকে। ডেস্কের প্রায় সবগুলো ড্রয়ারই খোলা। আবার লাগানোর ঝামেলায় যেতে চায়নি।

মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে ডেজার্টের। ওর দু'ঠোঁট নড়তে দেখল ডিক, তবে কোন শব্দ শুনল না।

'ডেজার্ট,' আবার ডাকল ও।

ওর হাতে উদ্যত পিস্তলের সাথে লেপ্টে ছিল ডেজার্টের চোখ দুটো। ওর নিজের পিস্তলটা টেবিলের ওপর থলের কাছে রাখা। আরেকটা পিস্তল রয়েছে আধা খোলা একটা ড্রয়ারে। দুটো পিস্তলকেই যোজন মাইল দূরে মনে হলো। হাত থেকে কাগজপত্র আর টাকা পয়সা পড়ে গেল ওর। আরেকবার মুখ খুলতে গিয়ে নিজের সাথে রীতিমত সংগ্রাম করতে হলো ওকে। অবশেষে স্বর ফুটল গলায়, 'তুমি ভুল করছ। এখানে ডেজার্ট

নামে কেউ নেই।'

'তাই নাকি, ডেজার্ট?' মৃদু হাসার ভঙ্গি করল ডিক। তবে ডেজার্টের কাছে ওটা মুখ ভেঙচানো বলেই মনে হলো। 'যে-মেয়েটা তোমার সেলুনে নাচত, সে কিন্তু ভুল করেনি। রেমি ভুল করেনি। টিনাও না। ও কিন্তু সাথে সাথে মারা যায়নি, ডেজার্ট। মরার আগে কথা বলেছে।'

সশব্দে শ্বাস টানল ডেজার্ট। ওর চোখদুটো স্থির হয়ে আছে ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা পিস্তলের ওপর। ডেস্কের পিঠটা উঁচু। ওটা কি চোখে পড়েছে রিফেলের? ওটার দিকে হাত বাড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছে না।

চোখ দুটো সরিয়ে এনে ডিকের দিকে চাইল ও। আবার ঠোঁটদুটো নড়ল। 'আমি জানতাম, তুমি একদিন আমাকে খুঁজে বের করবে।' হাত দুটো স্থির রাখল ও ডেস্কের ওপর। তবে জোর ফিরে পেল ওর গলা। অনেকটা আত্মবিশ্বাসী শোনাল। বুঝে গেছে, যা এড়ানো সম্ভব নয়, তার মুখোমুখি হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। 'তোমাকে আমি ধনী বানিয়ে দেব, রিফেল। এত টাকা দেব, যা কল্পনাও করতে পারবে না। আমার সব সম্পত্তির অর্ধেকটা...'

থেমে গেল ও। ডিকের পাথুরে মুখে সামান্যতম প্রতিক্রিয়ার ছায়াও ফেলেনি ওর কথা। 'চাও না?' জিজ্ঞেস করল সে। একটা সূক্ষ্ম, প্রায় অদৃশ্য হাসির আভাস খেলে গেল ওর ঠোঁটে।

আবার পিস্তলের ওপর সেঁটে গেল ওর চোখ। যদি পিস্তলটা তুলে নিতে পারত! কিন্তু রিফেলের অস্ত্রটা সরাসরি ওর দিকে চেয়ে আছে। বেচাল দেখলে ঝাঁঝরা করে দেবে। ওর কঠিন পাথুরে মুখের অভিব্যক্তি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর।

জিভে নোনা স্বাদ পাচ্ছে ডেজার্ট। মুখ ঘামে ভিজে জবজবে, ঘাড় আর পিঠ বেয়ে স্রোতের মত নামছে।

বাঁচার উপায় ঠাউরাবার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে ডেজার্ট

কথা বলল আলাপের সুরে, যদি কিছুটা সময় পাওয়া যায় এতে। এর মধ্যে হয়তো একটা কিছু পথ বের করে ফেলা যাবে এ-মাথামোটা গোঁয়ারটার হাত থেকে। 'রিফেল, আমি ওকে ভালবাসতাম। ও সবসময় বলত, তুমি ওকে ঠিকমত মনোযোগ দাও না।'

ডিকের মুখে সামান্যই পরিবর্তন দেখল ও। মরিয়া হয়ে বলে চলল, 'সত্যি বলছি। আমি ওকে দেখা মাত্র ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। এটা এমন ভালবাসা, কারও পক্ষে তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আমি বাচ্চাটাকেও ভালবাসতাম। আমি—আমি ওকে খুন করতে চাইনি।'

কেঁপে উঠল ডিকের মুখের কঠিন রেখাগুলো, শোকের অভিব্যক্তি ফুটল, পরমুহূর্তে ভীষণ হয়ে উঠল ওর চেহারা। একটা হাত বাড়িয়ে যেন ওকে শান্ত করতে চাইল ডেজার্ট। 'এক মিনিট। আমরা কি কিছু অন্যায় করেছি? তুমি আমাদের পিছু নিলে কেন? তুমি পিছু না-নিলে আমরা দুজনে সুখী হতে পারতাম। এর মধ্যেও, সারাক্ষণ তোমার তাড়ার মুখে থেকেও আমরা বেশ কিছু আনন্দময় সময় কাটিয়েছি।'

ঘৃণায় মুখ বিকৃত হলো ডিকের। মিথ্যে বলেনি ডেজার্ট এক দিক দিয়ে। ব্যভিচারের সময়টা তার ভালই কেটেছে। আরও কাটত, যদি না ও বাগড়া দিতে আসত। কিন্তু একজনের বিকৃত আনন্দ আরেকজনের জীবন ধ্বংস করে দেবে, অথচ তার প্রতিফল সে পাবে না, তা কী করে হয়? ডিক ইচ্ছে করলে এক গুলিতে ডেজার্টের সব পাওনা মিটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু লোকটাকে অত শান্তিতে মরতে দিতে চায় না সে। ও এত সহজ মৃত্যুর উপযুক্ত নয়।

'ডেস্কের কাছ থেকে সরে দাঁড়াও, ডেজার্ট,' হুকুম করল সে। প্রথমে ডান হাত, এরপর বাম হাত, তারপর একটা একটা করে দুটি পা। এভাবে একের পর এক গুলি করে একটার পর

একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট করে দিয়ে লোকটাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে খুন করবে ও। ও যে-পাপ করেছে, তার শাস্তি হিসেবে এরচে' বেশি প্রাপ্য ওর। অন্যের ঘর ভাঙা, নারী হত্যা, শিশু খুনের মত অপরাধ যারা করে, তাদের জন্যে ন্যূনতম মায়া দয়া থাকা উচিত নয় কারও।

ওর দিকে চেয়ে আছে ডেজার্ট। 'সরো ওখান থেকে,' গর্জে উঠল ডিক। পিস্তল নাচাল। ডেস্ক থেকে সরে গেল ডেজার্ট, পিছিয়ে দেয়ালের কাছে চলে গেল। ডিকের ওপর থেকে একবারের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না।

'আমাকে কোন সুযোগই দিচ্ছ না তুমি,' বলল সে। 'আগে থেকেই পিস্তল উঁচিয়ে আছ।'

স্থির চোখে ওর দিকে তাকাল ডিক। 'কোন সুযোগই তোমাকে দেয়া উচিত নয়।' ঘোঁৎ করে উঠল। হাতের পিস্তল হোলস্টারে ঢোকাল।

চক চক করে উঠল ডেজার্টের চোখ। বাঁচার আশায় নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এল ও, আঘাত করল ডিককে। বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠা লোকটার প্রাণপণ আঘাতে টলে উঠল ডিক, পিছিয়ে গেল কয়েক পা। সুস্থির হয়ে দাঁড়াবার আগে আরও গোটা দুয়েক ঘুসি খেল, তারপর আঘাত করল সেও।

কোণঠাসা গ্রিজলি যেমন অপ্রতিরোধ্য ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তেমনি অবস্থা ডেজার্টেরও। বেমালুম হজম করে ফেলল ডিকের শক্তিধর হাতের প্রচণ্ড ঘুসিগুলো। দেখেশুনে লোকটার মুখে মারতে লাগল ডিক। নাক ফেটে গেল ওর, ঠোঁট থেঁতলে গেল। চিবুক, গাল আর কপাল কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। মুখের রঙ পাল্টে লাল হয়ে গেল, কালো দাড়িতে রক্তের লাল ছোপ। বুকের দিকের শার্ট ভিজে ছপ ছপ করছে। নিঃশব্দে ঘুসি হজম করছে ও। বার বার আক্রমণ শানাচ্ছে গোঁয়ারের মত। চাইছে

সামনের লোকটাকে ঝড়ের মুখে কুটোর মত উড়িয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু ওর সমস্ত আক্রমণ বিফল হচ্ছে। বিশালদেহী লোকটাকে জায়গা থেকেও নড়াতে পারছে না।

উভয়ে হাঁফাচ্ছে, বুক ওঠানামা করছে কামারের হাঁপরের মত। শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে লাল বুদ্‌বুদ্ বেরোচ্ছে ডেজার্টের মুখ দিয়ে। কিন্তু এরপরও হাল ছাড়ছে না ও। জানে, কাজটা শুরু করেছে সে নিজেই, পিছিয়ে পার পাবে না এখন।

হাঁ করে নিঃশ্বাস টানল ডিক, সামনে এগোল। বৃষ্টির মত ঘুসি ছুঁড়ছে ডেজার্টের মুখ, বুক সই করে। ডেজার্টের শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, দম বন্ধ হয়ে এসেছে প্রায়। পেটে প্রতিপক্ষের মোক্ষম ঘুসি খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল ওর শরীর। কোনমতে সোজা হয়ে টলমল পায়ে ডিকের দিকে এগোল সে। কিন্তু ওর পা শরীরের ভর সইতে না-পেরে বাঁকা হয়ে গেল। দড়াম করে পড়ল ও মেঝেয়। উঠতে গেল, কিন্তু হাত আর পায়ের সাড়া না-পেয়ে পড়ে রইল মড়ার মত।

'উঠে দাঁড়াও,' খেঁকিয়ে উঠল ডিক। রোখ চেপে গেছে ওর। লোকটাকে খুন করতে চায় ও, খালি হাতে পিটিয়ে লাশ বানাতে চায়।

'পারছি না,' ককিয়ে উঠল ডেজার্ট, তবে চেষ্টা চালাচ্ছে ওঠার জন্যে। ফুট কয়েক দূরে একটা চেয়ার। বুকে হেঁটে ওদিকে এগোল। চেয়ার ধরে উঠে দাঁড়াবে। কঠিন চোখে লোকটাকে দেখছে ডিক। বিন্দুমাত্র করুণা বোধ করছে না ওর প্রতি।

বুকে হেঁটে চেয়ারটার কাছে গিয়ে দু'হাতে ওটার পিঠ আঁকড়ে ধরল ডেজার্ট, সোজা হলো। আচমকা চেয়ারটা তুলে ছুঁড়ে দিল ডিকের দিকে।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। শেষ মুহূর্তে খেয়াল করেও এড়াতে পারল না ডিক। লাফ দিল ও। তার আগে চেয়ারটা

এসে পড়ল ওর পায়ের ওপর। মেঝেয় পড়ে গেল ও। ডেজার্ট ওকে ভালই ফাঁকি দিয়েছে।

পাগলের মত লাথি চালাল ও। চেয়ারটার এক পাশে সরে যাবার শব্দ ও ডেজার্টের ছুটন্ত পায়ের বুটের আওয়াজ এক সাথে শুনল। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে লোকটা, এটাই আশা করল ডিক। তার আগেই হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওর দিকে এলো না ডেজার্ট, ডেস্কের দিকে ছুটছে। ডেস্কের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে অস্ত্রটা তুলে নিল ও। ওটা হাতে পেয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর ঝামেলায় গেল না। উপুড় অবস্থা থেকে গড়িয়ে চিৎ হয়ে ডেস্কের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে প্রায় শোয়া অবস্থায় পিস্তল তুলল ও। খুশিতে ওর দু'চোখ জ্বলে উঠতে দেখল ডিক।

গড়ান দিল ডিক, ডান হাত মুক্ত করতে চাইছে। শত্রু হিসেবে ডেজার্টকে চিনতে ভুল করেছে ও। এখন তার মাশুল দিতে হতে পারে। হোলস্টারে ছোবল মারল ওর ডান হাত। কিন্তু বেমক্কা পড়ে থাকায় গতি ব্যাহত হলো হাতের।

নিশ্চিত জয়ের আনন্দে বিভোর ডেজার্ট পিস্তল তুলে মাত্র গুলি ছুঁড়ল এবং ঠিক সে-মুহূর্তে পিস্তল বের করার জন্যে সংগ্রামরত ডিক সামান্য ডানে সরে গেল। পিস্তলের গুলি ওর মুখের ইঞ্চি তিনেক দূরে মেঝের চলটা ওঠাল, একই সাথে মুক্ত হয়ে গেল ডিকেরও ডান হাত। অস্ত্র বের করল সে, ডেজার্টের দিকে সই করল। দ্বিতীয়বার ডেজার্ট গুলি করার আগে কেশে উঠল ডিকের পিস্তল। বুকে ধাক্কা খেয়ে সরে গেল ডেজার্ট ডেস্কের কাছ থেকে। সে-অবস্থায় দ্বিতীয় গুলি বেরোল ওর পিস্তল থেকে। ডিকের কাছ থেকে হাতখানেক দূরে বিঁধল ওটা।

আস্তে আস্তে বাঁকা হয়ে যেতে শুরু করল ডেজার্টের শরীর। ওর হাতের পিস্তলটা নড়ছে। ওটা তোলার চেষ্টা করছে আহত পিস্তলধারী, একটু পরে দড়াম করে মেঝেয় পড়ল।

দ্বিতীয়বার গুলি করার দরকার মনে করেনি ডিক। নিরুৎসুক চোখে শত্রুর গুলি করার চেষ্টা প্রত্যক্ষ করল। ডেজার্ট পড়ে যেতেই পিস্তলটা খাপে ঢোকাল। তারপর মুখ তুলে চাইল ডেজার্টের দিকে। ওর দিকে চেয়ে আছে লোকটা। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মুখ মৃত্যু যন্ত্রণায় বিকৃত। ডিক তাকাতেই কথা বলল, 'আমি ওকে ভালবাসতাম, রিফেল। পাগলের মত ভালবাসতাম। তাই সবসময় ওকে হারানোর ভয়ে থাকতাম। ববকে আমি খুন করতে চাইনি। ওটা...নেহাত দুর্ঘটনা...বব...বব...' এরপর ওর ঠোঁট কাঁপল আরও কয়েকবার, নিঃশব্দে। তারপর নিথর হয়ে গেল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ডিক। মৃত শত্রুর ওপর ওর চোখ। সে খুনী নয়, কিন্তু লোকটা তাকে বাধ্য করেছে ওকে খুন করার জন্যে। ওকে খুন করে একটুও খারাপ লাগছে না ওর। লোকটা নাকি টিনাকে ভালবাসত। হতে পারে। কিন্তু টিনা ছিল অন্যের স্ত্রী। অন্যের স্ত্রীকে ভাগিয়ে এনে সে যতই ভালবাসার দোহাই পাড়ুক, সেটা কারও সহানুভূতি পেতে পারে না। আর যার বউকে ভাগিয়ে এনেছে, অপমানিত ক্ষুব্ধ তার তো নয়ই। সবচে' বড় কথা, লোকটা ওর ছেলের খুনী।

'আমি সবকিছু শুনেছি।' সচেতন হলো ডিক। শেরিফ আর্থার কখন যে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেনি। শেরিফের গলায় নিখাদ বিস্ময়।

'আমরা আসলে মানুষের ওপরের রূপটাই দেখি। সেটা খারাপটা হোক আর ভালটা হোক। অপর দিকটা সহজে জানতে পারি না। জানতে চাইও না,' আবার কথা বলল শেরিফ মেঝেয় পড়ে থাকা লাশের ওপর চোখ রেখে। 'তুমি যাবে?' চোখ ফেরাল ডিকের দিকে।

মাথা ঝাঁকাল ডিক। দরজার দিকে ঘুরল। নীচে সেলুনে অনেক লোকের চিৎকার, হৈ চৈ। উদ্বিগ্ন বোধ করল। কারা

এরা? ডেজার্টের সমর্থক নাকি।

'অ্যাই, লোকেরা!' ধমকে উঠল শেরিফ। 'এখানে সব ঠিক আছে। যা ঘটেছে, আমি সব দেখেছি। তোমরা কজন গিয়ে লাশটা নীচে নামিয়ে আনো।'

বন্ধ হয়ে গেল হৈ চৈ। শেরিফের বক্তব্যের পর কথা যোগাল না কারও মুখে। ওরা কেউই ডেজার্টের সমর্থক নয়, খদ্দের মাত্র। পরিস্থিতি সম্পর্কে শেরিফের ব্যাখ্যায় নিশ্চিন্ত সবাই।

ক্লান্তি বোধ করছে ডিক, সাথে সাথে স্বস্তিও। আগাগোড়া ঘটনার সময় আর্থার হাজির থাকায় অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে গেছে সে। লোকটা বিবেচক, সৎ, ন্যায়পরায়ণও। ভাবল ও।

হঠাৎ এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হলো সে। ওর মনে হলো, ওর আর কিছুই করার নেই, কোন কাজই নেই; এরপর বেঁচে থাকাটাই তার জন্যে অর্থহীন। এতদিন ওর মধ্যে কষ্ট ছিল, অপমানবোধ ছিল—কিন্তু এরকম শূন্যতা ছিল না। টিনা ও ডেজার্টের ওপর প্রতিহিংসা ও ববকে দেখার তৃষ্ণায় ভরা ছিল ওর মন। কিন্তু এখন সব কিছুই শেষ। ডেজার্টের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে, টিনা তার ভুলের মাশুল গুনেছে, রেমি মারা গেছে এবং বব...আহ বব...আচমকা হু হু করে উঠল ওর ভেতরটা, চোখ ভারী হয়ে উঠল। ঝাপসা হয়ে গেল সামনের সবকিছু। ওর কিছুই রইল না আর, কিছুই না।

সেলুন থেকে রাস্তায় নামল ডিক। হেঁটে চলল উদ্দেশ্যহীনভাবে। একটু পরে দেখল রিংবুল আর রোডাকে রাস্তায়। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে বাপ-মেয়ে সেলুনের দিকে। ডিককে দেখে থেমে গেল রোডা। তাকিয়ে রইল।

হেঁটে ওদের কাছে গেল ডিক। রোডার চোখে চোখ রাখল।

'ডিক,' ডাকল রোডা। ওর চোখে স্বস্তির চিহ্ন।

'রোডা, আমি ওকে খুন করেছি।'

'তুমি ঠিক কাজটাই করেছ, ডিক। ওকে খুন না-করলে তুমি ছোট হয়ে যেতে রেমির কাছে, টিনার কাছে, ববের কাছে, এমনকী নিজের কাছেও।'

'রোডা,' অবাক হলো ডিক। 'তুমি বলছ এ-কথা?'

'হ্যাঁ, ডিক, আমি বলছি। তুমি ডেজার্টকে ধরতে আসার পর থেকে আমি মনে মনে চিন্তা করেছি, ডেজার্টকে খুন করাই উচিত। তাই চেয়েছি তুমি ওকে খুন করো।'

'রোডা,' একটা হাত বাড়াল ডিক। 'আমার আর কিছুই করার নেই।'

'কেন, ডিক?' ওর চোখে চোখ রাখল মেয়েটা। 'তোমার আরও অনেক কিছু করার আছে। আমি বলছি।'

'তুমি বলছ?'

'হ্যাঁ, ডিক। আমি বলছি।' ওর বাড়ানো হাতটা ধরল রোডা।

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ তমাল সরকার
ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।

এইমাত্র শেষ করলাম গোলাম মাওলা নঈমের 'আসামী'। বরাবরের মতো এই ওয়েস্টার্ন বইটিও ভাল লেগেছে। নতুন বইয়ের অপেক্ষায় রইলাম। আচ্ছা কাজীদা, কাজি মাহবুব হোসেন কি অসুখ থেকে ভাল হয়েছেন? যদি ভাল হয়ে থাকেন তা হলে তাঁকে এরফানের বই লিখতে বলবেন।

সেবার সঙ্গে জড়িত সবাইকে সালাম ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

★আপনাকেও ধন্যবাদ। কাজি মাহবুব হোসেন খুবই অসুস্থ। এখন অ্যাপোলো হাসপাতালের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ভেন্টিলেশনে আছেন। দোয়া করবেন যেন সুস্থ হয়ে আবার লিখতে পারেন। ...আপনাকেও ধন্যবাদ।

পেলে চাক্‌মা
মৈত্রীপুর, খাগড়াছড়ি সদর।

কাজীদা, শুরুতেই নববর্ষের শুভেচ্ছা। সেই সাথে 'সেবা' প্রবেশ করল নতুন এক বছরে। আশা করি 'সেবা' চলতে থাকবে তার নিজস্ব স্টাইলে। কাজীদা, সেদিন 'নরকে' বইটা নিয়ে আসলাম পড়ার জন্যে কিন্তু পড়ার সময় দেখি এক ফর্মা দুবার করে দেওয়া বইয়ে। কি আর করব রেখে দিলাম বিষণ্ণ মনে। Next যাতে এরকম আর ভুল না হয় আশা রাখি। আর হ্যাঁ, বইটা কি সেবায় এসে পাল্টিয়ে নিতে পারব?

কিছু নিজের মনে আসা ওয়েস্টার্ন বইয়ের নাম লিখে দিলাম। লেখক যদি লুফে নেয় খুশি হব। বইগুলোর নাম হলো—দক্ষিণ-পশ্চিম, চারণ ভূমি, অধিকার, ডুয়েল, অভিশপ্ত কোল্ট, অচেনা আগন্তুক। সেবাকে দীর্ঘায়ু কামনা করে আজ এই পর্যন্তই শেস করলাম।

★কয়েকটি নাম তো খুবই ভাল। দেখা যাক, কোনও ওয়েস্টার্ন লেখক গ্রহণ করেন কি না। ...হ্যাঁ, পাল্টে নিতে পারবেন।

মোঃ নাহিদ মিজান (রনি)
৭২ নং (আঙিনা), বাগমনিরাম লেইন, চট্টগ্রাম।

সেবার সকল পাঠক এবং কাজীদা আপনাকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নাঈমদাকে 'নরকের' জন্য ধন্যবাদ। অসাধারণ, তবে ওনার 'শকুন' পড়া হয়ে ওঠেনি। আমি ওয়েস্টার্নের অন্ধভক্ত, শুরু থেকে এই ২ বছরে আমি প্রায় ১০০টির মত ওয়েস্টার্ন গলাধঃকরণ করেছি। কিন্তু পুরনো কিছু বই পড়ার জন্য খুঁজছি। এগুলো আমার মতে দুষ্প্রাপ্য। যদিও কাজীদা এখন কিছু দুলর্ভ বই রিপ্রিন্ট করছেন। ধন্যবাদ সেজন্য। তবে একটা অনুরোধ—'শেষমার', 'মরুসৈনিক', 'শিকারী', 'ভুল', 'পশ্চিম যাত্রা', 'শেষ প্রতিপক্ষ' এই ৬টি বই ভিন্ন লেখকের এবং এগুলো বাজারে আছে কিনা সন্দেহ, তাই এসব বই রিপ্রিন্ট করে 'দুর্বৃত্ত' ও 'বাজি'-এর মত ভলিউম আকারে বের করলে খুবই ভাল হয়।

অনুরোধটি রাখবেন কি?

★সময়মত সবই রিপ্রিন্ট হবে, আশাকরি। আমাদের সবার তরফ থেকে আপনার জন্যও শুভেচ্ছা রইল।

রাশেদ রেজা (ইভান)
C/o রেজাউল করিম, শিশু হাসপাতাল সড়ক, পৌর কাঠালী, ভোলা।

আমার বয়স সতেরো। সেকেন্ড ইয়ারে (H.S.C) পড়ছি। বইপড়া, গান শোনা, প্রকৃতির প্রকৃত সৌন্দর্য অবগাহন আমার অন্যতম প্রিয় শখ। ভালবাসি কর্মঠ ব্যক্তিত্বশীল মানুষ, সুন্দরের পূজারী যে কোন মানুষ আর পবিত্র বন্ধুত্বকে। আমি পত্রমিতালী তে আগ্রহী।

আমি সেবা প্রকাশনীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ, চিরঋণী। সেবার প্রতিটি বই আমায় কিছু না কিছু দিয়েছে ভবিষ্যতের পাথেয় করে, আমার নিজেকে সঠিকভাবে গড়ার জন্য।

ও ভাল কথা, কাজীদা, 'পরবাসীতে' বন্ধু পান্নার সব ওয়েস্টার্ন পড়া হয়ে গেছে শুনে হঠাৎ খেয়াল হলো নিজের সংগ্রহের দিকে, একী কাজীদা, এ সর্বনাশ হলো কেমন করে! আমারও তো সব ওয়েস্টার্ন পড়া ও সংগ্রহ হয়ে গেছে। তা হলে কিভাবে আমার দিন কাটবে? আগে তো দুলর্ভ পুরানো ওয়েস্টার্ন কীভাবে সংগ্রহ করব সে চিন্তাই ছিল আনন্দময় মন জুড়ে। দু বন্ধুতে মিলে পুরনো ওয়েস্টার্ন সংগ্রহ করতে কত অভিযান যে করেছি তার হিসাব নেই।

নঈমদার 'নরকে' খুব ভাল লেগেছে। 'শকুন' 'কিংকং' ও 'পরবাসীর' জন্য নঈমদা, অনীশদা, ও মায়মুরদাকে ধন্যবাদ। এবং 'হারানো আটলান্টিস'-এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ইদানীং টিপুদা আর হাকিমদাকে ভোলায় খুঁজে পাচ্ছি না তাই বেশ কষ্টে আছি। পরিশেষে সেবার সাথে জড়িত সবার প্রতি রইল শুভেচ্ছা আর অনন্ত ভালবাসা।

★আমাদেরও ভালবাসা ও শুভেচ্ছা রইল। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্র্যাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com